NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ অপেক্ষা-ই উৎসব নিয়ে লিখলেন বাবুল চট্টোপাধ্যায়

ঘাটালে বন্যা পরিস্থিতি ক্রমেই স্বাভাবিক হচ্ছে ৫

কলকাতা ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ৯ আশ্বিন ১৪৩১ বৃহস্পতিবার অষ্টাদশ বর্ষ ১০৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 26.9.2024, Vol.18, Issue No. 108 8 Pages, Price 3.00

আশ্বিনের বারিধারা...

বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের দরুণ মঙ্গলবার দুপুরের পর থেকেই ছিল দক্ষিণবঙ্গের আকাশের মুখভার। বুধবার অবিরাম চলেছে বৃষ্টি। কখনও ঝেপে, আবার কখনও ঝিরিঝিরি। বর্ষণমুখর দিনে ধর্মতলার ছবিটি তুলেছেন অদিতি সাহা।

‘হুমকি সংস্কৃতি’-র বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

অভিযুক্তদের তাড়া-ধাক্কাধাক্কি, চরম উত্তপ্ত আরজি কর চত্বর

নিজস্ব প্রতিবেদন: ‘হুমকি সংস্কৃতি’ নিয়ে নতুন করে উত্তেজনা ছড়াল আরজি কর হাসপাতালে। অভিযুক্তদের তাড়া করলেন প্রতিবাদী জুনিয়র ডাক্তারেরা। ধাক্কাধাক্কিতে এক জনের জামা ছিঁড়ে যায় বলেও অভিযোগ। অভিযুক্তেরা হাসপাতালের প্রশাসনিক ভবন থেকে বেরিয়ে কোনও রকমে বাইরে যান। কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানেরা তাঁদের নিরাপায় ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ধাক্কাধাক্কি হয় হাসপাতাল চত্বরে। আগে থেকেই সেখানে ভিড় করে ছিলেন জুনিয়র ডাক্তারেরা। অভিযুক্তেরা বেরিয়ে এলে তাঁদের তাড়া করা হয়। রীতিমতো দৌড়ে সেখান থেকে পালাতে হয়েছে একাধিক অভিযুক্তকে।আরজি করে ‘হুমকি সংস্কৃতি’ চালিয়ে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করতেন একাধিক চিকিৎসক। সেই অভিযোগ প্রকাশ্যে আসার পর হাসপাতালের অভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিটি তদন্ত করছে। জুনিয়র ডাক্তারদের অভিযোগের ভিতিতে চিহ্নিত করা হয়েছে ৫১ জনকে। তাঁদের মধ্যে চিকিৎসক ছাড়াও রয়েছেন হাউসস্টাফ, ইন্টার্নেরা। তাঁদের মধ্যে ১২ জনকে বুধবার হাসপাতালে তলব করা হয়েছিল। তাঁরা প্রশাসনিক ভবনে হাজিরা দেন। তাঁদের হাসপাতালে ঢুকতে দেখেই জুনিয়র ডাক্তারদের মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়। সকাল থেকেই তাঁরা বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন। চলছিল স্লোগানও।বুধবার রাতে তদন্ত কমিটির জিজ্ঞাসাবাদ শেষে হাসপাতাল থেকে বেরোনোর চেষ্টা করেন অভিযুক্তেরা। কিন্তু পরিস্থিতি ততক্ষণে যথেষ্ট উত্তপ্ত হয়ে পড়েছিল। আগে থেকেই বিক্ষুব্ধ জুনিয়র ডাক্তারেরা বাইরে ভিড় করেছিলেন। হাসপাতালের প্ল্যাটিনাম জুবিলি ভবন থেকে ছ’নম্বর গেট দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন অভিযুক্তেরা। কিন্তু সেখান থেকে তাঁদের পিছনে ধাওয়া করেন বিক্ষোভকারীরা। সঙ্গে চলে লাগাতার স্লোগান। ‘চোর চোর’ স্লোগানও ওঠে অভিযুক্তদের উদ্দেশে। সিআইএসএফ জওয়ানেরা নিরাপত্তা দিয়ে হাসপাতাল থেকে বার করে দেন অভিযুক্তদের।তার মাঝেও ধাক্কাধাক্কি হয়। জওয়ানদের ছাপিয়ে কেউ কেউ অভিযুক্তদের কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন। কারও কারও গায়ে হাত দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। যদিও বিক্ষোভরত জুনিয়র ডাক্তারেরা জানান, তাঁরা কাউকে মারধর করেননি। কেবল স্লোগান দিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। এক অভিযুক্তের জামা ছিঁড়ে গিয়েছে বেরোনোর সময়ে ধাক্কাধাক্কিতে।উল্লেখ্য, যাঁদের বিরুদ্ধে আরজি করে ভয়ের পরিবেশ তৈরির অভিযোগ উঠেছে, তাঁদের নামের একটি তালিকাও প্রকাশ করেছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। অভিযোগ, ওই চিকিৎসকদের মধ্যে অনেকেই হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের ঘনিষ্ঠ। অভিযোগ, সন্দীপ হাসপাতালে নিজের ‘প্রভাব’ বিস্তার করে নানা ‘দুর্নীতি’, ‘অপকর্ম’ করতেন। তাঁর ঘনিষ্ঠেরা দাপিয়ে বেড়াতেন হাসপাতালে। উত্তরবঙ্গ, বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে ‘হুমকি সংস্কৃতি’র অভিযোগ ওঠে। প্রকাশ্যে আসে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসক বিরূপাক্ষ বিশ্বাস, অভীক দে-র নাম। অভিযুক্তদের দফায় দফায় হাসপাতালে তলব করছে তদন্ত কমিটি। বুধবার তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ ঘিরে হাসপাতালে নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হল।

অব্যাহত আন্দোলন

নিজস্ব প্রতিবেদন: উৎসবমুখর বাংলায় আন্দোলনের ঝাঁঝ জিইয়ে রাখতে চান জুনিয়র ডাক্তারেরা। সেই মতো পরিকল্পনাও তৈরি করে ফেলেছেন তাঁরা। মঙ্গলবার জুনিয়র ডাক্তারদের জিবি সভা ছিল। সূত্রের খবর, সেখানেই দুই থেকে তিন দফা কর্মসূচির খসড়া প্রস্তুত করে ফেলেছেন তাঁরা। যার প্রথমটি হতে চলেছে শুক্রবার, ২৭ সেপ্টেম্বর। অক্টোবরের গোড়ায় দেবীপক্ষের শুরুতেই তাঁদের আন্দোলনকে আরও বড় রূপ দিতে চান জুনিয়র ডাক্তারেরা। যার মূল দাবি; নির্যাতিতার বিচার। স্বাস্থ্যব্যবস্থা সংক্রান্ত আরও কিছু দাবি সামনে নিয়ে আসতে চাইছেন তাঁরা। যার মধ্যে অন্যতম, বাংলার স্বাস্থ্যক্ষেত্র থেকে ‘থ্রেট কালচার’ বা হুমকি সংস্কৃতি সমূলে উৎখাত করা। অক্টোবরের গোড়ায় কী ভাবে, কেমন আন্দোলন হবে, তা এখনই প্রকাশ্যে না আনলেও জুনিয়র ডাক্তারদের অনেকে একান্ত আলোচনায় বলছেন, তাঁরা সেই আন্দোলনের অভিঘাত সারা বাংলায় পৌঁছে দিতে চান। আরও একটি বিষয়কে সচেতনভাবেই আঘাত করতে চাইছেন জুনিয়র ডাক্তারেরা।

প্রয়াত বসিরহাটের তৃণমূল সাংসদ

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রয়াত হলেন বসিরহাটের তৃণমূল সাংসদ হাজি নুরুল ইসলাম। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬১ বছর। দীর্ঘ দিন ধরে যকৃতের ক্যানসারে ভুগছিলেন তিনি। গত লোকসভা নির্বাচনে বসিরহাট কেন্দ্রে তাঁকে প্রার্থী করার পর অসুস্থতার কারণে বেশ কয়েক বার হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল নুরুলকে। বুধবার দুপুর ১টা ১৫ মিনিট নাগাদ উত্তর ২৪ পরগনার দত্তপুকুরের বয়রা গ্রামে নিজের বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।

নুরুলের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সমাজমাধ্যমে তিনি লিখেছেন, ‘আমাদের সহকর্মী তথা বসিরহাটের সাংসদ হাজি নুরুল ইসলামকে হারিয়ে আমরা শোকাহত।’ নুরুলের পরিবারকে শোকবার্তা জানিয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

সাংসদের পারিবারিক সূত্রে জানানো হয়েছে, গত ছ’মাস ধরে নানাবিধ শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন নুরুল। লোকসভা ভোটের সময়েও অসুস্থ ছিলেন। অসুস্থতার কারণে ভোটের প্রচারেও খুব বেশি বেরোতে পারেননি। মাঝে কয়েক বার দিল্লির একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় নুরুলকে। ভর্তি ছিলেন মুম্বইয়ের এইমসেও। দীর্ঘ দিন কলকাতারও একটি বেসরকারি হাসপাতালেও তাঁর চিকিৎসা হয়। ২০০৯ সালে বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্র থেকে তৃণমূলের টিকিটে দাঁড়িয়ে প্রথম বার সাংসদ হন নুরুল। এর পরের লোকসভা নির্বাচনে অর্থাৎ ২০১৪ সালে মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর থেকে তাঁকে প্রার্থী করে দল। তবে সে বারের ভোটে হেরে যান তিনি। এর পরে ২০১৬ সালের বিধানসভা ভোটে নুরুলকে হাড়োয়ায় টিকিট দেয় দল। হাড়োয়ার সেই সময়কার বিদায়ী তৃণমূল বিধায়ক জুলফিকার আলিকে টিকিট না দিয়ে নুরুলকে প্রার্থী করেছিলেন দলনেত্রী মমতা। ২০১১ সালে মাত্র ১২০০ ভোটে জেতা হাড়োয়া আসন নুরুল জেতেন ৪৩ হাজারেরও বেশি ভোটে। এর পরের বিধানসভা ভোটেও (২০২১ সাল) হাড়োয়া থেকে জিতে বিধায়ক হন তিনি। গত লোকসভা নির্বাচনে (২০২৪ সাল) নুরুলকে আবারও বসিরহাট থেকে টিকিট দেয় দল। সেই নির্বাচনেও বিপুল ভোটে জয়ী হন তিনি।

আরজি কর মামলায় তথ্য বদল হয়েছিল টালা থানায়

আদালতে দাবি সিবিআইয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন:. আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ ও টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডলকে বুধবার হাজির করানো হয় শিয়ালদহ আদালতে। আরজি করের ধর্ষণ ও খুনের মামলায় তাঁদের হাজির করানো হয় আদালতে। তথ্য প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা ও এফআইআর দেরিতে রুজু করার অভিযোগ রয়েছে তাঁদের বিরুদ্ধে। বুধবার আদালতে সিবিআই দাবি করেছে, টালা থানায় এই মামলা সংক্রান্ত কিছু ভুয়ো তথ্য বানিয়ে সেগুলি বদল করা হয়েছিল। দুই অভিযুক্তকে হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের সময় এই তথ্য তাঁদের হাতে উঠে এসেছে বলে আদালতে দাবি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার। টালা থানার সিসি ফুটেজ-সহ ডিভিআর ও হার্ড ডিস্কও ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। সেই তথ্যও দিন দুয়েকের মধ্যে চলে আসবে বলে জানিয়েছে সিবিআই।

দু’জনের নার্কো ও পলিগ্রাফ পরীক্ষা করানো হবে কি না, তা নিয়ে শুনানি হওয়ার কথা ছিল বুধবার। কিন্তু সেন্ট্রাল ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরির কলকাতা অফিসের বিশেষজ্ঞ ভিন রাজ্যে একটি মামলা সংক্রান্ত কাজে গিয়েছেন। তাই বুধবার তিনি আসতে পারেননি আদালতে।

সিবিআইয়ের তরফে দু’জনকেই ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জেল হেপাজতে পাঠানোর জন্য আবেদন জানানো হয়। আরজি কর-কাণ্ডের পর থেকে যে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ হয়েছে সেটিকে ‘বিরল থেকে বিরলতম জনরোষ’ বলে ব্যাখ্যা করেন সিবিআইয়ের আইনজীবী। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আইনজীবী বলেন, ‘যে সিসি ফুটেজ ও মোবাইল উদ্ধার হয়েছে, সেগুলির ফরেন্সিক তথ্যের জন্য অপেক্ষা করছি। আমাদের হাতে আরও তিন দিনের সময় থাকছে। তখন আবার হেপাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হতে পারে।’ পাশাপাশি যে হেতু মূল অভিযোগ যৌন নিগ্রহের, সে ক্ষেত্রে রুদ্ধদ্বার শুনানির দাবি আবারও তুলে ধরেন সিবিআই আইনজীবী। তিনি বলেন, ‘রুদ্ধদ্বার শুনানির আবেদন জানানো হয়েছিল। এখনও মঞ্জুর হয়নি।’ যদিও তাতে আপত্তি জানান টালা থানার প্রাক্তন ওসির আইনজীবী। সুপ্রিম কোর্টে শুনানির সরাসরি সম্প্রচারের প্রসঙ্গে টেনে নিজের বক্তব্যের সপক্ষে যুক্তি দেখান তিনি।

আদালতে সন্দীপের আইনজীবীর দাবি, দেরিতে এফআইআরের অভিযোগ তাঁর মক্কেলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তাঁর যুক্তি, ৯ অগস্ট ঘটনার কথা জানতে পেরে সকাল ৯টা ৫৮মিনিট নাগাদ টালা থানার তৎকালীন ওসিকে ফোন করে বিষয়টি জানিয়েছিলেন সন্দীপ। এর পর দুপুর আড়াইটে নাগাদ হাসপাতালের সুপারের মাধ্যমে লিখিত অভিযোগ জানানো হয়। সে ক্ষেত্রে দেরিতে এফআইআর করার অভিযোগ কী ভাবে সন্দীপের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন আইনজীবীর। আরজি

কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে দায়িত্বপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে কোন বিষয়টি কার এক্তিয়ারভুক্ত; তা বিষয়টি নিয়েও মন্তব্য করেন সন্দীপের আইনজীবী। আদালতে তিনি জানান, মেডিক্যাল কলেজে কিছু হলে তার দায়িত্ব সরাসরি অধ্যক্ষের উপর বর্তায়। কিন্তু হাসপাতালের ক্ষেত্রে প্রথম দায়িত্ব হাসপাতালের সুপারের।

অভিজিতের আইনজীবী আদালতে বলেন, ‘টালা থানার সিসি ক্যামেরার ফুটেজ ফরেন্সিক থেকে দিন কয়েকের মধ্যে আসবে বলা হচ্ছে। সেটি এলে ওই ফুটেজের ভিত্তিতে জেরা করা হবে।’ কিন্তু সে ক্ষেত্রে টালা থানার প্রাক্তন ওসিকে কেন জেলে থাকতে হবে? তা নিয়ে প্রশ্ন অভিজিতের আইনজীবীর। তাঁর বক্তব্য, ‘টালা থানা তো ঘটনাস্থলেও না।’ পাশাপাশি পুলিশকর্মীকে গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে যে বিধি রয়েছে, তা সিবিআই মানছে না বলেও আদালতে অভিযোগ জানান অভিজিতের আইনজীবী। তিনি বলেন, ‘পুলিশের ক্ষেত্রে নিয়ম মেনে গ্রেপ্তারের আগে অনুমতি চাওয়া হয়নি। সাত বার নোটিসে হাজিরা দিয়েছেন অভিজিৎ। দু’বার মৌখিক ডাকা হয়েছিল, তখনও গিয়েছিলেন। কিন্তু কোন কারণে গ্রেপ্তার, তা এখনও জানানো হয়নি।’

টালা থানার প্রাক্তন ওসির আইনজীবী এ দিন তাঁর জামিনের জন্য আবেদন জানান। দেরিতে এফআইআর করার যে অভিযোগ উঠেছে প্রাক্তন ওসির বিরুদ্ধে, সেটিরও আপত্তি জানান তিনি। আইনজীবীর বক্তব্য, সাড়ে ৯টায় অভিযোগ পেয়েছিলেন অভিজিৎ এবং সাড়ে ১০টায় ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হয়েছে, সেই ধারা যোগ করা হয়নি। যে অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে করা হয়েছে সেটি জামিনযোগ্য বলেও দাবি আইনজীবীর। পাশাপাশি আইনজীবীর আরও যুক্তি, অভিজিতকে মূল অভিযোগের সঙ্গে যুক্ত করা যায়নি।

পাকিস্তান নয়

নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বর: দেশের কোনও অংশকে পাকিস্তান বলা যায় না। বিচারককে দায়িত্ব মনে করিয়ে দিলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়। একটি মামলার শুনানি চলাকালীন কর্নাটক হাইকোর্টের বিচারপতি ভি শ্রীসনন্দা বেঙ্গালুরুর একটি জনপদকে ‘পাকিস্তান’ বলে উল্লেখ করেছিলেন। মহিলা আইনজীবী সম্পর্কেও অবমাননাকর মন্তব্য করেন। সেই মন্তব্যকে ঘিরেই বিতর্ক। তবে কর্নাটক হাইকোর্টের বিচারপতি ক্ষমা চাওয়ায় বুধবার শীর্ষ আদালতের তরফে এই মামলার বিচার প্রক্রিয়া স্থগিত করা হল। এ দিন সুপ্রিম কোর্টে প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের বেঞ্চের তরফে বিচার প্রক্রিয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়। বিচার ও বিচারব্যবস্থার সম্মান রক্ষার্থেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয় শীর্ষ আদালতের তরফে।

খাদ্যবিপণিতে নাম

সিমলা, ২৫ সেপ্টেম্বর: খাদ্যসুরক্ষার কথা মাথায় রেখে এ বার যোগী সরকারের দেখানো পথে হাঁটতে চলেছে হিমাচল প্রদেশ। এখন থেকে রাজ্যের সব খাদ্যবিপণিতে বাধ্যতামূলক ভাবে লিখতে হবে বিক্রেতার নামপরিচয়। বুধবার এমনটাই জানিয়ে দিলেন কংগ্রেস নেতা তথা গ্রামীণ সিমলার সাংসদ বিক্রমাদিত্য সিং। কংগ্রেস নেতা বিক্রমাদিত্য বুধবার বলেছেন, ‘মঙ্গলবারই নগরোন্নয়ন এবং পুরসভার বৈঠকে এ বিষয়ে নির্দেশ জারি করা হয়েছে।’

মেধাতালিকা প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে প্রকাশিত হল উচ্চ প্রাথমিকের চাকরিপ্রার্থীদের মেধাতালিকা। হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা হয়েছিল সুপ্রিম কোর্টে। যার ফলে ১৪ হাজারের বেশি শূন্যপদে নিয়োগে জটিলতা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু শীর্ষ আদালত হাইকোর্টের নির্দেশে হস্তক্ষেপ করেনি। তার পরেই বুধবার মেধাতালিকা প্রকাশ করল এসএসসি। উচ্চ প্রাথমিকের ১৪ হাজার ৫২ জন চাকরিপ্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করার কথা ছিল এসএসসির। কিন্তু বুধবার ১৩ হাজার ৯৫৯ জনের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে।

অভয়ার মা-বাবা বদলালেন আইনজীবী

নিজস্ব প্রতিবেদন: দেড় মাস পেরিয়ে গিয়েছে আরজি কর কাণ্ডের। নির্যাতিতার সুবিচারের দাবিতে এখনও রাজ্যের নানা প্রান্তে প্রতিবাদ চলছে। দেশের গণ্ডি পেরিয়ে ‘জাস্টিস ফর আরজি কর’ আওয়াজ উঠছে বিদেশেও। সূত্রের খবর, এবার সুপ্রিম কোর্টে মামলার শুনানির আগে আইনজীবী বদল করলেন মৃত চিকিৎসকের বাবা-মা। বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের বদলে এবার তাঁদের হয়ে লড়বেন বিখ্যাত আইনজীবী বৃন্দা গ্রোভার। জানা গিয়েছে, আরজি করের নির্যাতিতার হয়ে লড়াই করতে কোনও পারিশ্রমিক নেবেন না তিনি।

গোটা দেশ তো বটেই, আন্তর্জাতিক স্তরেও খ্যাতিমান এই দুঁদে আইনজীবী। দীর্ঘ কর্মজীবনে মহিলা ও শিশুদের উপরে হওয়া নানা অত্যাচার, নির্যাতনের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। তাই অভয়ার বাবা-মা যখন মামলা লড়ার অনুরোধ করেন, তা ফেরাতে পারেননি বৃন্দা। উল্লেখ্য, আরজি কর মামলায় এতদিন মৃত চিকিৎসকের বাবা-মায়ের আইনজীবী ছিলেন বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। সূত্রের খবর, বিকাশ মামলা নিয়ে রাজনীতি করছেন বলে অভিযোগ উঠছিল। যা নিয়ে অসন্তুষ্ট মৃতার বাবা-মা। সেই কারণেই আইনজীবী বদলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ৩০ সেপ্টেম্বর ফের শুনানি আরজি কর মামলার।

উপত্যকায় দ্বিতীয় দফায় ভোট পড়ল ৫৬ শতাংশ

শ্রীনগর, ২৫ সেপ্টেম্বর: জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভা নির্বাচনে দ্বিতীয় দফায় ৫৬ শতাংশেরও বেশি ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন বলে জানাল নির্বাচন কমিশন। নির্বাচনী আধিকারিকরা জানিয়েছেন, ভোটগ্রহণ শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে। শ্রীনগরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্য নির্বাচনী কর্তা পিকে পোল জানান, দ্বিতীয় ধাপে ভোট পড়েছে ৫৬.০৫ শতাংশ। তিনি আরও জানান, হজরতবাল এবং রিয়াসির মতো কিছু জায়গায় সন্ধ্যা ৬টার পরও ভোটগ্রহণ চলেছে। তাই ঠিক কত শতাংশ ভোট পড়েছে, তা এখনই নির্দিষ্টভাবে বলা সম্ভব নয়।

বুধবার জম্মুর তিনটি এবং কাশ্মীরের তিনটি জেলায় ভোটগ্রহণ হয়। মধ্য কাশ্মীরের তিন জেলা হল বদগাম, গান্ডেরবাল এবং শ্রীনগর। জম্মুর তিন জেলা হল রইসি, রাজৌরি এবং পুঞ্চ। এগুলির মধ্যে শ্রীনগরে আটটি, বদগাম জেলায় পাঁচটি, রাজৌরিতে পাঁচটি, পুঞ্চে তিনটি, গান্ডেরবালে দু’টি এবং রইসিতে তিনটি বিধানসভা আসন রয়েছে। উল্লেখ্য, রইসি, রাজৌরি এবং পুঞ্চে চূড়ান্ত সতর্কতা জারি করা হয়েছিল। কারণ, গত কয়েক মাস ধরে এই অঞ্চলে জঙ্গি কার্যকলাপের নানা ঘটনা ঘটেছে। বুধবার যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সে দিকে সজাগ নজর রেখেছিল প্রশাসন।

জম্মু ও কাশ্মীরের দ্বিতীয় দফার ভোটে নজরে রয়েছেন একাধিক হেভিওয়েট প্রার্থী। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা ন্যাশনাল কনফারেন্স (এনসি) নেতা ওমর আবদুল্লা-সহ মোট ২৩৯ জন প্রার্থী বুধবারের নির্বাচনী লড়াইয়ে ছিলেন। ওমর এ বার লড়ছেন দু’টি কেন্দ্র থেকে। একটি বদগাম, আর একটি আবদুল্লা পরিবারের পুরনো গড় গান্ডেরবাল। ওমর ছাড়াও জম্মু ও কাশ্মীরের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তারিক হামিদ কাড়রা, বিজেপির রাজ্য সভাপতি রবীন্দ্র রায়না, জম্মু ও কাশ্মীর আপনি পার্টির প্রধান আলতাফ বুখারি মতো প্রার্থীদের ভোটে ভাগ্যপরীক্ষা হয় বুধবার। নির্বাচন কমিশনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, দ্বিতীয় দফায় ২৫ লক্ষ ৭৮ হাজার মানুষ ভোট দেন।

দীর্ঘ ১০ বছর পরে কাশ্মীরে বিধানসভা নির্বাচন হচ্ছে। মোট ৯০টি আসনের মধ্যে ২৪টিতে ভোট হয় প্রথম দফায়, গত ১৮ সেপ্টেম্বর। ভোট পড়েছিল ৬১.৩৮ শতাংশ। কাশ্মীরে তৃতীয় তথা শেষ দফায় ভোটগ্রহণ আগামী ১ অক্টোবর। গণনা হবে ৮ অক্টোবর। অনুচ্ছেদ ৩৭০ বিলোপ করার পর এই প্রথম বিধানসভা নির্বাচন হচ্ছে জম্মু ও কাশ্মীরে।

বিকেল ৫টা পর্যন্ত ভোট পড়ে ৫৪ শতাংশ

ভারতের নির্বাচন কমিশনের মতে, জম্মু ও কাশ্মীর কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে দ্বিতীয় দফার ভোটে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ৫৪.১১ শতাংশ ভোট পড়েছে।

বুদগামে ভোট পড়েছে ৫৮.৯৭ শতাংশ।

গান্দেরবালে ভোট পড়েছে ৫৮.৮১ শতাংশ।

পুঞ্চে ভোট পড়েছে ৭১.৫৯ শতাংশ।

রাজৌরিতে ভোট পড়েছে ৬৮.২২ শতাংশ।

রিয়াসিতে ভোট পড়েছে ৭১.৮১ শতাংশ।

শ্রীনগরে ভোট পড়েছে ২৭.৩৭ শতাংশ।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২৩/০৯/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৩৩২৩ নং এফিডেভিট বলে Lachman Bansfore S/o. Srikishun Bansfore ও Lachman Bansfor S/o. S. K. Bansfor সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৩/০৯/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৩৩২২ নং এফিডেভিট বলে Samir Kumar Datta S/o. Jugal Kishor Dutta ও Samir Kr Dutta S/o. T. K. Dutta সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৮/১২/২০ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৩৫৫৮ নং এফিডেভিট বলে Sikha Hore W/o. Basudeb Hore ও Shrabani Hore W/o. Basudeb Hore ও Sikha Hore D/o. Gouranga Chandra Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২০/০৯/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৩২০২ নং এফিডেভিট বলে Shambhu Mitra S/o. Saroj Kumar Mitra ও Sambhu Mitra S/o. S. Mitra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৪/০৯/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৩৪২০ নং এফিডেভিট বলে Pintu Bhaumik S/o. Nanigopal Bhaumik ও Pintu Bhowmik S/o. N. G. Bhowmik সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২০/০৯/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Apurba Biswas ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Abani Mohan Biswas ও A. Biswas সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৫/০৯/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৬৬৯৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Brajagopal Chakrabarti (old name) S/o. Pares Chandra Chakrabarti, R/o. Sugandhya, P.O. Sugandhya, P.S. Polba, Dist. Hooghly-712102, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Brajagopal Chakraborty (new name) S/o. Paresh Chakraborty নামে পরিচিত হইয়াছি। Brajagopal Chakrabarti S/o. Pares Chandra Chakrabarti & Brajagopal Chakraborty S/o. Paresh Chakraborty উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৫/০৯/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৭০ নং এফিডেভিট বলে Sk Abdul Hannan S/o. Sk Haydar Ali ও Abdul Hannan S/o. Sk. H. Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ৩০/০৮/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৯ নং এফিডেভিট বলে Sandeep Kumar Bose S/o. Samir Kumar Bose ও Sandeep Kr. Bose S/o. S. Kr. Bose, S. K. Bose সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আনসার আলী - মাতা-আনসুরা খাতুন গ্রাম - কাঞ্চনপুর পোস্ট হুদাহেড়াম পুর থানা ইসলামপুর জেলা মুর্শিদাবাদ গত ইংরেজি ২৫-০৯-২৪ তারিখে S.D.E.M.(S) বহরমপুর কোর্টে ৬২৩ সিরিয়াল এফিডেভিট এর বলে আমি আনসার আলী ও আনসারুল শেখ সর্বদা এক অদ্বিতীয় ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইবো এবং আমার পিতা গোলাম রসুল শেখ ও গোলাম রসুল সর্বদা একই ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হইলাম

নাম-পদবী

আমি Khomeda Sekh পোলিও কার্ডে আমার নাম রসিদা বিবি আছে। ২৫/০৯/২৪ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে Khomeda Sekh W/o. Peshkar Ali Sekh ও Rosida Bibi W/o. Piskar Ali Sekh ও আমার পুত্র Gaffar Sekh ও Masood Ali Sekh সকলে একই ব্যক্তি হইল।

নাম-পদবী

আমি ছিয়াফুদ্দীন সেখ পিতা- রজব আলী সেখ সাং ধ্বজপুস্করিনী কালিগঞ্জ নদীয়া ১৭/৯/২৪ নোটারী পাবলিক কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে ছিয়াফুদ্দীন সেখ ও ছিয়াফদ্দিন সেখ একই ব্যক্তি হলাম।

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

১)মলয়া দাস, স্বামী ৺দেব প্রসাদ দাস, **২) ভাস্কর দাস,** পিতা ৺দেব প্রসাদ দাস, উভয়ের সাং নতুন গ্রাম, পোঃ ও থানা মগরা, হুগলী, পিন ৭১২১৪৮, বিগত ইং ২১/০৭/২০২৩ তারিখে চুঁচুড়া এ.ডি.এস.আর অফিসে I-৬৮৭৯ নং দলিল বলে আমার মক্কেল **স্বপন ঘোষ,** পিতা ৺কালিপদ ঘোষ, সাং নতুন গ্রাম, পোঃ ও থানা মগরা, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১৪৮, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উপরোক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ০৫/১০/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর সদর হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-9527/2023 নং দলিল মূলে **ঋত্বিক রঞ্জন মন্ডল** পিতা ৺ধীরেন্দ্র নাথ মণ্ডল সাং নতুন গ্রাম লাইনধার, পোঃ ও থানা মগরা, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১৪৮ মহাশয়কে বিক্রয় করেন।

তপশীল : জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা হাঁসঘড়া, জে.এল নং ২১, ৭২০ নং খতিয়ানে, সাবেক ও হাল ৭৪৩ নং দাগে ভিটি (বর্তমানে দোকানঘর)জমি ষোলো আনায় ৩ শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তির মধ্যে ০.৪৩ শতক বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **ঋত্বিক রঞ্জন মন্ডল** পিতা ৺ধীরেন্দ্র নাথ মণ্ডল উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া অফিসে আবেদন করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু),**
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

মনোয়ারা বিবি, স্বামী সেখ সাজাহান, সাং বাড়োল প্রসাদপুর, পোঃ মগরা, থানা পোলবা, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১৪৮ বিগত ইং ১৩/০৭/২০১৮ তারিখে চুঁচুড়া ডি.এস.আর-১ অফিসে IV/৩৮৫ নং দলিল বলে আমার মক্কেল **আফরোজ হোসেন,** পিতা মহম্মদ তসলিম, সাং ৩৫/৩ রিষড়া, পোঃ রিষড়া, থানা শ্রীরামপুর, হুগলী ৭১২২৪৮ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উপরোক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ১/০৭/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস. আর সদর, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-7248/2024 নং দলিল মূলে **সেখ আমির উদ্দিন** পিতা সেখ জামালউদ্দিন, সাং বাড়োল প্রসাদপুর, পোঃ মগরা, থানা পোলবা, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১৪৮, মহাশয়কে বিক্রয় করেন।

তপশীল - জেলা হুগলী, থানা পোলবা, মৌজা প্রসাদপুর, জে.এল নং সাবেক-১৪৬ ও হাল-২৪, ৮৬৮ নং খতিয়ানে, সাবেক ৯৮৭ ও হাল ১০১৯ নং দাগে শুনা জমি ষোলো আনায় ১৮ শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তির মধ্যে ৩ শতক বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **সেখ আমির উদ্দিন** পিতা সেখ জামালউদ্দিন উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর অফিসে আবেদন করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু),**
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

NOTICE

To, The CMOH,
Krishnanagar, Nadia
Sir/Madam,
I Subhra Mitra, Partner of MITRA Polyclinic and Diagnostics license number 33642790 would like to submit my license, In future I will add the existing services of Mitra Polyclinic and Diagnostics under new CE License under name Mitra Nursing Home as an additional Service.

Thanks and Regards
Subhra Mitra (Partner)

Tender

Sealed Tenders Invited By The Prodhan, Karimpur- I Gram Panchayat (Under Karimpur- I Panchayat Samity), Karimpur, Nadia. NIT- 8, **MEMO No- 898/ PAN/ KGP-I/2024-25, Dated- 20.09.2024.** For various schemes. Last date of application **30.09.2024 up to 12.30p.m.** For details please contact to the Office.

**Sd/- Prodhan,
Karimpur- I Gram
Panchayat.**

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

চাঁন্দু ইসরাফিল মন্ডল, পিতা ইসরাফিল মন্ডল, সাং দমদমা, পোঃ আয়মা-নবাবপুর, থানা পান্ডুয়া, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১৪৯ বিগত ইং ০২/০২/২০২৪ তারিখে চুঁচুড়া ডি.এস.আর-১ অফিসে I-১০৫১ নং দলিল বলে আমার মক্কেল **ফিরোজ হালদার,** পিতা সেলিম হালদার, সাং- নামাজগ্রাম, পোঃ ও থানা পান্ডুয়া, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১৪৯, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উপরোক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ০৪/০৪/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর সদর হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-3715/2024 নং দলিল মূলে **দেবাশীষ পাত্র,** পিতা শংকর পাত্র, সাং জয়পুর, পোঃ ও থানা মগরা, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১৪৮ মহাশয়কে বিক্রয় করেন।

তপশীল : জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা আমোদঘাটা, জে.এল নং ৪০, ৩৮৯০ ও ৩৮৯১ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল - ১৭৬ দাগে দোকান ষোলো আনা্য ১০ শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তির মধ্যে ০১ শতক বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **দেবাশীষ পাত্র,** পিতা শংকর পাত্র, উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া অফিসে আবেদন করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু),**
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

[illegible] I-1672/2024 [illegible]

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ২৬শে সেপ্টেম্বর। ৯ই আশ্বিন। বৃহস্পতিবার। নবমী তিথি। জন্মে মিথুন রাশি। অষ্টত্তরি চন্দ্র র বিংশত্তরি বৃহস্পতি মহাদশা কাল। মৃতে দ্বিপাদ দোষ।

মেষ রাশি : বান্ধবের ছদ্মবেশে শত্রু সাবধান। বিদ্যার্থীদের শিক্ষকের জন্য কিছু গোলযোগ সৃষ্টি হবে। দুই সন্তানের মধ্যে কনিষ্ঠ সন্তানের জন্য গৃহ বিবাদ। পারিবারিক পরিবেশে অশান্তির বাতাবরণ। সাইকেল বা মোটরসাইকেল কেনার জন্য মানসিক দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি। আজ ১০৮ বিশ্বপত্র শ্বেত চন্দন দ্বারা শিবলিঙ্গের ওপর সমর্পণ করুন, শুভ ফল প্রদান।

বৃষ রাশি : নতুন কোন উৎসাহ ব্যঞ্জক সংবাদ আনন্দবৃদ্ধি করবে। যারা কর্মের সুজয়া উদ্যো জন্য লড়াই করছেন, প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য লড়াই করছেন, তারা একজন প্রতিবেশী, দুজন বান্ধব এবং এক নারীর দ্বারা বহু সহযোগিতা লাভ করবেন। ছোট ভ্রমণ হতে পারে। কপূর দ্বারা সূর্যদেবের উদ্দেশ্যে আরতি করুন শুভ হবে।

মিথুন রাশি : যারা সংকল্প নিয়ে কাজ করছেন আজ তাদের অতীব শুভ দিন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা বিশেষ সম্মান। ইনস্টাগ্রামে যারা নিয়মিত সচেতন ভাবে পোস্ট করেন, যাদের পোস্টে একটা মেসেজ থাকে তারা সম্মান পাবেন। স্কুল কলেজ, বিদ্যার্থীদের জন্য যে সংগঠন সেখানে যারা কাজ করেন তারা সম্মানিত হবেন, শিব নাম করুন এগিয়ে চলুন।

কর্কট রাশি : বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন। প্রতিবেশীর দ্বারা উপকৃত হবেন। যে নতুন গৃহ সরঞ্জাম কিনতে চলেছেন, মনস্থির করেছেন তা কেনাকাটায় আনন্দ উপভোগ করবেন। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি হবে ভ্রমণ নিশ্চিত। তবে জলগ্রহণ থেকে সতর্ক থাকা শুভ। ভগবান গনেশজি চরণে হলুদ রঙের পুষ্প নিবেদন করুন মনস্কামনা পূরণ হবে।

সিংহ রাশি : কৃষি জমি , বাস্তুজমি, দোকান, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান নিয়ে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। এক ছলনাময়ী নারীর দ্বারা অসহযোগিতায় কাজ আটকে যাবে। বিদ্যার্থীদের জন্য অশুভ। দুশ্চিন্তা কোন সন্তানের কারণে। গৃহে বিবাদ কলহ। এক প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা দুশ্চিন্তা। যাকে কথা দিয়েছিলেন কাজটা করার জন্য, না করার জন্য হয়তো অপমান সূচক কোন কথা শুনতে হতে পারে। আজ ভগবান গনেশজির চরণে ১০৮ দুর্বা নিবেদন করুন।

কন্যা রাশি : যারা কর্মের চেষ্টা করছেন, তাদের জন্য অতীব শুভ। যারা বিভিন্ন ইন্টারভিউ সাক্ষাৎকারের সুযোগ লাভের আশা করছিলেন, আজ তাদের সুখবর আসবে। বিদ্যার্থীদের জন্য অতীব শুভ। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভালো কিছু পোস্ট করে সমাজকে সচেতনতার বার্তা দেন, তাদের জন্য সম্মান প্রাপ্তির দিন ভগবান শ্রী গনেশের চরণে ১০৮ দুর্গা শুভ।

তুলা রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। পরিবারে কোন বান্ধব দ্বারা, সম্মান প্রাপ্তি।যিনি চিকিৎসকের দ্বারস্থ ছিলেন, তিনি আজ বাড়ি ফিরবেন। গৃহবধূদের শুভ দিন। প্রেমিক যুগল প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি এবং বিবাহের কথা পাকা হওয়ার লি সম্ভাবনা প্রবল। যে সন্তানের কারণে মানসিক দুশ্চিন্তা ছিল, আজ শান্তির বাতাবরণ। জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃশ্চিক রাশি : যা ভাবছেন তাই হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল ধৈর্য ধরে আজ কথা বললে, অন্যের কথা বেশি প্রাধান্য দিলে, সমাজে সুনাম বৃদ্ধি হবে। কর্মস্থানে প্রবীণ মানুষের দ্বারা কোন সমস্যার সমাধান হবে। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা নিশ্চিত ব্যবসা-বাণিজ্য শুভ। যোগাযোগ বৃদ্ধি অর্থ প্রাপ্তির সময়। মহামায়া দেবী মাতা দুর্গার চরণে হলুদ পুষ্প নিবেদন করুন সর্ব শুভ।

ধনু রাশি : সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি চলুন। ছদ্মবেশী শত্রু আপনার পাশেই আছে। কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে যে কথাটা দিয়েছিলেন, তা না রাখার জন্য আজ কিছু রূঢ় বাক্য শুনতে হবে। ধৈর্য ধরে কথাটি শুনলে আগামী অতীব শুভ। হলুদ রঙের মিষ্টি বিতরণ করুন শুভ হবে। পারিবারিক অশান্তির বাতাবরণ। ছদ্মবেশী মানুষ তাকে চিহ্নিত করুন।

মকর রাশি : আধ্যাত্মিক ভাবে জীবনের এক নতুন পথে চলতে শুরু করবেন। সন্ন্যাসী, গুরু বা কোন আধ্যাত্মিক মানুষের সংস্পর্শ লাভ। বাড়িতে দেবতার পুজো কীর্তন দিয়ে অনুষ্ঠান। প্রতিবেশীদের দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা লাভ। সাধারণ মানুষকে বস্ত্র বিতরণ করুন। সকালবেলায় কাক পক্ষীদের জন্য জল এবং খাবারের ব্যবস্থা করুন শুভ ফল পাবেন। দেবী মহালক্ষীর পুজো করুন শুভ ফল পাবেন।

কুম্ভ রাশি : আজকে কথার খেলাপ হয়ে যাওয়ার জন্য একটু পিছিয়ে পড়বেন। অতি নিদ্রা অতি বিশ্রাম, অতি ভোজন, শুভ নয়। যারা কর্মের জন্য চেষ্টা করছেন, ‘তাদের কাছে আজ ধৈর্যের পরীক্ষা। প্রেমিক যুগল বিবাহের ব্যাপারে কথা নিয়ে কোনো বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেন। সন্তানের বিদ্যালয় কোন শিক্ষক বা শিক্ষিকার আচরণে দুঃখ পেতে পারেন। মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি হবে সারা বাড়িতে কপূর আরতি করুন শুভ হবে।

মীন রাশি : অতীব শুভ অর্থ প্রাপ্তি। বাণিজ্য বৃদ্ধি। শুভ গৃহ পরিবেশের শান্তির বাতাবরণ। যারা রাজনীতি করেন তাদের জন্য অতীব শুভ দিন। দেবী দুর্গা মায়ের চরণে লাল ফুল নিবেদন করুন শুভ হবে।

**(আজ পন্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় র শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস।
লোকমাতা রানী রাসমনি দেবী শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস ।
যোগীরাজ শ্রীশ্রী শ্যামচরন লাহিড়ী মহারাজের প্রয়াণ দিবস।)**

কলকাতার সমস্ত মেডিক্যাল কলেজের নিরাপত্তা রক্ষীদের প্রশিক্ষণের সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: সরকারি হাসপাতালের ওয়ার্ডে বহিরাগতদের আটকানোর পাশাপাশি কর্মরত চিকিৎসক, নার্স-সহ স্বাস্থ্য কর্মীদের নিরাপত্তা জোরদার করতে কলকাতার সমস্ত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের বেসরকারি নিরাপত্তা রক্ষীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। কলকাতা পুলিশের আধিকারিকদের দিয়েই তাঁদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। আরজি কর কাণ্ডের জেরেই এই পদক্ষেপ বলে জানা গিয়েছে। রাজ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কাছ থেকে নির্দেশ পাওয়ার পর কলকাতা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার সদর মিরাজ খালিদ কলকাতার সব থানার ওসি, ডিসি এবং যুগ্ম কমিশনারদের এক লিখিত নির্দেশিকা জারি করেছেন। কলকাতার সব মেডিক্যাল কলেজ ও সরকারি হাসপাতালের বেসরকারি নিরাপত্তা রক্ষীদের ধাপে ধাপে প্রশিক্ষণ দেবে কলকাতা পুলিশ। আপাতত ঠিক হয়েছে, প্রথম পর্যায়ে তাঁদের ৩ দিনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। কলকাতা পুলিশের দুই যুগ্ম কমিশনার এবং একজন ডেপুটি কমিশনারকে এই প্রশিক্ষণের খুঁটিনাটি তৈরি করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

ওই নির্দেশিকায় কলকাতা পুলিশের সমস্ত ডিভিশনের ডিসিদের বলা হয়েছে, তাঁরা নিজেদের ডিভিশনের মেডিক্যাল কলেজ ও সরকারি হাসপাতালে কর্মরত বেসরকারি নিরাপত্তা রক্ষীদের নামের তালিকা তৈরি করে পাঠাবেন। পাশাপাশি, কবে কোথায় কোন ব্যাচের ট্রেনিং হবে, তা নিশ্চিত করতে ডিভিশনের ডিসিরা যুগ্ম কমিশনার (ট্রেনিং) মেহমুদ আখতারের সঙ্গে সমন্বয় রেখে চলবেন। উল্লেখ্য, গত ১৭ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্টে আর জি কর কাণ্ডের শুনানির সময় কলকাতা শহরের মেডিকেল কলেজ ও সরকারি হাসপাতালের নিরাপত্তা নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করেছিলেন প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন ৩ সদস্যের বেঞ্চ। বিশেষ করে, বিচারপতিরা চুক্তিতে নিযুক্ত বেসরকারি নিরাপত্তা রক্ষীর দক্ষতা, সততা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। তারপরই কলকাতা পুলিশের এই পদক্ষেপ তাৎপর্যপূর্ণ। রাজ্য পুলিশের এলাকায় সমস্ত সরকারি হাসপাতালে পুলিস ফাঁড়ি নেই। কিন্তু কলকাতা শহরের মেডিক্যাল কলেজগুলির মাথায় অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার (ডিএসপি) পদমর্যাদার ও সরকারি হাসপাতালে ইনসপেক্টর পদমর্যদার অফিসারের নেতৃত্বে পুলিশ ফাঁড়ি রয়েছে। এমনকী যে আর জি কর নিয়ে এত বিতর্ক, সেখানেও অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার (ডিএসপি) পদমর্যাদার অফিসারের নেতৃত্বে একটি পুলিশ ফাঁড়ি রয়েছে। সাম্প্রতিক অতীতে কলকাতার মেডিকেল কলেজ ও সরকারি হাসপাতালে রোগী মৃত্যুর পর কয়েকটি তাণ্ডবের ঘটনার পর নিরাপত্তা সংক্রান্ত একাধিক পদক্ষেপ করা হয়েছিল। এবার শহরের সব মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল থাকবে কলকাতা পুলিশের ট্রেনিং দেওয়া বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষীরা।

শ্রেষ্ঠ পুজোগুলিকে ‘বিশ্ব বাংলা শারদ সম্মান’ পুরস্কৃত করবে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রতি বছরের মতো এবারও কলকাতা এবং জেলার শ্রেষ্ঠ পুজোগুলিকে ‘বিশ্ব বাংলা শারদ সম্মান-২০২৪’ পুরস্কারে সম্মানিত করবে রাজ্য সরকার। বুধবার নন্দনে এক সাংবাদিক বৈঠকে শারদ সম্মানের জন্য আবেদন জানানোর সরকারি পোর্টালের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন। ছিলেন দফতরের সচিব শান্তনু বসু-সহ পদস্থ কর্তারা।

মন্ত্রী জানান, প্রতি বছরের মতো এবারেও কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় অন্তত ১২টি বিভাগে সেরা পুজোগুলিকে ‘বিশ্ব বাংলা শারদ সম্মান দেওয়া হবে’। আর কলকাতা বাদে বাকি জেলাগুলিতে ছয়টি বিভাগে ওই পুরস্কার দেওয়া হবে। রাজ্যের পাশাপাশি ভিন রাজ্য ও বিদেশে দুর্গাপুজো কমিটিগুলিকেও পুরস্কৃত করা হবে। বাংলায় রাজনৈতিক পালাবদলের পরে ক্ষমতায় এসে দুর্গা পুজোকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্য এবং রাজ্যের গণ্ডি ছাড়িয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা দেশ-বিদেশের পুজো কমিটিগুলিকে উৎসাহ জোগাতে ২০১৩ সালে চালু হয়েছিল ‘বিশ্ব বাংলা শারদ সম্মান’। পাশাপাশি রেড রোডে আয়োজন করা হচ্ছে বিশেষ শোভাযাত্রা বা পুজো কার্নিভ্যালের। ইতিমধ্যেই রাজ্যের দুর্গাপুজোকে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে ইউনেস্কো। তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, চলতি বছরের ‘বিশ্ববাংলা শারদ সম্মান’-এ কলকাতা পুর এলাকার পুজোগুলি তো বটেই, শহর সংলগ্ন দক্ষিণ দমদম পুরসভা, বিধাননগর পুরসভা এবং বরাহনগর পুরসভার অন্তর্ভুক্ত পুজো কমিটিগুলি শ্রেষ্ঠ খেতাব পাওয়ার লড়াইয়ে অংশ নিতে পারবে।

প্রতিযোগিতার জন্য আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করা যাবে। পুজো কমিটিগুলি অনলাইনে কিংবা অফলাইনে আবেদন জানাতে পারবে। কলকাতা এবং সংলগ্ন এলাকার আবেদনপত্র মিলবে কলকাতা তথ্যকেন্দ্রে। জেলার পুজো উদ্যোক্তারা আবেদনপত্র পাবেন জেলা অথবা মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিকের দফতর থেকে। বিদেশের পুজোগুলিও অনলাইনে আবেদন করে প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে। কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার বিশিষ্টজনেরা সেরা পুজোগুলিকে বেছে নেবেন। শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা পাওয়া পুজোগুলির নাম মহাষষ্ঠীর দিন ঘোষণা করা হবে। কলকাতা এবং সংলগ্ন এলাকার সেরা ও আমন্ত্রিত পুজোগুলিকে নিয়ে রেড রোডে বিশেষ শোভাযাত্রা (কার্নিভ্যাল) হবে আগামী ১৫ অক্টোবর।

বিপি পোদ্দার হাসপাতালে ওয়ার্ল্ড ফার্মাসিস্টস-ডে উদযাপন

নিজস্ব প্রতিবেদন: বুধবার ওয়ার্ল্ড ফার্মাসিস্টস-ডে উপলক্ষে বিপি পোদ্দার হাসপাতালে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন গ্রুপ অ্যাডভাইজার সুপ্রিয় চক্রবর্তী। তিনি বলেন, ‘আধুনিক স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে ফার্মাসিস্টসদের অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁদের নিরলস পরিশ্রমের ফলে রোগীরা সুস্থভাবে জীবন-যাপন করতে পারছেন। তাঁদের এই ভূমিকার জন্য আমরা তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক পদে রদবদল

নিজস্ব প্রতিবেদন: পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক পদে রদবদল করা হল। জেলাশাসক রাধিকা আইয়ারকে বদলি করে নিয়ে যাওয়া হল স্বাস্থ্য দফতরের বিশেষ সিনিয়র সচিব পদে। তাঁর জায়গায় নতুন জেলাশাসক হলেন আয়েশা রানি। তিনি মেদিনীপুর ডিভিশনের ডিভিশনাল কমিশনার ছিলেন। এছাড়াও তিনি গ্রামীণ জীবন ও জীবিকা মিশনের অধিকর্তা ছিলেন। আয়েশা রানির জায়গায় মেদিনীপুরের ডিভিশনাল কমিশনারের দায়িত্ব দেওয়া হল সমবায় সচিব অবনীন্দ্র সিং কে। এছাড়াও এদিন ১১ জন নতুন আইএএসকে মহকুমা শাসক পদে উন্নিত করা হলো। এই মর্মে কর্মী বর্গ ও প্রশাসনিক দফতর থেকে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।

‘ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া’র দুর্গাপুরের বর্ধমান জোনাল অফিস‘হিন্দি দিবস’ দিবসরে আয়োজন করে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন জোনাল ম্যানেজার শ্রী প্রভাত কুমার সিনহা। এদিন হিন্দি ভাষার গুরুত্ব তুলে ধরেন তিনি।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স শারদীয়া ‘স্বর্ণ সম্ভার ২০২৪’

নিজস্ব প্রতিবেদন: শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স উপস্থাপন করছে শারদীয়া ‘স্বর্ণ সম্ভার ২০২৪’ যা চলবে ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ অক্টোবর পর্যন্ত। শারদীয়া ‘স্বর্ণ সম্ভার’ হল এক জনপ্রিয় এবং বহু প্রতীক্ষিত গয়না প্রদর্শনী যা এবার ২২ বছরে পা রাখতে চলেছে। এই বিশেষ সংস্করণের রয়েছে ডিজাইনারদের হাতে তৈরি সব গয়না। ঐতিহ্যবাহী এবং ট্রেন্ডি বিয়ের গয়না, সাশ্রয়ী মূল্যে হিরের গয়না, গ্রহরত্ন এবং মূল্যবান পাথরের জমকালো সংগ্রহ। গ্রাহকদের জন্য থাকছে অনেক আকর্ষণীয় অফার। প্রতি কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার। সোনার গয়না কেনাকাটায় প্রতি গ্রামে থাকছে ৩৫০ টাকা ছাড়। যে কোনও হিরের গয়নার মজুরিতে থাকছে ৭৫ টাকা ছাড়। গ্রহরত্ন-এর এমআরপিতে থাকছে ১৫ টাকা ছাড়। প্রতিদিন লাকি ড্র-এ স্বর্ণ মুদ্রার অফার থাকছে। মেগা ড্র হিসেবে থাকছে ৩টি স্কুটি। এই উপলক্ষে একটি বিশেষ প্রেস প্রিভিউতে সোনা ও হিরের গয়নার উৎসব সংগ্রহের উন্মোচন করেন টলিউড অভিনেতা সোহম ও সংস্থার দুই ডিরেক্টর অর্পিতা এবং রূপক সাহা। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের ডিরেক্টর অর্পিতা সাহা বলেন, ‘আমাদের এই প্রাক পুজা উপস্থাপনা ‘স্বর্ণ সম্ভার’ এবার বাইশ বছরে পড়ল। গয়নার নকশা এবং কারুকার্যের সূদতা, এক্সক্লুসিভ কালেকশন- এসব দিক দিয়ে বিচার করলে এবছর এটা আরও স্পেশ্যাল। তাছাড়া আকর্ষণীয় সব অফার তো আছেই।’ শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের আরেক ডিরেক্টর রূপক সাহা বলেন, ‘আমরা এই বাইশতম বর্ষের ‘স্বর্ণ সম্ভার’ আমাদের ক্রেতা বন্ধুদের উৎসর্গ করছি।’

বাংলাকে সেমি কন্ডাক্টর শিল্পের হাব তৈরির উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলাকে একটি সেমি কন্ডাক্টর শিল্পের হাব হিসাবে গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য সরকার। কলকাতায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে সেমি কন্ডাক্টর প্ল্যান্ট নির্মাণের ঘোষণার পর এই ক্ষেত্রে রাজ্যে বৈদেশিক বিনিয়োগের পথ আরও প্রশস্ত হবে বলে মনে করা হচ্ছে। আগামী বছরের বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনেও সেমি কন্ডাক্টর শিল্পে বিনিয়োগ ও আধুনিকীকরণ বিশেষ আলোচ্য হতে চলেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিশেষজ্ঞদল এই সম্মেলনে অংশ নিতে পারেন বলে সরকারি সূত্রে জানা গেছে। গত বছরের গোড়া থেকেই নামজাদা সেমি কন্ডাক্টর কোম্পানিগুলির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলছিল রাজ্যের তথ্যপ্রযুক্তি দপ্তর এবং ওয়েবেল। এরফলে বহু চিপ ডিজাইনিং এবং প্যাকেজিং স্টার্ট আপ সংস্থা বিভিন্ন রাজ্য থেকে ওয়েবেল আইটি পার্কে নিজেদের ইউনিট সরিয়ে নিয়ে এসেছে। গ্লোবাল ফাউন্ড্রিজ, সিনপসিস, মাইক্রন সহ একাধিক আন্তর্জাতিক সেমি কন্ডাক্টর কোম্পানি প্রযুক্তি সংক্রান্ত সম্মেলনের জন্য পশ্চিমবঙ্গকেই বেছে নিয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। একাধিক আন্তর্জাতিক কোম্পানি যোগ দিয়েছে কলকাতায় রাজ্য সরকার আয়োজিত গ্লোবাল ভিএলএসআই কনফারেন্সে। এভাবেই রাজ্যের সম্ভাবনার ক্ষেত্রগুলি আন্তর্জাতিক স্তরে তুলে ধরার ফলে আজ এই সাফল্য বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সূত্রের খবর, সেমি কন্ডাক্টর ক্ষেত্রে অ্যাঙ্কর শিল্প হিসেবে গ্লোবাল ফাউন্ড্রিজের কলকাতায় বিনিয়োগের খবর আসার পরই সব ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া শুরু করল রাজ্য। উল্লেখ্য, কলকাতায় প্ল্যান্ট নির্মাণে কাজ করবে ‘ভারত সেমি’, ‘থার্ডআইটেক’ এবং ‘ইউএস স্পেস ফোর্স’ নামে তিনটি সংস্থা। ‘গ্লোবাল ফাউন্ডারিজ’ নামে নিউ ইয়র্কের একটি সংস্থা এই প্রকল্পে সহায়তা করবে। এই কারখানা নির্মাণ হলে একদিকে কর্মসংস্থান তৈরি হবে এবং অন্যদিকে দূষণমুক্ত দেশ গড়ার লক্ষ্যে আরও একধাপ এগোবে দেশ।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবেই দায়বদ্ধ নয়।

একদিন

আমার শহর

কলকাতা ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ৯ আশ্বিন ১৪৩১ বৃহস্পতিবার

শাসকদলকে বিঁধতে 'ত্রিফলা' আক্রমণের প্রস্তাব শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: সভা করতে চেয়ে বারবার পুলিশের অনুমতি পাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হওয়ার ঘটনায় এবার গর্জে উঠলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার হাজরায় বিজেপির সভামঞ্চে বক্তব্য রাখার সময় বিরোধী দলনেতা বলেন, 'কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত কোনও সভা আমাদের করতে দেওয়া হয়নি এত বছরে। রাজনৈতিক কর্মসূচি পালনের জন্য পুলিশের কাছে অনুমতি চাইলে অনুমতি পাওয়া যায় না। তাই এবার আর পুলিশের কাছে অনুমতি চাইব না। এবার থেকে দলের তরফে ঠিক সময়ে কর্মসূচি জানিয়ে দেওয়া হবে।' এরই পাশাপাশি ত্রিফলা অভিযানের প্রস্তাবও দিতে দেখা যায় শুভেন্দুকে।

কালীঘাট, লালবাজার, নবান্নে ত্রিফলা অভিযানের প্রস্তাবে এদিন অনড় থাকেন তিনি। দলের কাছেও ত্রিফলা অভিযান করার প্রস্তাব দেন বিরোধী দলনেতা। তাঁর কথায়, 'তৃণমূল কংগ্রেস ভয় পেয়েছে। তারা জানে বিজেপিকে আটকাতে হবে। ২১ এর ভোটের পর থেকে ভোট পরবর্তী হিংসায় ক্ষত বিক্ষত হয়েছি আমরা। এই একমাত্র রাজ্যের বিধানসভা যেখানে লাইভ স্ট্রিমিং হয় না। সিপিআইএম এর মত আমরা ফিশ ফ্রাই খেয়ে আসিনি। নো সেটিং অপোজিশন আমরা।'

তবে এদিন রাজ্যের পুলিশ প্রসঙ্গে একেবারে ভিন্ন সুরে কথা বলতে শোনা যায় শুভেন্দুকে।

বলেন, 'পুলিশের নিচের তলা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে নেই। পুলিশের নিচের তলার কর্মীরা আমাদের সব বলে।' একইসঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র কটাক্ষ করে শুভেন্দুর মন্তব্য, 'বিজেপি পদত্যাগ চাইছে আপনার। ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড গেরুয়া করে বিজেপি মানুষের আশীর্বাদ নিয়ে ক্ষমতায় আসবে। আমাদের দুধে জল নেই। আমরা সকলকে এক করে ভোটে জিতব, আপনাকে হারাব।'

এরই পাশাপাশি শুভেন্দু আরজি কর প্রসঙ্গে এদিন এও জানান, 'আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের বিচার হয়নি। জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনের পাশে বিজেপি সবসময় আছে ছিল, থাকবে। আজও আছে বিজেপি চিকিৎসকদের সঙ্গে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্য জুনিয়র চিকিৎসকদের দল এসেছে কালীঘাটে, মিটিং করেছে। ডাক্তার বোনের খুনের ঘটনার বিচার চেয়ে বিজেপি লড়ছে-লড়বে। আমরা ডাক্তারদের আন্দোলনের রাজনীতিকরণ করিনি।'

রাজ্য মেডিক্যাল কলেজের ওয়েবসাইটে সন্দীপ ঘোষের স্ট্যাটাস ঘিরে শুরু বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের স্বমহিমায় সন্দীপ। রাজ্য মেডিক্যাল কলেজের ওয়েবসাইটে সন্দীপ ঘোষের স্ট্যাটাস ঘিরে তৈরি হয়েছে বিতর্কও। আর এই বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে সন্দীপের রেজিস্ট্রেশন বাতিল ইস্যু। কারণ, গত ১৯ সেপ্টেম্বর রেজিস্ট্রেশন বাতিল হয়েছিল তিলোত্তমার ঘটনায় সিবিআইয়ের হাতে ধৃত আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের। রেজিস্ট্রেশন বাতিল করে রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিল। তবে মেডিক্যাল কাউন্সিলের স্ট্যাটাস রিপোর্ট বলছে অন্য কথা। এতদিন দেখা যাচ্ছিল সন্দীপের নামে পাশে রয়েছে সাসপেন্ডেড। ওয়েস্ট বেঙ্গল ডক্টরস ফোরামের দাবি, মঙ্গলবার সন্ধে থেকে সন্দীপের নামের পাশ

থেকে 'উধাও' সাসপেন্ডেড। পাশে লেখা 'রেজিস্ট্রার্ড'। যা নিয়ে তৈরি হয়েছে বিতর্ক।

এই প্রসঙ্গে মেডিক্যাল কাউন্সিলের রেজিস্ট্রার মানস চক্রবর্তী জানান, 'কোথাও একটা ভুল হয়েছে। এমনটা হওয়ার কথা নয়। স্ট্যাটাস রিমুভড থাকা উচিত ছিল।' এদিকে, চিকিৎসক নেতা কৌশিক লাহিড়ি বলেন, 'সন্দীপের রেজিস্ট্রেশন বাতিল হয়েছে। সমস্ত সংবাদমাধ্যমে তা জানানো হয়। তবে সাত দিন পর আমরা কাউন্সিলের ওয়েবসাইটে গিয়ে দেখি ক্যান্সেল্ড। সেখানে এক সপ্তাহ পর দেখা গেল আবার তিনি স্বমহিমায় ফিরে এসেছেন। অর্থাৎ যে লোকটি সিবিআই হেফাজতে তিনি আবার স্বমহিমায় ফিরে এসেছেন। কেন ফিরে এসেছেন তা কেউ জানেন না।'

এই প্রসঙ্গে চিকিৎসক সুবর্ণ গোস্বামীর বক্তব্য, 'এই মেডিক্যাল কাউন্সিল অবৈধ। দুষ্কৃতীদের আখড়ায় পরিণত রয়েছে। যাঁদের নাম উঠে আসছে চিকিৎসক ছাত্রী মৃত্যুর ঘটনায়, তাঁরাই এই কাউন্সিল চালায়। তাই তাঁদের কাছে থেকে আমরা আশা করি না।'

সিইএসসির ডিস্ট্রিবিউশন এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর-কে হুমকি তৃণমূল নেতাকর্মীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সিইএসসি-তেও থ্রেট কালচার আবহ দেখা দিয়েছে বলে অভিযোগ সামনে আসে মঙ্গলবার। এরপরই তা নিয়ে রীতিমতো শোরগোল পড়ে ধর্মতলায় সিইএসসি-র প্রধান কার্যালয়ে। এই ঘটনার প্রতিবাদে সিইএসসির একাধিক অফিসে কর্মবিরতিও পালন করেন একাংশ কর্মী। যার জেরে দিনভর ভোগান্তির শিকার হন গ্রাহকরা। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করেও কাজ না হওয়ায় ফিরে যেতে হয়েছিল অনেককেই।

তবে এবার প্রশ্ন উঠল, খোদ সিইএসসির এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর (ডিস্ট্রিবিউশন) অভিজিৎ ঘোষই থ্রেট কালচারের শিকার হলেন কিনা তা নিয়েই। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে একটি ভিডিও। তাতে সিলমোহর পড়ছে সিইএসসি-তে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা

থ্রেট কালচারের।

কারণ, ওই ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, অফিসে নিজের চেয়ারে বসে রয়েছেন অভিজিৎ ঘোষ। তাঁকে ঘিরে ধরে চিৎকার করছেন মহিলা কর্মীরা। আঙুল উঁচিয়ে কেউ তাঁকে বলেন, 'মুখ সামলে কথা বলবেন।' পেন স্ট্যান্ড ছুঁড়ে মারার হুমকি দেন আর একজন। এদিকে এই অভিযোগে বিদ্ধ হয়েছেন তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের নেতা সমীর পাঁজা। মহিলাদেরকে দেখা যায় অভিজিৎ ঘোষকে ঘিরে ধরে প্রশ্ন করতে যে, সমীর পাঁজার বিরুদ্ধে নোংরা কথা অভিজিৎবাবু কীভাবে বলেছেন তা নিয়ে। সঙ্গে এও দাবি করা হয়, সমীর পাঁজা কোনও পরিবেশ নষ্ট করেননি।

অভিজিৎ ঘোষকে ঘেরাওয়ের সময় ছিলেন মল্লিকা মুখোপাধ্যায় নামে এক কর্মী। নিজেকে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের সদস্য জানিয়ে তিনি বলেন, 'অভিজিৎ ঘোষ দুর্নীতিগ্রস্ত অফিসার। দুর্নীতি দেখে প্রতিবাদ করেছি।' অন্যদিকে, তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের নেতা সমীর পাঁজা বলেন, 'সব অভিযোগ মিথ্যে। কেউ হুমকি দেয়নি।' এদিকে এই ঘটনায় অভিজিৎ ঘোষের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও ফোনে পাওয়া যায়নি।

ইডির মামলায় জামিনের পর সিবিআইয়ের তলব শঙ্করকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইডির পর এবার বনগাঁ পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান শঙ্কর আঢ্যকে তলব করল সিবিআই। সম্প্রতি, রেশন দুর্নীতি মামলায় বাকিবুর রহমান-সহ শঙ্কর আঢ্য ও বিশ্বজিৎ দাসকে জামিন দিয়েছিল ব্যাঙ্কশাল আদালত। এই জামিন পাওয়ার এক মাস কাটতে না কাটতে এবার ফের তলব তাঁকে। এবার নিজাম প্যালেসে ডাক পড়ল বনগাঁ পুরসভার এই প্রাক্তন চেয়ারম্যানের। এদিকে ইডি সূত্রে খবর মিলছে যে, এবার আরও গুরুতর অভিযোগের জিজ্ঞাসাবাদে তলব করা হয়েছে শঙ্করকে।

প্রসঙ্গত, রেশন দুর্নীতি মামলায় ৫ই জানুয়ারি ইডির হাতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন শঙ্কর। তাঁর বিরুদ্ধে আর্থিক তছরূপের অভিযোগ উঠেছিল। অভিযোগ, নিজের বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগ সংস্থার মাধ্যমে বিদেশে হাজার হাজার কোটি

টাকা পাচার করেছেন শঙ্কর আঢ্য। তবে গত ৫ই জানুয়ারি রেশন দুর্নীতির তদন্তে নেমে শঙ্করকে মধ্যরাতে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়ার সময় আক্রান্ত হয় এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেটের টিম। গাড়ি ভাঙচুর করারও অভিযোগ ওঠে। সেই মামলার তদন্ত প্রথমে বনগাঁ থানার পুলিশ করলেও পরে বিষয়টি সিবিআই-এর হাতে চলে যায়। এবার সেই মামলার তদন্তে নেমেই ফের তলব করা হল শঙ্করকে।

আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও জগদ্দলে শ্রমিককে কারখানায় ঢুকতে 'বাধা' কাউন্সিলরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: লোকসভা নির্বাচন পরবর্তী পরিস্থিতির কারনে জগদ্দল থানার অধীনস্থ আতপুর এক্সাইড ব্যাটারি কারখানায় কাজে যোগ পারছিলেন না একাধিক শ্রমিক। অভিযোগ, বিজেপির সমর্থক কিংবা কর্মী হওয়ার কারণেই তাদেরকে কারখানার ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়েছিল। অবশেষে তাঁরা কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশে কাজে যোগ দিয়েছিলেন। সম্প্রতি হাই কোর্টের নির্দেশে এক্সাইড কারখানায় কাজে যোগ দিয়েছিলেন শত্রুঘ্ন কুমার সিং নামে একজন শ্রমিক-ও। অভিযোগ, শাসকদলের স্থানীয় কাউন্সিলর তাঁকে কাজে যোগ দিতে বাধা দিচ্ছে। প্রতিনিয়ত ধমকি দেওয়া হচ্ছে যাতে শত্রুঘ্ন কাজে না আসেন। মঙ্গলবারও কারখানায় এসে বিপদে পড়েন শত্রুঘ্ন। তাঁর অভিযোগ, সুরক্ষা পেতে জগদ্দল থানার এক সাব ইন্সপেক্টরকে তিনি ফোন করেছিলেন। কিন্তু ওই পুলিশ অফিসার তাঁকে চাকরি ছেড়ে ঘরে বসে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। স্বভাবতই, ফের উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এক্সাইড কারখানার শ্রমিক শত্রুঘ্ন কুমার সিং। আতপুর এক্সাইড ব্যাটারি কারখানার শ্রমিকের বিষয়টি নিয়ে মঙ্গলবার রাতে নিজের এক্স হ্যান্ডেল থেকে টুইট করেছেন শ্রমিক নেতা তথা ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। তিনি টুইটে রাজ্য পুলিশের ডিজি এবং ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারকে বিষয়টি দেখতে বলেছেন। এ কেমন পুলিশ, টুইটে প্রশ্ন ছুঁড়েছেন প্রাক্তন সাংসদ। বিজেপি সমর্থিত শ্রমিক ইউনিয়নের কার্যকরী সভাপতি সঞ্জয় সিং বলেন, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের পর আতপুর এক্সাইড কারখানায় সমস্যা দেখা দিয়েছিল। হাই কোর্টের নির্দেশে অনেকেই কাজে যোগ দিয়েছেন। দু'মাস ধরে শত্রুঘ্ন-ও কাজ করেছিলেন। তাঁর অভিযোগ, স্থানীয় কাউন্সিলর ওকে প্রতিনিয়ত হুমকি দিচ্ছে। পুলিশকে জানিয়েও কোনও সুরাহা মিলছে না। তাই আদালত এখন তাদের একমাত্র ভরসা। ঘটনা নিয়ে ভাটপাড়া পুরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা তৃণমূল শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা বিপ্লব মালো বলেন, এই ধরনের ঘটনা তাঁর জানা নেই। তবে এই ধরনের ঘটনা হবার কথাও নয়। তথাপি তিনি বিষয়টি অবশ্যই খোঁজ নিয়ে দেখবেন।

আরজি কাণ্ডে ফের ময়নাতদন্তকারী চিকিৎসক ও মর্গ অ্যাসিস্ট্যান্টকে তলব

নিজসব প্রতিবেদন: সিবিআই দপ্তরে ফের হাজিরা দিলেন আরজি করের চিকিৎসক তরুণী খুন ও ধর্ষণকাণ্ডের ময়নাতদন্তকারী চিকিৎসক অপূর্ব বিশ্বাস। এই নিয়ে চারবার হাজিরা দিতে দেখা গেল চিকিৎসক অপূর্ব বিশ্বাসকে। তাঁর পাশাপাশি হাজিরা দিলেন আরজি করের ডোমও। এদিকে সিবিআই সূত্রে খবর, তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন তদন্তকারী আধিকারিকেরা।

এদিন অপূর্ব বিশ্বাস এবং ডোমকে সিবিআইয়ের তরফ থেকে তলব করার ঘটনায় প্রশ্ন উঠছে, লাশকাটা ঘরেই কোনও তথ্য লুকিয়ে আছে কিনা তা নিয়েও। এই

রকম সম্ভাবনা একেবারেই উড়িয়ে দিচ্ছেন না তদন্তকারী আধিকারিকরা।

প্রসঙ্গত, গত ৯ অগস্ট তিন জনের মেডিক্যাল বোর্ড চিকিৎসক তরুণীর ময়নাতদন্ত করেছিল। সেই কারণে সিবিআই জিজ্ঞাসাবাদ করেছে চিকিৎসক অপূর্ব বিশ্বাসকে। পাশাপাশি জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় ওই বোর্ডের বাকি দুই সদস্য রীনা দাস ও মলি বন্দ্যোপাধ্যায়কেও। তবে বুধবার নজরে আসে, চিকিৎসক অপূর্ব বিশ্বাসের পাশাপাশি মর্গ অ্যাসিস্ট্যান্টদেরও (ডোম) জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। ফলত, প্রশ্ন উঠছে কোথাও কি ময়নাতদন্তের প্রক্রিয়ায় কোনও ত্রুটি ছিল কিনা তা নিয়ে।

প্রসঙ্গত, সিবিআই তদন্তভার গ্রহণ করার পরই প্রথম প্রক্রিয়াগত ত্রুটির কথা উল্লেখ করে। শীর্ষ আদালতেও সিবিআই প্রশ্ন তোলে, সন্ধেবেলা কেন পোস্টমর্টেম প্রক্রিয়া হল তা নিয়ে। একইসঙ্গে চিঠিপত্রে ত্রুটি আছে বলেও দাবি করা হয় সিবিআইয়ের তরফ থেকে। একটি বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের কথাও উল্লেখ করে তাঁরা।

তবে কী ধরণের ষড়যন্ত্র হয়েছে? কী প্রমাণ লোপাট হয়েছে বা তার কী মোটিভ সে সম্পর্কে এখনও আলোকপাত করতে পারছেন না সিবিআই আধিকারিকেরা। এদিকে এদিন সিজিও কমপ্লেক্স থেকে বেরনোর সময় এক মর্গ অ্যাসিস্ট্যান্ট জানান, 'আমি ময়নাতদন্তের সময় ছিলাম না। আমার টেবিল ওয়ার্ক। আমি পেপারস ওয়ার্ক করি।'

ট্রামকে বাঁচানোর আবেদন নিয়ে গণ অবস্থানের ডাক শ্যামবাজারে

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার শহরের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ট্রামের ইতিহাস। দীর্ঘকাল ধরে কলকাতার বুকের উপর দিয়ে নিজের গতিতে এগিয়ে চলেছিল এই ট্রাম। এমনকী পরিবর্তনের হাওয়াতেও শহুরের ব্যস্ত জীবনে তার মৃদু ঘণ্টা ধ্বনি বুঝিয়ে দিয়েছে তার উপস্থিতির কথা। ট্রামের এই কামরার সঙ্গে জড়িয়ে হাজারো নস্ট্যালজিয়া। কত ঘটনার সাক্ষী এই ট্রাম। সেই ট্রামের চলার পথে দাঁড়ি টানা হল ২০২৪-এ এসে। বাজল বিদায়ঘণ্টা। বাস্তবিক-ই এবার বন্ধ হওয়ার পথে কলকাতার ঐতিহাসিক ট্রাম।

এদিকে কলকাতায় অন্যতম ঐতিহ্যকে ধরে রাখার লড়াই শুরু। গণ-অবস্থানের ডাক কলকাতা ট্রাম প্রেমীদের। বৃহস্পতিবার শ্যামবাজারে হবে এই গণ-অবস্থান। সূত্রে খবর, ট্রাম ডিপোর সামনে দুপুর ১২টা থেকে জড়ো হবেন সকলে। অনেকের মতে, শহরে একাধিক রুট রয়েছে, যেখানে ট্রাম চললে গতি রুদ্ধ হয় না। তাঁদের বিশ্বাস, এখনও বহু মানুষ ট্রাম চড়তে পছন্দ করেন। তাই ট্রাম ফেরাতে এই সব দাবি নিয়ে লড়াই করবেন ট্রামপ্রেমীরা।

কলকাতায় ট্রাম পরিষেবা বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়ে তীব্র আপত্তি জানাচ্ছে বিভিন্ন পরিবেশপ্রেমী সংগঠনও। যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে এই পরিবহণকে বাঁচাতে কাজ করে আসছেন। তাঁদের মধ্যেও রয়েছে অসন্তোষ। অতীতেও কলকাতার ট্রামকে ভিন্নভাবে ব্যবহার করতে নানা উদ্যোগের কথা সামনে এসেছিল। ফের ভালবাসার ট্রামকে বাঁচিয়ে রাখতে সমবেত হওয়ার প্রস্তুতি।

আইনি শর্তে মান্যতা দিয়ে অনুমোদন পাচ্ছে অভিযুক্ত বিএড কলেজগুলো

অশোক সেনগুপ্ত

শিক্ষার মান এবং কলেজ ভবনে পরিকাঠামোর খামতির জেরে গত বছর সুপ্রিম কোর্টের একটি নির্দেশিকার পর ২৫৩টি বিএড কলেজের অনুমোদন বাতিল করা হয়। কয়েক মাস টানাপড়েনের পর শেষ পর্যন্ত কলেজগুলো আবশ্যিক শর্ত পূরণ করে ফের স্বীকৃতি নিতে শুরু করেছে। বাবা সাহেব আম্বেদকর এডুকেশন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ৬২৪টি বিএড কলেজ আছে। তারমধ্যে ২৪টি সরকারি বিএড কলেজ। একলপ্তে ২৫৩টি কলেজের অনুমোদন বাতিল করায় বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক হইচই হয়। আবশ্যিক পরিকাঠামোর খামতি থাকায় কলেজগুলোয় পড়ুয়া ভর্তির ছাড়পত্র দিতে চায়নি সেগুলোর তত্বাবধায়ক বিশ্ববিদ্যালয়। এর সক্রিয় বিরোধিতা করে অভিযুক্ত কলেজগুলো। পরোক্ষে তাদের পাশে দাঁড়ান রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। যদিও কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় আবশ্যিক নানা শর্ত পূরণে অটল থাকে।

এখন কী অবস্থা? বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য ডক্টর সোমা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, 'গত শিক্ষাবর্ষে শিক্ষক প্রশিক্ষণের জাতীয় পর্ষদ (এনসিটিই)-র নিয়ম অনুযায়ি অগ্নিনির্বাপক শংসাপত্র, শিক্ষক তালিকা এবং সরাসরি শিক্ষক ও প্রাপকদের বেতন প্রদান (ডিবিটি), এই ৩টি শর্ত না মানায় কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। ৫৬৭টি কলেজকে অনুমোদন পুনর্নবীকরণ করা হয়। এই শিক্ষাবর্ষে এখনও অবধি মোট ৫৮৮টি কলেজের অনুমোদন পুনর্নবীকরণ করা হয়েছে। বাকি কলেজগুলোর পুনর্নবীকরণ প্রক্রিয়া চলছে।'

বহু বিএড কলেজে প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষক ছিল কম। অনেক ক্ষেত্রেই এই নিয়োগে নির্দিষ্ট যোগ্যতামান মানা হয়নি। বহু শিক্ষককে খাতায় কলমে নির্ধারিত অঙ্ক দেখালেও কার্যত কম টাকা দেওয়ার অভিযোগও উঠছিল। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই বেআইনি কাজের প্রতিবাদ করে। ডক্টর সোমা

> **কয়েক মাস টানাপড়েনের পর শেষ পর্যন্ত কলেজগুলো আবশ্যিক শর্ত পূরণ করে ফের স্বীকৃতি নিতে শুরু করেছে। বাবা সাহেব আম্বেদকর এডুকেশন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ৬২৪টি বিএড কলেজ আছে। তারমধ্যে ২৪টি সরকারি বিএড কলেজ।**

বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'এখনও অবধি ১৫০০ শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। এই শিক্ষাবর্ষে ভর্তির প্রক্রিয়া চলছে। সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী এর সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে। শিক্ষকদের এনসিটিই-নির্ধারিত মান এবং ডিবিটি-র বিষয়গুলোতেও নজর রাখা হচ্ছে।'

অভিযুক্ত কলেজগুলোর অনুমোদন বাতিল করার পর ওই সব কলেজের তরফে নানাভাবে চাপ তৈরি করা হয় তদারকি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের ওপর। রাজ্যের শিক্ষা দফতর, স্বরাষ্ট্র দফতর, স্থানীয় থানা-সহ সংশ্লিষ্ট নানা পক্ষকে জানানো সত্বেও তৈরি হয় অরাজক পরিস্থিতি। বাধ্য হয়ে কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় সাময়িক বন্ধ করে দেন। কর্তৃপক্ষের আবেদনে সাড়া দিয়ে এ ব্যাপারে সদর্থক ভূমিকা নেন আচার্য-রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। উপাচার্য বলেন, 'আশা করা যাচ্ছে এই শিক্ষাবর্ষে বাকি কলেজগুলো তাদের অনুমোদন পুনর্নবীকরণ এর প্রক্রিয়া সুসম্পন্ন করতে পারবে। শিক্ষার মান যাতে আরও উন্নত হয় এবং ছাত্রছাত্রীরা যাতে আরও উন্নত পরিকাঠামো পায় তাই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা যেন পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারে এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যেন তারা এ ব্যাপারে সর্বতোভাবে সহায়তা পায়, সে ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ সবসময় চেষ্টা করছে।'

গঙ্গার পাড় ভাঙন প্রসঙ্গে কলকাতা পুরসভাতেও 'ম্যান মেড' বন্যা প্রসঙ্গ

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা পুরসভার অধিবেশনেও এবার উঠল 'ম্যান মেড' বন্যা প্রসঙ্গ। গঙ্গার পাড় ভাঙন এবং জল স্তর কমে যাওয়া নিয়ে অধিবেশনে প্রস্তাব নিয়ে আসেন তৃণমূল কাউন্সিলার বিশ্বরূপ দে। সেই প্রস্তাবের সমর্থনে তৃণমূল কাউন্সিলর রত্না শূর জানান, 'কুঁদঘাট এবং টালিগঞ্জে গঙ্গার জল ড্রেজিং এর জন্য আশপাশের বাড়িতে ভাঙন দেখা দিচ্ছে।' এনিয়ে উদ্বেগও প্রকাশ করতে দেখা যায় তৃণমূল কাউন্সিলরকে।

এরপরই প্রস্তাব পর্বে বক্তব্য রাখতে উঠে মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'কয়েকদিন আগে গঙ্গায় বাণ এসেছে, তাতেই এখানকার মানুষের ত্রাহি ত্রাহি রব। ভাবুন তো যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে বন্যায় প্লাবিত হয়ে ভিটে ছাড়া হয়ে পড়ে রয়েছেন। সেই মানুষগুলোর কী অবস্থা।' এরই রেশ ধরে বলতে গিয়ে ফিরহাদ এও জানান, 'ডিভিসির জল ছাড়ার কারণে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা প্লাবিত। এটা ম্যান মেড বন্যা। যেভাবে বাঁধের জল ছেড়ে দেওয়া

হয়েছে, তাতে অনেকগুলো জেলা ডুবে গিয়েছে।'

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, ম্যান মেড বন্যার প্রসঙ্গ তুলে একাধিকবার সুর চড়াতে দেখা গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এই ইস্যুতেই ডিভিসি-র সঙ্গে সম্পর্কও একেবারে তলানিতে এসে ঠেকেছে। এদিন একই সুর ফিরহাদের গলাতেও। পাশাপাশি এদিন তিনি উদ্বেগের সুঙ্গে এও জানান, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার করে বলছেন, জল না ছাড়ার জন্য এভাবে। তারপরেও জল ছাড়ায় সম্পূর্ণ ডুবে গিয়েছে একাধিক গ্রাম। মানুষ অসহায় এবং দিশাহারা হয়ে বিভিন্ন জায়গায় অস্থায়ীভাবে থাকছেন। ত্রাণের জন্য হাহাকার চারপাশে। যদি মুখ্যমন্ত্রীর কথা শুনে জল ছাড়তো, তাহলে এভাবে মানুষকে ডুবতে হতো না।'

এদিকে, এদিন দুর্গতদের সাহায্যার্থে এক মাসের বেতন (সাম্মানিক) দেবেন কলকাতা পুরসভার কাউন্সিলাররা, এমনটাই সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়। মেয়র, মেয়র পারিষদ-সহ সমস্ত কাউন্সিলররা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এক যোগে। মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে তাঁরা এই আর্থিক সাহায্য দান করবেন। পুজোর মুখে এই সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে প্রশংসার।

পুরসভার অধিবেশনে কাউন্সিলর মুস্তাক আহমেদ এই প্রস্তাব আনেন। মেয়র ফিরহাদ হাকিম ইচ্ছুক কাউন্সিলরদের তাঁদের এক মাসের বেতন মেয়র্স রিলিফ ফান্ডে প্রদান করতে বলেন। সেখান থেকে সংগৃহীত অর্থ পুরোটাই মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে পাঠানো হবে বলে অধিবেশনে জানান।

সম্পাদকীয়

আমাদের সমাজে লিঙ্গবৈষম্য দূর হতে আরও হয়তো ১০০ বছরও লেগে যেতে পারে

কোনও যৌন হেনস্থার ক্ষেত্রে সাধারণ ভাবে আমাদের সমাজ মেয়েটিকেই দায়ী বলে চিহিত করে। এমনকি আদালতের বিচারের ক্ষেত্রেও অনেক সময় একই প্রবণতা লক্ষ করা গিয়েছে। আমাদের সমাজে প্রবল ভাবে লিঙ্গবৈষম্য বর্তমান, তাই সমাজ তথা পরিবারের মধ্যেই মেয়েরা নানা ভাবে নির্যাতিত হয় প্রতিনিয়ত। এর মধ্যে প্রবন্ধকার একটি শব্দ উল্লেখ করেছেন, 'বাচিক হিংসা'। এই বাচিক হিংসা যে কত নিষ্ঠুর এবং অপমানজনক হতে পারে, তা নিয়েই একটা গোটা প্রবন্ধ লেখা যেতে পারে। আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজে বহু মেয়ে, বিশেষত গৃহবধূরা কটূক্তি, তুচ্ছতাচ্ছিল্য, অবহেলার শিকার হন। প্রতিবাদ করলেই তাঁদের উপর নেমে আসে আরও বেশি করে মানসিক পীড়ন। তথাকথিত শহুরে ভদ্রলোকও স্ত্রীর প্রতি যে ভাষা ব্যবহার করেন, তা যে কতটা নিষ্ঠুর হতে পারে, যাঁরা নিয়মিত ভাবে এই অসহনীয় পরিস্থিতিতে থাকেন তাঁরাই জানেন। দিনের পর দিন এই বাচিক হিংসার শিকার হয়ে বহু মেয়েই জীবনের সমস্ত আনন্দ হারিয়ে কোনও রকমে বেঁচে থাকে। খুব বড় কিছু না হলে সাধারণ ভাবে মেয়েরা কাউকে কিছু জানাতেও চায় না। কিন্তু দিনের পর দিন কটূক্তি, অবহেলা একটা মানুষকে মানসিক ভাবে শেষ করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। প্রবন্ধকার উল্লেখ করেছেন যে, এই সর্বব্যাপী পুরুষতান্ত্রিক কাঠামো মেয়েদের দুর্বল ও নিষ্ক্রিয় করে রাখতে চায়। পরিবারে ছোট থেকেই শিক্ষা দেওয়া হয় মেয়েদের রাতে বেরোতে নেই, সে কী পোশাক পরবে, কেমন করে কথা বলবে; সবই তাকে শেখানো হয়। এর বাইরে গেলেই সে 'খারাপ মেয়ে', তাকে অপমান করলে কোনও দোষ নেই। দুঃখের বিষয়, এই লিঙ্গবৈষম্য সহজে যাওয়ার নয়, তাই তো মেয়েদের সুরক্ষা দিতে না পেরে তাদের রাতে কাজের সময় কমিয়ে দেওয়ার কথা বলা হয় সরকারি ইস্তাহারে। হয়তো আরও একশো বছর লাগবে এই লিঙ্গবৈষম্য দূর হতে; কিন্তু তত দিন এই লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।

শব্দবাণ-৫৬

■	■	১			২	■
৩			■	■		■
	■		■	৪		৫
	■	■	■	■	■	
৬	৭		■	৮	■	
■		■	■	৯		
■	১০				■	■

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. বিপরীত ক্রম ৩. অন্যথাচরণ, ব্যত্যয় ৪. কয়েদ ৬. দিল্লির বিখ্যাত সংশোধনাগার ৯. লঘু, হালকা ১০.মেঘ।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. শিলা, প্রস্তর ২. গঙ্গাদেবীর বাহন ৩. ক্ষতিপূরণ ৫. আগুন দেখলেই ছুটে আসে ৭. নাপিত ৮. ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু বা বিষয়।

সমাধান: শব্দবাণ-৫৫

পাশাপাশি: ২. বেগারঠেলা ৫. টঙ্ক ৬. তলা ৭. সবে ৮. ঝুল ১০. বিজয়ঘাট।

উপর-নীচ: ১. মিঠে ২. বেমতলব ৩. রসা ৪. লাটবেলাট ৯.দায় ১১. জঙ্গি।

জন্মদিন

আজকের দিন

মনমোহন সিং

১৯২৩ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা দেব আনন্দের জন্মদিন।*
১৯৩২ *ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের জন্মদিন।*
১৯৬২ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা চাঙ্কি পান্ডের জন্মদিন।*

অপেক্ষা-ই উৎসব

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

সারা পৃথিবী জানে আমাদের পুজোকে। আমাদের প্ল্যান প্রতি বছরের বিজয়ার পর থেকে শুরু হয়। আমরা মুক্ত মনে এই পুজোর জন্যে উজাড় করে দিতে পারি। আমরা অভয়ার জন্যে অবশ্যই দুঃখ প্রকাশ করবো। না ভুল হলো। শুধু দুঃখ প্রকাশ নয় দেখবেন কি ছেলে কি মেয়ে সকলে ওই ঘটনা যেনো আর না ঘটে এবং তার আত্মার শান্তি কামনায় কেমন অঞ্জলী দেবো। দেখলেন তো যে ডাক্তাররা এই নারকীয় ঘটনায় বহুদিন কর্ম বিরতিতে ছিল, সেই তারাই আবার কর্মে ফিরে গেলেন- মাঝে যাই থাকুক না কেনো। না, জাস্টিস এখনও মেলেনি তো কি কোনো রোগী যেনো পরিষেবা ব্যাহত না হয় তাই আবার সেবায় ফেরা। আর পুলিশ! এটা বলতেই পারি যে পুলিশ না থাকলে শহরতলীর তথা কলকাতার বেশিরভাগ পুজোই প্রায় অসম্ভব। যারা তাদের এত গালাগালি দিয়েছিল সেই তারাই দিনরাত ঠাকুর দেখতে পুলিশ পরিষেবা পেতে দেখবেন এই পুজোতে মরিয়া অপেক্ষায় থাকবেন।

আসছে পুজো। ভুল হলো। মা আসছে। মানে উৎসব আসছে। সেই কবে থেকে শুরু ভাবুন তো! মানে প্রস্তুতি আর প্রস্তুতি। কি তোড়জোড়। পাড়ার ছেলেগুলির যেন কাজে প্রাণ পেলো। এক্ষেত্রে একটু বখাটে হলে ক্ষতি নেই। অবশ্য আজকাল মেয়েরাও পিছিয়ে নেই। অনেক জায়গায় মহিলা পরিচালত পুজো হয়। তা ভালো। দেবীপক্ষ বলে কথা। সুতরাং মায়েতেই মাতামাতি স্বাভাবিক। মা বললাম এই কারণে যে মা আর মেয়েতে ফারাক নেই। যে মেয়ে, সেই মা। মেয়ে যখন মা হয় তখন মাত্রা বাড়ে। আর মা বললে তো অনেক কথা মনে পড়ে। প্রথম চোখ খুলে সামনে সব কিছু দেখা ও শেখা সেটা তো মায়েতেই হয়। নিজের সব ভালোবাসা যে কেমন করে উজাড় করে দিতে হয় তা মা ছাড়া বোঝে ক'জন! তবে মুশকিলটা হলো গিয়ে এই যে, যারা মায়ের স্নেহে সমুদ্রে ডুবে আছেন তারা ঠিক মা'কে ততটা বোঝেনই না। আর যখন সমুদ্র শুখিয়ে যায় তখন বোঝা যায় আসলে সে কি। সবার প্রকাশভঙ্গি হয়ত এক নয়, কিন্তু আবেগটা সমান। হ্যাঁ, ভুবনের সব মায়ের ক্ষেত্রেই তা সমান। বুকে হাত দিয়ে বলুন তো এমন কোনো অনুভূতি আছে যেখানে মা নেই! হ্যাঁ, মা আছেন — সর্বত্র ও সজাগ।

ঠিক এই আবেগ কে কেন্দ্র করে আমাদের সর্গের কৈলাস আর মর্তের কুঁড়েঘর কখন যে এক হয়ে যায় আমরা জানি না। ভুল হলো, কখন একাকার হয়ে যায় আমরা জানি না। আমরা জানি না এটা কেমন করে হয় বা কিভাবে হয়!

তবে এটা বুঝি কিছু একটা হয়। আর এটাই পুজো। বড়ো করে ভাবলে উৎসব। আরো ভালোভাবে বললে মহোৎসব। হ্যাঁ, আমাদের বাঙালির উৎসব। অনেকে হয়ত এখানে হিন্দু হিন্দু করে তেড়ে আসবেন। কিন্তু এটা বলতেই হবে দুর্গা পুজো বাঙালির বেশি, অন্যের কম। কারন অনেক আছে যার মধ্যে সবথেকে শক্তিশালী হল বাঙালির আবেগ। এই আবেগ এই উন্মাদনা অন্য কোনো জাতির ক্ষেত্রে তেমনটা দেখা যায় না। তাই তো এই পুজোকে ঘিরে বাঙালির এত বাড়াবাড়ি। আসছে পুজো, আসছে পুজো করে করে যে অপেক্ষা তার নামই হলো পুজো বা উৎসব। এখানে উৎসব আর আবেগ মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। আর এক্ষেত্রে এ ভুবনে সব থেকে বেশি যারা এগিয়ে তারা হলো বাঙালি। তাই বাঙালির পুজো ঘিরে এত মাতামাতি। শুধু ভারতে নয়, সর্বত্র। কারণ বাঙালি আবেগ রাজা ভারত ছাড়িয়ে সারা বিশ্বে।

এখানে বলা ভালো যে পুজো হয় মায়ের আর উৎসব হয় সর্বত্র। পুজো পুজো গন্ধ তো সারা বছরই। দুর্গা পুজোর ক্ষেত্রটা আলাদা। তাই এই পুজো এসে গেলে সময় নেই কারো। সে যে প্রফেশনে বিলং করুক না কেন। বাংলায় বলা হয় জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সমস্ত কিছু এই পুজো ঘিরে মারাত্বক। মানে সর্বত্র ব্যস্ততা তুঙ্গে। সারা বছরের অপেক্ষা। কত প্ল্যান, কত কিছু। তাই আমি বাঙালি হিসেবে গর্ব বোধ করি কারণ আমাদের একটা দুর্গা পুজো আছে। আমি অন্য সমস্ত জাতিকে চ্যালেঞ্জ করতে পারি যে দেখ আমি কত রিচ। তারপর আমার রাজ্যের নাম পশ্চিম বঙ্গ। সারা পৃথিবী জানে আমাদের পুজোকে। আমাদের প্ল্যান প্রতি বছরের বিজয়ার পর থেকে শুরু হয়। আমরা মুক্ত মনে এই পুজোর জন্যে উজাড় করে দিতে পারি। আমরা অভয়ার জন্যে অবশ্যই দুঃখ প্রকাশ করবো। না ভুল হলো। শুধু দুঃখ প্রকাশ নয় দেখবেন কি ছেলে কি মেয়ে সকলে ওই ঘটনা যেনো আর না ঘটে এবং তার আত্মার শান্তি কামনায় কেমন অঞ্জলী দেবো। দেখলেন তো যে ডাক্তাররা এই নারকীয় ঘটনায় বহুদিন কর্ম বিরতিতে ছিল, সেই তারাই আবার কর্মে ফিরে গেলেন- মাঝে যাই থাকুক না কেনো। না, জাস্টিস এখনও মেলেনি তো কি কোনো রোগী যেনো পরিষেবা ব্যাহত না হয় তাই আবার সেবায় ফেরা। আর পুলিশ! এটা বলতেই পারি যে পুলিশ না থাকলে শহরতলীর তথা কলকাতার বেশিরভাগ পুজোই প্রায় অসম্ভব। যারা তাদের এত গালাগালি দিয়েছিল সেই তারাই দিনরাত ঠাকুর দেখতে পুলিশ পরিষেবা পেতে দেখবেন এই পুজোতে মরিয়া অপেক্ষায় থাকবেন। আর এতে পুলিশ একটুও বিচলিত হবেন না। একবারও কি ভেবে দেখেছেন যে তাদেরও ঘর সংসার আছে! কতো পুলিশ বাবা-মা কে সন্তান পায়নি হাত ধরে ঠাকুর দেখতে। যে কষ্ট সন্তান ও অভিভাবক বোঝেন তারা তাদের নিজেদের মত করে। জানতে হবে পোশাকে পুলিশ তার বাইরে কিছু না কিছু সম্পর্কে। না, এত আবেগ তাদের চলে না। মাথায় যে অশোক স্তম্ভ আছে। তার যে অনেক দাযিত্ব ।

এতো গেলো বড়োদের কথা। দায়িত্ববান দের কথা। ভাবুন তো খুব ছোটদের কথা। তারা কি নিয়ে মজবে। হ্যাঁ, আপনি ঠিকই ধরেছেন তারা তাদের মতো করে মজবে। মানে, ছেলে হলে ক্যাপ বন্ধুকে নতুন জুতো জামা- ব্যাস। মেয়ে হলে আবার একটু বায়না বেশি। কারন তার সাজেই তো অনেক কিছু লাগে। অবশ্য এই বয়সে অন্য কিছু না হলেও নতুন জামা জুটেও যায়। তবে আর যায় হোক বাবা, মায়েরটা আলোয়েজ ডিফারেন্ট অ্যান্ড স্পেশাল। এরপর একটু বড়ো হওয়া বা বেড়ে যাওয়া। তখন কে কাকে দেখে। কোচিং, বন্ধু, বান্ধবী, মন কেমন করা, ইমোশন,প্রেম, জেল্লা মানে একদম ফুল টু ম...সতি। তবে সাবধান! চালু না হলে কিন্তু মরেছো। অবশ্য এ সময়ে কে ভাবে ভবিষ্যৎ! তো ভাবতেই হবে লিমিটেশন। কারণ সেটাই বাঁচার গয়না, নো ইমিটেশন। আর গার্জেনদের ক্ষেত্রে বলবো লক্ষ্য রাখুন এই বয়স কে। দেখুন, একটা পুজো তার কত কিছু আবেশ! মানে অপেক্ষা অপেক্ষা আর অপেক্ষা। একটা অনুভূতির অপেক্ষা, একটা ভালোলাগা বা ভালোবাসার অপেক্ষা। যেখানে এক গন্ধ মৈত্রীর সন্ধান পাওয়া যায়। যার নাম প্রেম।

এইবার বড়োদের মানে অভিভাবকদের কথা তে ঢুকে যায়। আচ্ছা বাবারা কেমন আছেন? না, মোটেই ভালো নেই। সে যতো রোজগেরে হোক না কেন পুজোয় বাড়তি আর্থিক চাপ তার লেগেই আছে। এবার ধরুন তেমনটা তার সাধ্য নেই যেমনটা তার উঠে আসা সন্তানের বায়না আছে। এখানে কোনাকাটাকে গুরুত্ব দিচ্ছি। হয়ত স্বাভাবিক পোশাক পরে বা তেমন কিছু না নিয়েও সন্তানকে সাজাবেন। কিছু ক্ষেত্রে মা ও। তিলে তিলে তিনি জমিয়ে দোকান থেকে কিনে দিয়েছেন তার সন্তানের পছন্দের জামা।

এই দুর্গা পুজো এমন এক উৎসব যে সব শ্রেণীর মানুষ কে এক করে দেয়। আমি এমন একজন মানুষকে চিনি যে কিনা মায়ের মুখ অবধি দেখেন না। আশ্চর্যের বিষয় কি জানেন সেই মানুষটি আবার কাঁধে করে ঠাকুর বয়ে নিয়ে প্যান্ডেলে ঢোকেন। এটা কি কম কিছু! এটাই মায়ের যাদু। আর ক্লাস নাইনে তিনবার অঙ্কে ডাব্বা মারা ছেলেটা কিনা এত বড়ো পুজোর ক্যাশিয়ার। বলে - মা-ই আমার মাধ্যমিক। ভাবুন! আর পুঁচার কাছ গেলবারে কি ভাবে অত কাঁচা টাকা গেছিল অঞ্জলিতে সবার হাতে হাতে তা তো বলা হয়নি। না, জমানো কয়েন দোকানে নোট করেননি পুজোয় দেবে বলে। জানেন কে সে ? নাম তার দিক্ষ্যা,প্রফেশন ভিক্ষা।

এ রকম বহু ঘটনা হয়তো আপনারও জানা। যার মুল সুর সেই আবেগ। মা আছেন তাই আবেগ আছে। মা আছেন তাই হাসি কান্না দুঃখ সব আছে। ভালোবাসা আছে ,ভালোলাগা আছে। সর্বোপরি প্রেম আছে। এখানে মৃণ্ময়ী ও চিন্ময়ী কখন একাকার। কারণ হৃদয়ে আবেগ-ই সব। নাম তার উৎসব।

লেখক: বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক

দীর্ঘ বাম শাসনের অবসানেও 'যার খাই নুন' পরম্পরা

নিকুঞ্জ বিহারী ঘোড়াই

দীর্ঘ ৩৪ বছরের বাম শাসনে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রভৃতি প্রতিটি বিষয়ে রাজ্য পিছিয়ে পড়ে। বর্তমান শাসকের মতো শিক্ষা, স্বাস্থ্য সহ প্রতিটি দপ্তরে পাহাড়প্রমাণ রাষ্ট্রীয় আর্থিক দুর্নীতি এবং পরিবারতান্ত্রিক শাসন বাম আমলে না থাকলেও তারা পুরাতন ধ্যানধারণা 'আমরা শ্রমজীবি মানুষের পক্ষে ' নীতি আঁকড়ে থাকায় রাজ্যের উন্নয়ন ব্যাহত হয়।

মাতৃভাষার প্রতি 'অতিভক্তি ' দেখাতে গিয়ে শিক্ষার প্রাথমিক স্তরেই ইংরেজি শিক্ষা তুলে দেওয়া হয়। অথচ গ্রামবাংলায়, বিশেষ করে সংখ্যালঘু ও আদিবাসী এলাকায় অধিকাংশ শিশু প্রাথমিক স্তরেই পড়াশোনা ছেড়ে দেয়। সমীক্ষায় দেখা গেছে ওইসব শ্রেনির প্রায় আশি শতাংশেরও বেশি ছাত্রী প্রাথমিক স্তরেই স্কুলছুট হয়। ইংরেজির এ, বি, সি, ডি জ্ঞান না থাকায় ভিন রাজ্যে শ্রমিকের কাজে গিয়েও বাংলার ছেলেরা তখন সমস্যার সম্মুখীন হয়। এমনকি ওষুধপত্রের ইংরেজি নাম পড়তে না পারায় একপ্রকার জীবন বিপন্ন হয় তাঁদের। কয়েক প্রজন্ম ছাত্রসমাজ আধুনিক ইংরেজি শিক্ষা বঞ্চিত হন, কিন্তু শাসক দলের নেতা ও মন্ত্রীদের সন্তানেরা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে বা বিদেশে গিয়ে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করেন।

সারাদেশে যখন আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির প্রচলনে কৃষিবিপ্লব শুরু হয়েছে, তখন শ্রমিকের কাজ হারানোর অজুহাতে 'লাঙ্গল ' প্রথা ধরে রেখে কৃষির অগ্রগতি ব্যাহত করা হয়। একইভাবে সারাদেশে কম্পিউটার প্রচলন শুরু হলে এর প্রতিবাদে কর্মসংস্কৃতি ধ্বংস করে সরকারি মদতে রাজ্যে বারে বারে ধর্মঘট, অবরোধ হয়। রাজ্যে রাজ্যে বেসরকারি মেডিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং, নার্সিং, নবোদয় বিদ্যালয় প্রভৃতি চালু হলেও ক্ষ্মবেসরকারিকরণক্ষ্ম এর প্রতিবাদে এই রাজ্যে তা বাধাপ্রাপ্ত হয়। সম্পন্ন বাড়ির কিছু ছাত্র ছাত্রী অন্য রাজ্য থেকে ওইসব ডিগ্রি অর্জন করে প্রতিষ্ঠিত হন।

'জাতির মেরুদন্ড' শিক্ষকসমাজ এবং তথাকথিত 'বুদ্ধিজীবী'দের 'সুবিধাভোগী' করে এমনভাবে মগজ ধোলাই করা হয় যে, তাঁদের অধিকাংশই সরকারের প্রতিটি কাজকে অন্ধভাবে সমর্থন করতে থাকেন। তাঁদের 'নয়নের মনি 'হয়ে যায় বাম সরকার, যা তাঁরা স্বগর্বে ঘোষণাও করতেন। সরকারের 'নুন খাওয়া' সমাজের প্রতিষ্ঠিত শ্রেণীর এসব মানুষেরা নিজেদের কর্মক্ষেত্রের তুলনায় 'পার্টি অফিস'-এ বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে থাকেন।

সাধারণ শোষিত মানুষজন ক্রমশঃ জেগে উঠলে, হাওয়া বুঝে তথাকথিত মধুলোভী, সুবিধাভোগী 'বুদ্ধিজীবী'রা একে একে শিবির বদল করে বিরোধী শিবিরে আসতে শুরু করেন। সরকারবিরোধী আন্দোলন ক্রমশঃ জোরদার হয়ে দীর্ঘ বামশাসনের অবসান হয়।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, সরকার পরিবর্তন হলে, বাম সরকারের ভজনাকারী ও দীর্ঘদিনের সুবিধাভোগীরাও নুতন একনায়কতান্ত্রিক সরকারের ভজনা করে 'মানিয়ে' নেন এবং শিক্ষামন্ত্রী থেকে শুরু করে সকল স্তরে বিভিন্ন পদ অলংকৃত করতে থাকেন। তাঁরা নানাবিধ 'ভূষনে' সম্মানিত হয়ে সরকারি ভাতা ভোগ করতে শুরু করেন এবং যথারীতি সরকারের প্রতিটি দপ্তরের পাহাড়প্রমান দুর্নীতিতেও সরকার ভজনা করতে থাকেন বা 'মাস্টার মশাই কিছুই দেখেননি' হয়ে মুক ও বধির হয়ে থাকেন।

সাম্প্রতিক আর জি কর মেডিক্যালে মহিলা পড়ুয়া চিকিৎসকের নৃশংস অত্যাচার ও খুন শাসকদলের প্রত্যক্ষ মদতে হলেও শাসকের 'নুন খাওয়া' সাহিত্যিক, 'বুদ্ধিজীবী'রা; এমনকি মহিলা মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়করাও 'উলঙ্গ শাসক' এর হয়ে সাফাই দিচ্ছেন, এমনকি 'শিরদাঁড়াক্ষ্ম বন্ধক রেখে নির্লজ্জভাবে মিছিলও করছেন। যেখানে খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষও এই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার।

সংখ্যালঘু তোষণ, সংবাদমাধ্যম ও সকলস্তরে 'পাইয়ে দেওয়া' নীতিকে ভর করে, খেলা, মেলা, উৎসব ইত্যাদিতে ব্যস্ত রেখে, মানুষজনকে কর্মবিমুখ, 'ভাতাভোগী' ও পঙ্গু করে, তাঁদের 'শিরদাঁড়া' ভেঙে দিয়ে, শত দুর্নীতিকে চাপা দিয়ে এই পরিবারতান্ত্রিক 'একনায়ক' সরকার দীর্ঘস্থায়ী হতে চাইছে। আর জি কর কাণ্ডে সর্বস্তরের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদের মতো এই সরকার পরিবর্তনে দেশের মানুষজনকে উজ্জীবিত করার জন্য উপযুক্ত নেতৃত্বের প্রয়োজন এই সংকটকালে।

লেখক: প্রাক্তন আধিকারিক, শিক্ষক ও নিবন্ধকার

আনন্দকথা

(ঈশ্বরদর্শন কি মস্তিষ্কের ভুল? ''সংশয়াত্মা বিনশ্যতি'')
মণি ভাবিতেছেন যে, সে শিখা তো সত্যকার শিখা নয়। ঠাকুর অন্তর্যামী, বলিতেছেন, চৈতন্যকে চিন্তা করলে অচৈতন্য হয় না। শিবনাথ বলেছিল, ঈশ্বরকে একশোবার ভাবলে বেহেড হয়ে যায়। আমি তাকে বললাম, চৈতন্যকে চিন্তা করলে কি অচৈতন্য হয়?
মণি — আজ্ঞা, বুঝেছি। এ-তো অনিত্য কোন বিষয় চিন্তা করা নয়? — যিনি নিত্যচৈতন্যস্বরূপ তাঁতে মন লাগিয়ে দিলে মানুষ কেন অচৈতন হবে?
শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রসন্ন হইয়া) — এইটি তাঁর কৃপা — তাঁর কৃপা না হলে সন্দেহ ভঞ্জন হয় না।
''আত্মার সাক্ষাৎকার না হলে সন্দেহ ভঞ্জন হয় না?
''তাঁর কৃপা হলে আর ভয় নাই। বাপের হাত ধরে গেলেও বরং ছেলে পড়তে পারে? কিন্তু ছেলের হাত যদি বাপ ধরে, আর ভয় নাই। তিনি কৃপা করে যদি সন্দেহ ভঞ্জন করেন, আর দেখা দেন আর কষ্ট নাই। — তবে তাঁকে পাবার জন্য খুব ব্যাকুল হয়ে ডাকতে ডাকতে — সাধনা

(ক্রমশঃ)

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

ত্রাণের ত্রিপল নিয়ে এবার বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব!

বিধায়কের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়াচ্ছেন দলের নেতারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ত্রাণের ত্রিপল নিয়ে এবার বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যের আসার অভিযোগ। দলের বিধায়কের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিচ্ছেন খোদ দলের নেতা, কর্মীরাই।

ত্রাণের ত্রিপল দেওয়া নিয়ে এবার প্রবল গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব তৈরি হল বিজেপির অন্দরেই। খোদ বিজেপি বিধায়কের বিরুদ্ধে ত্রাণের ত্রিপল কুক্ষিগত করে রাখার অভিযোগ তুলে ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন বিজেপির নেতা কর্মীদের একাংশ। ত্রাণের ত্রিপল বিতরণ নিয়ে বিজেপি বিধায়কের এমন কীর্তিতে রীতিমতো ক্ষুব্ধ দুর্গত মানুষরা।

বিধায়ক হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার পর থেকেই বারেবারে কাঠগোড়ায় উঠেছে বাঁকুড়ার বিজেপি বিধায়ক নিলাদ্রীশেখর দানার ভূমিকা। এবার ত্রাণের ত্রিপল নিয়েও খোদ বিধায়কের ভূমিকা নিয়ে সরব হলেন বাঁকুড়া বিধানসভার মানুষ। বিধায়কের বিরুদ্ধে ক্ষোভের সুর চড়িয়েছেন বিজেপির নিচু থেকে উঁচু সবস্তরের নেতা কর্মীরাও। বিধায়কের বিরুদ্ধে অভিযোগ, গত সপ্তাহে লাগাতার বৃষ্টিতে বাঁকুড়া বিধানসভা এলাকায় বহু গ্রামে কাঁচা বাড়ি ভেঙে পড়েছে। ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে কয়েক হাজার বাড়ি। ক্ষতিগ্রস্থদের ত্রাণ হিসাবে দেওয়ার জন্য বিধায়ক সরকারি ভাবে ত্রিপল পেলেও, সেই ত্রিপল নিজের এলাকার দুর্গতদের না দিয়ে নিজের বাড়িতে জমিয়ে রেখেছেন বলে অভিযোগ।

আর এতেই ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে দুর্গত মানুষদের মধ্যে। ত্রাণ বিতরণের ক্ষেত্রে বিধায়কের এমন ভূমিকায় রীতিমতো ক্ষুব্ধ দলের বুথ সভাপতি থেকে জেলা নেতৃত্বের একাংশও। দলের নেতা কর্মীদেরই একাংশ এমন ক্ষোভ প্রকাশ করায় চূড়ান্ত অস্বস্তিতে বাঁকুড়ার বিধায়ক নিলাদ্রী শেখর দানা কোনোক্রমে সংবাদমাধ্যমকে এড়িয়ে গেছেন। বিজেপির জেলা সভাপতির সাফাই শাসক দলের বিধায়করা যেভাবে নিজেদের এলাকায় বিতরণের জন্য ত্রাণ পায় বিরোধী দলের বিধায়কদের তা দেওয়া হয় না।

ফলে বিরোধী বিধায়করা মন থেকে চাইলেও সকল দুর্গতকে ত্রাণ দিতে পারেন না। তৃণমূলও এই ঘটনার জন্য কাঠগোড়ায় তুলেছে খোদ বিধায়ককে। তৃণমূলের দাবি, নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে কোনও দিনই বাঁকুড়ার মানুষ বিধায়ককে পাশে পায়নি। এই ঘটনা তারই নমুনা। ঘরে বাইরে প্রবল চাপের মুখে পড়ে বাঁকুড়ার বিধায়ক কী করে ক্ষোভ সামাল দেন সেটাই এখন দেখার।

ঘাটালে বন্যা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: কিছু এলাকায় জল দাঁড়িয়ে থাকলেও ঘাটালে বন্যা পরিস্থিতি এখন অনেকটাই স্বাভাবিক। কয়েকটি ওয়ার্ড ছাড়া সমগ্র এলাকা জলমুক্ত। অস্থায়ীভাবে বিভিন্ন জায়গায় চলছে স্বাস্থ্য শিবির। বন্যার সময় মোট ১১২ জন গর্ভবতী মহিলাকে উদ্ধার করে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছিল। তাদের মধ্যে ২২ জন এখনো চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ৫৬ জন সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। বন্যার সময় সাপের কামড়ে জখম মোট ১৩০ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে ১ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হলেও বাকি সকলেই বিপদমুক্ত। বিভিন্ন এলাকায় বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগে চলছে ত্রাণ বিতরণ। বুধবার সাংসদ দেবের নির্দেশে ঘাটাল পুরসভার ৯, ১০, ১১ এবং ১২ নং ওয়ার্ডের প্রায় তিনশো বন্যা দুর্গতদের সাংসদ দীপক অধিকারীর নির্দেশে রান্না করা খাবার দেওয়া হয়। অবস্থা স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত ঘাটালের বিভিন্ন এলাকায় সংসদের পক্ষ থেকে বন্যা দুর্গতদের এভাবেই সহযোগিতা করা হবে বলে সাংসদ প্রতিনিধি রাম মান্না জানিয়েছেন।

বাস্তুতলা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
গ্রাম- বাস্তুতলা, পোঃ আকন্দবেড়িয়া, থানা- কালিগঞ্জ, জেলা-নদীয়া
রেজিঃ - 392 (N) তারিখ- 16/07/1965

নোটিশ তাং ১৪/০৯/২০২৪

এতদ্বারা এই সমিতির সমস্ত যোগ্য সদস্যদের জানানো যাচ্ছে যে সমিতির পরিচালক মন্ডলী নির্বাচনের উদ্দেশ্যে আগামী **২৩/১০/২০২৪** তারিখে **সকাল ১১টায়** সমিতির অফিস প্রাঙ্গনে বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। এই নির্বাচন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত বিস্তৃত বিষয় (ভোটার তালিকা সংশোধন, চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রস্তুত, মনোনয়ন পত্র জমা ইত্যাদি) সমিতির নোটিশ বোর্ডে টাঙানো থাকছে। সমিতির সদস্যদের উক্ত প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহনের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

স্বা- স্পেশাল অফিসার
বাস্তুতলা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

মির্জাপুর এস কে ইউ এস লিঃ
গ্রাম- মির্জাপুর, পোঃ-পাগলাচণ্ডী, থানা- কালিগঞ্জ, জেলা-নদীয়া
রেজিঃ -৩১৪ (এন), তারিখ- ২২/১০/১৯১৬

নোটিশ-৩ তাং ১৬/০৯/২০২৪

এতদ্বারা এই সমিতির সমস্ত যোগ্য সদস্যদের জানানো যাচ্ছে যে সমিতির পরিচালক মন্ডলী নির্বাচনের উদ্দেশ্যে আগামী **২৫/১০/২০২৪** তারিখে **সকাল ১১টায়** সমিতির অফিস প্রাঙ্গনে বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। এই নির্বাচন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত বিস্তৃত বিষয় (ভোটার তালিকা সংশোধন, চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রস্তুত, মনোনয়ন পত্র জমা ইত্যাদি) সমিতির নোটিশ বোর্ডে টাঙানো থাকছে। সমিতির সদস্যদের উক্ত প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহনের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

স্বা- স্পেশাল অফিসার
মির্জাপুর এস কে ইউ এস লিঃ

শিয়ালখেলা এস কে ইউ এস লিঃ
গ্রাম- শিয়ালখেলা, পোঃ- বড়চাঁদঘর, থানা- কালিগঞ্জ, জেলা-নদীয়া
রেজিঃ – ৯৮ এন, তারিখ- ২২/০৫/১৯৬১

নোটিশ তাং ২৫/০৯/২০২৪

এতদ্বারা এই সমিতির সমস্ত যোগ্য সদস্যদের জানানো যাচ্ছে যে সমিতির পরিচালক মন্ডলী নির্বাচনের উদ্দেশ্যে আগামী **২৯/১০/২০২৪** তারিখে **সকাল ১১টায়** সমিতির গোডাউন প্রাঙ্গনে বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। এই নির্বাচন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত বিস্তৃত বিষয় (ভোটার তালিকা সংশোধন, চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রস্তুত, মনোনয়ন পত্র জমা ইত্যাদি) সমিতির নোটিশ বোর্ডে টাঙানো থাকছে। সমিতির সদস্যদের উক্ত প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহনের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

স্বা- স্পেশাল অফিসার
শিয়ালখেলা এস কে ইউ এস লিঃ

অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড
AXIS FINANCE
(CIN : U65921MH1995PLC212675)
অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পান্ডুরঙ্গ বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই - ৪০০ ০২৫

ই-পাবলিক নিলাম-তথা-বিক্রয় নোটিশ

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্স মেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/গণ, জামিনদাতা/গণ এবং বন্ধকদাতা/গণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে নিম্নে বর্ণিত নির্ধারিত ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি, অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেডের অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত**, নির্ধারিত ঋণদাতা, **"যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে", "যেমন অবস্থায় আছে"** এবং **"কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত" ১৪ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে, ১,৪৯,৮১,৮৭১ টাকা (এক কোটি উনপঞ্চাশ লাখ একাশি হাজার আটশ একাত্তর টাকা) ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ অনুযায়ী,** (দাবি নোটিশ তারিখ ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২২ অনুযায়ী বকেয়া সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যুকৃত--৯৯,৩৯,৯২৪ টাকা (নিরানব্বই লাখ উনচল্লিশ হাজার নশো চব্বিশ টাকা) চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ সহ খেলাপি/জরিমানা সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ চূড়ান্ত আদায়/উশুল পর্যন্ত ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতাগণ-এর কাছ থেকে যেমন **(১) বিষ্ণুধাম এজেন্সিস প্রা. লি. (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা) (২) সত্য প্রকাশ শর্মা (সহ-ঋণগ্রহীতা) (৩) কাবেরি শর্মা (সহ-ঋণগ্রহীতা) (৪) জয়ন্ত মন্ডল (সহ-ঋণগ্রহীতা) (পরবর্তীতে একত্রে "ঋণগ্রহীতা" হিসেবে উল্লিখিত)** কাছ থেকে বকেয়া আদায়ের জন্য। সম্পদের বিবরণ, সংরক্ষিত মূল্য (আরপি), বায়না জমা (ইএমডি) এবং বিক্রয়ের বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে :

তপশিল -১

জামিনদত্ত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ দোকান ঘর নং ১এ, পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৫১৫.৬ বর্গফুট, কমবেশি, ২য়তলে, "ওম প্লাজা" নামে বহুতল ভবনে নির্মিত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ৫ কাঠা ১২ ছটাক ৩২ বর্গফুট কমবেশি , অবস্থিত মৌজা : কোন্নগর, এবং সিএস এবং আরএস দাগ নং ১২০৫ এবং ১২০৫/১৪৬৭, সিএস খতিয়ান নং ৮১৭, আরএস খতিয়ান নং ৮২৪/১, এলআর দাগ নং ১৬১৫ এবং ১৬১৬, এলআর খতিয়ান নং ১৩৪২৯, জেএল নং ৭, এবং পুরসভা হোল্ডিং নং ১৫৪, ইন্দিরা গান্ধি রোড,ওয়ার্ড নং ৯, কোন্নগর পুরসভা অধীন, থানা : উত্তরপাড়া, জেলা : হুগলি। সম্পত্তির চৌহদ্দি : পূর্বে :সম্পত্তি সিএস দাগ নং ১২২২, পশ্চিমে :সম্পত্তি সিএস দাগ নং ১২০৫, উত্তরে :সম্পত্তি সিএস দাগ নং ১২০৫, দক্ষিণে : মোবাইল স্টোরের সম্পত্তি। সম্পত্তি রেজিস্ট্রিক্ অফিস এডিএসআর উত্তরপাড়া এবং নথিভুক্ত নং ১, ভল্যুম নং ০৬২১-২০১৭, পৃষ্ঠা ১০৪৮৯৮ থেকে ১০৪৯২১, দলিল নং ০৬২১০৩৮৮৬-২০১৭ সালের, হস্তান্তরিত রেজিস্ট্রিকৃত দলিল তারিখ ১৪.১২.২০১৭।

তপশিল -২
ই-নিলামের বিস্তারিত

সম্পত্তির/সমূহের বিবরণ	তপশিল -১ অনুযায়ী
ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	১৬.১০.২০২৪ **সময় :** বেলা ১১ টা থেকে বেলা ১২ টা, প্রতিটির ক্ষেত্রে ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে
টেন্ডার দাখিলের তারিখ এবং সময়	তারিখ ১৪.১০.২০২৪ বিকেল ৪টার মধ্যে

সংরক্ষিত মূল্য : ১,০২,২৮,২৭৫ (এক কোটি দুই লাখ আঠাশ হাজার দুই শত পঁচাত্তর টাকা) টাকা।
* সংশ্লিষ্ট কমমূল্যে ফ্ল্যাট/সম্পত্তি সমূহ/ বিক্রি করা হবে না

বায়না জমা (সংরক্ষিত মূল্যের ১০ শতাংশ) : ১০,২২,৮২৭ টাকা (দশ লাখ বাইশ হাজার আটশো সাতাশ টাকা)

টেন্ডার বর্ধিত করণ পরিমাণ : ১,০০,০০০ টাকা (এক লাখ টাকা)।

যোগাযোগের ব্যক্তির বিস্তারিত এবং মোবাইল নং : শ্রী স্বপ্নেল তিওয়ারি : ৯৮২০০৬৩২০৮, শ্রী সার্থক শর্মা : ৯৮১০১৬৩৩১২

বিক্রয়ের নিময় এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে দেখুন ওয়েবসাইট লিঙ্ক : **https://sarfaesi.auctiontiger.net/EPROC/** এবং **www.axisfinance.in**

সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬)/ রুল ৯(১) অধীনে ১৫ দিনের বিধিবদ্ধ বিক্রয় নোটিশ

এই নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) অধীনে নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে ঋণগ্রহীতাগণ, জামিনদাতাগণ এবং বন্ধকদাতাগণকেক উক্ত ঋণ বিষয়ে এবং উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম বিক্রয় অনুষ্ঠিত হওয়া সম্পর্কে।

তারিখ : ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : নিউ দিল্লি — অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড

পাঞ্জাব নৈশনল বৈঁক pnb **punjab national bank** (Govt of India Undertaking)
হেড অফিস : প্লট নং ৪, সেক্টর - ১০, দ্বারকা, নিউ দিল্লি - ১১০০৭৫
সস্ত্র ডিভিশন, সার্কেল অফিস : কলকাতা পশ্চিম, ১১, হেমন্ত বসু সরণি, ৫ম তল, কলকাতা - ৭০০ ০০১ ইমেল : cs4479@pnb.co.in
প্রাক বিক্রয় নোটিশ

REF: SASTRA/KOL(W)/SALE NOTICE/ / 2024-25 — তারিখ : ২০.০৯.২০২৪

শ্রীমতি প্রিংকা গুপ্তা পিতা প্রয়াত সুব্রত দত্ত, ৩৫/১, রং বেরং এনক্লেভ, মন্ডলপাড়া লেন, বরানগর, ২৪ পরগনা (উত্তর), কলকাতা - ৭০০০৯০	**শতাব্দী দত্ত** পিতা প্রয়াত সুব্রত দত্ত, ৩৫/১, রং বেরং এনক্লেভস ফ্ল্যাট ৪৫এ, ৫ম তল, মন্ডলপাড়া লেন, বরানগর (এম), পো. এবং থানা - বরানগর, ২৪ পরগনা (উত্তর), কলকাতা - ৭০০০৯০
শ্রীমতি প্রিংকা গুপ্তা পিতা প্রয়াত সুব্রত দত্ত, ২য় তল, ফ্ল্যাট নং ১এ, প্রেমিসেস নং এফ/১৪, বিবেকানন্দ পার্ক, চণ্ডীতলা, অম্বিকা মুখার্জি রোড, পো. ঘোলা, থানা - খড়দা, পানিহাটি পুরসভা, ২৪ পরগনা (উত্তর), পিন - ৭০০১১৩	**শতাব্দী দত্ত** পিতা প্রয়াত সুব্রত দত্ত, ২য় তল, ফ্ল্যাট নং ১এ, প্রেমিসেস নং এফ/১৪, বিবেকানন্দ পার্ক, চণ্ডীতলা, অম্বিকা মুখার্জি রোড, পো. ঘোলা, থানা - খড়দা, পানিহাটি পুরসভা, ২৪ পরগনা (উত্তর), পিন - ৭০০১১৩

মহাশয়/মহাশয়া

২০০২ সালের (সারফেসি আইন ২০০২) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য নোটিশ, অ্যাকাউন্ট নং - ১৪২৬০০এনসি০৯৫০১৫৫৭ সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রীমতি প্রিংকা গুপ্তা এবং শতাব্দী দত্ত শাখা অফিস : কলকাতা পার্ক সার্কাস শাখা থেকে নেওয়া হয়েছে।

এটি ১৫.০১.২০২৪ তারিখে সারফেসি আইন ২০০২ এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে ব্যাঙ্কের দ্বারা জারি করা ৬০ দিনের ডিমান্ড নোটিশের উল্লেখ রয়েছে। নোটিশ এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা(গণ)/এবং জামিনদাতা (গণ)/দায়বদ্ধদের দেওয়া হল যা নীচে উল্লেখ করা হয়েছে স্থাবর সম্পত্তি/গুলি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয় এবং সুরক্ষিত পাওনাদারের অনুমোদিত কর্মকর্তা ১৯.০৩.২০২৪ তারিখে সারফেসি আইন ২০০২ এর ধারা ১৩(৪) এর অধীনে দখল (প্রতীকী) গ্রহণ করেছেন এবং এর জন্য সংবিধিবদ্ধ বিধানগুলি মেনে চলেন একই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে সুরক্ষিত পাওনাদারের পক্ষে যে জামিন সুদ সে বিষয়ে নীচের হিসাবে বিস্তারিত সুরক্ষিত সম্পদ ই-নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে', 'যেমন অবস্থায় আছে' ১৩.১১.২০২৪ তারিখে (বিক্রয় তারিখ) সকাল ১১.৩০টা দুপুর ৩.৩০টা পর্যন্ত (বিক্রয় সময়) পুনরুদ্ধারের জন্য ১৪,০২,৭৫৪.৫১ টাকা ১৩(২) ধারা অধীনে ০১.১০.২০২৩ থেকে চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ সহ সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত নোটিশে উল্লিখিত হিসাবে শ্রীমতি প্রিংকা গুপ্তা এবং শতাব্দী দত্ত (ঋণগ্রহীতার নাম) কাছ থেকে আদায়ের জন্য। সংরক্ষিত মূল্য ১৭.০৮ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং বায়না অর্থ জমা হবে ১.৭১ লক্ষ টাকা এবং ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৩.১১.২০২৪ বিকাল দুপুর ৩টার মধ্যে।

উপরে উল্লিখিত আইনের অধীনে অনুমোদিত আধিকারিক আবারও আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা অধীনে, **নীচে নির্ধারিত সুরক্ষিত সম্পদের (গুলি) ক্ষেত্রে পুনরুদ্ধারের বিষয়ে, ব্যাঙ্ক থেকে প্রাপ্ত আর্থিক সুবিধার বিপরীতে এই নোটিশের ৩০ দিনের মধ্যে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই নোটিশের পরিষেবার তারিখ থেকে ৩০ দিনের মেয়াদ শেষ হলে সুরক্ষিত পাওনাদার সারফেসি আইন ২০০২ এবং সম্মতিতে নিম্নবর্ণিত সুরক্ষিত সম্পদের জন্য বিধি ৯(১) নিরাপত্তা সুদ (এনফোর্সমেন্ট) বিধিমালা ২০০২ এর অধীনে বিক্রয়ের জন্য সাধারণ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে।**

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	দায়বদ্ধতা, যদি কিছু থাকে
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট পরিমাণ ৮০০ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া দোতলায় নং ১এ, ৩ বেড রুম, ১ ডাইনিং, ১ টয়লেট, ১ কিচেন, ১ বারান্দা উক্ত ভবনে এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সকলের ব্যবহারের সুবিধা সমন্বিত এলাকায় ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত, এলআর দাগ নং ১৭০০, এলআর খতিয়ান নং ৫০২, তৌজি নং ১৫৫, জেএল নং ১৫, আরএস নং ১০১, মৌজা : নাটাগড়, অবস্থিত পুর প্রেমিসেস নং এফ/১৪, বিবেকানন্দ পার্ক চণ্ডীতলা, থানা : খড়দহ, ওয়ার্ড নং ৩৪, পানিহাটি পুরসভা অধীন, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, এডিএসআর বারাকপুর অধিক্ষেত্রে, কলকাতা : ৭০০১১৩, উল্লেখ্য দলিল নং ১-১৯০৩০১৯৭৩/২০২৩।	নেই

তারিখ : ২০.০৯.২০২৪ — অনুমোদিত আধিকারিক
স্থান : কলকাতা — পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

পাঞ্জাব নৈশনল বৈঁক pnb **punjab national bank** (Govt of India Undertaking)
হেড অফিস : প্লট নং ৪, সেক্টর - ১০, দ্বারকা, নিউ দিল্লি - ১১০০৭৫
সস্ত্র ডিভিশন, সার্কেল অফিস : কলকাতা পশ্চিম, ১১, হেমন্ত বসু সরণি, ৫ম তল, কলকাতা - ৭০০ ০০১ ইমেল : cs4479@pnb.co.in
প্রাক বিক্রয় নোটিশ

REF: SASTRA/KOL(W)/SALE NOTICE/ / 2024-25 — তারিখ : ২০.০৯.২০২৪

মেসার্স সুধীর ইলেক্ট্রিক্যালস, স্বত্বা - শ্রী সুধীর ট্যান্ডন ৩৬, এজরা স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০১	**শ্রী সুধীর ট্যান্ডন** পিতা প্রয়াত ওংকার নাথ ট্যান্ডন, ৬৩৭, দক্ষিণদারি রোড, ব্রিজধাম হাউজিং কমপ্লেক্স, বিল্ডিং নং - ১৬সি, ফ্ল্যাট নং ৩সি, ৪র্থ তল, ওয়ার্ড - ৩৪, থানা - লেক টাউন, পো. শ্রীভূমি, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০০৪৮, পশ্চিমবঙ্গ
শ্রীমতি বন্দনা ট্যান্ডন স্বামী শ্রী সুধীর ট্যান্ডন, ৬৩৭, দক্ষিণদারি রোড, ব্রিজধাম হাউজিং কমপ্লেক্স, বিল্ডিং নং - ১৬সি, ফ্ল্যাট নং ৩সি, ৪র্থ তল, ওয়ার্ড - ৩৪, থানা - লেক টাউন, পো. শ্রীভূমি, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০০৪৮, পশ্চিমবঙ্গ	

মহাশয়/মহাশয়া

২০০২ সালের (সারফেসি আইন ২০০২) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য নোটিশ, অ্যাকাউন্ট নং - ১৯৬২০০৮৭০০০০০২৫৬ সুবিধাপ্রাপ্ত মেসার্স সুধীর ইলেক্ট্রিক্যালস শাখা অফিস : এম জি রোড শাখা থেকে নেওয়া হয়েছে।

এটি ২১.০৩.২০২৪ তারিখে সারফেসি আইন ২০০২ এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে ব্যাঙ্কের দ্বারা জারি করা ৬০ দিনের ডিমান্ড নোটিশের উল্লেখ রয়েছে। নোটিশ এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা(গণ)/এবং জামিনদাতা (গণ)/দায়বদ্ধদের দেওয়া হল যা নীচে উল্লেখ করা হয়েছে স্থাবর সম্পত্তি/গুলি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয় এবং সুরক্ষিত পাওনাদারের অনুমোদিত কর্মকর্তা ১৫.০৬.২০২৪ তারিখে সারফেসি আইন ২০০২ এর ধারা ১৩(৪) এর অধীনে দখল (প্রতীকী) গ্রহণ করেছেন এবং এর জন্য সংবিধিবদ্ধ বিধানগুলি মেনে চলেন একই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে সুরক্ষিত পাওনাদারের পক্ষে যে জামিন সুদ সে বিষয়ে নীচের হিসাবে বিস্তারিত সুরক্ষিত সম্পদ ই-নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে', 'যেমন অবস্থায় আছে' ১৩.১১.২০২৪ তারিখে (বিক্রয় তারিখ) সকাল ১১.৩০টা দুপুর ৩.৩০টা পর্যন্ত (বিক্রয় সময়) টাকা পুনরুদ্ধারের জন্য ৫৪,৩৪,৮৫৭.৯২ টাকা ২১.০৩.২০২৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত [(পরিমাণ ১৩(২) নোটিশে উল্লিখিত হিসাবে মেসার্স সুধীর ইলেক্ট্রিক্যালস (স্বত্বা - শ্রী সুধীর ট্যান্ডন এবং শ্রীমতি বন্দনা ট্যান্ডন জামিনদাতা) কাছ থেকে আদায়ের জন্য। সংরক্ষিত মূল্য ৫০.৫৭ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং বায়না অর্থ জমা হবে ৫.০৬ লক্ষ টাকা এবং ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৩.১১.২০২৪ বিকাল দুপুর ৩টার মধ্যে।

উপরে উল্লিখিত আইনের অধীনে অনুমোদিত আধিকারিক আবারও আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা অধীনে, **নীচে নির্ধারিত সুরক্ষিত সম্পদের (গুলি) ক্ষেত্রে পুনরুদ্ধারের বিষয়ে, ব্যাঙ্ক থেকে প্রাপ্ত আর্থিক সুবিধার বিপরীতে এই নোটিশের ৩০ দিনের মধ্যে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই নোটিশের পরিষেবার তারিখ থেকে ৩০ দিনের মেয়াদ শেষ হলে সুরক্ষিত পাওনাদার সারফেসি আইন ২০০২ এবং সম্মতিতে নিম্নবর্ণিত সুরক্ষিত সম্পদের জন্য বিধি ৯(১) নিরাপত্তা সুদ (এনফোর্সমেন্ট) বিধিমালা ২০০২ এর অধীনে বিক্রয়ের জন্য সাধারণ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে।**

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	দায়বদ্ধতা, যদি কিছু থাকে
সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৩সি, চতুর্থতলে, পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১১৪১ বর্গফুট কমবেশি, সংশ্লিষ্ট সকলের ব্যবহারের জায়া সহ, তিন বেড রুম, এক ডাইনিং তথা লিভিং রুম, বাথ তথা জলের সুবিধা, কিচেন সহ প্রেমিসেস নং ১৬সি, "ব্রিজধাম হাউসিং কমপ্লেক্স" বিভাজিত অংশ দাগ নং ২৩২, খতিয়ান নং ৬১৪, জে এল নং ২৮, আরএস নং ২(জিডিআই) বিভাগ ২ সাব বিভাগ -২, তৌজি নং ১২৯৮/২৮৩৩, মৌজা কাঁকুড়ি, কালেক্টরেট হোল্ডিং নং ৬৩৭, দক্ষিণ দমদম পুরসভা অধিক্ষেত্রে, থানা : লেক টাউন, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা।	নেই

তারিখ : ২০.০৯.২০২৪ — অনুমোদিত আধিকারিক
স্থান : কলকাতা — পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

পাঞ্জাব নৈশনল বৈঁক pnb **punjab national bank** (Govt of India Undertaking)
হেড অফিস : প্লট নং ৪, সেক্টর - ১০, দ্বারকা, নিউ দিল্লি - ১১০০৭৫
সস্ত্র ডিভিশন, সার্কেল অফিস : কলকাতা পশ্চিম, ১১, হেমন্ত বসু সরণি, ৫ম তল, কলকাতা - ৭০০ ০০১ ইমেল : cs4479@pnb.co.in
প্রাক বিক্রয় নোটিশ

REF: SASTRA/KOL(W)/SALE NOTICE/ / 2024-25 — তারিখ : ২০.০৯.২০২৪

মেসার্স দত্ত অরনামেন্টস, স্বত্বা - সঞ্জীব দত্ত পিতা লখীনারায়ণ দত্ত, গ্রাম - উত্তর শানপুর, বেহেরা পাড়া, বিরাজ ময় রোড, দাসনগর, হাওড়া - ৭১১১০৫	**মেসার্স দত্ত অরনামেন্টস, স্বত্বা - সঞ্জীব দত্ত** পিতা লখীনারায়ণ দত্ত, ফার্স্ট বাই লেন, কাশীপুর, দাসনগর, হাওড়া - ৭১১১০৫
শ্রীমতি চন্দ্রানী দত্ত মুখার্জি স্বামী সঞ্জীব দত্ত, ২০/২এ, তারকা সিদ্ধান্ত লেন, পো. এবং থানা - বালি, হাওড়া - ৭১১২০১	

মহাশয়/মহাশয়া

২০০২ সালের (সারফেসি আইন ২০০২) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য নোটিশ, অ্যাকাউন্ট নং - ০০৬৮২১০০০০৭৭২ সুবিধাপ্রাপ্ত মেসার্স দত্ত অর্নামেন্টস স্বত্বাধিকারী - সঞ্জীব দত্ত শাখা অফিস থেকে কলকাতা ওভারসিজ ব্যাঙ্ক থেকে নেওয়া হয়েছে।

এটি ০১.০১.২০২২ তারিখে সারফেসি আইন ২০০২ এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে ব্যাঙ্কের দ্বারা জারি করা ৬০ দিনের ডিমান্ড নোটিশের উল্লেখ রয়েছে। নোটিশ এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা(গণ)/এবং জামিনদাতা (গণ)/দায়বদ্ধদের দেওয়া হল যা নীচে উল্লেখ করা হয়েছে স্থাবর সম্পত্তি/গুলি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয় এবং সুরক্ষিত পাওনাদারের অনুমোদিত কর্মকর্তা ২৫.০৫.২০২২ তারিখে সারফেসি আইন ২০০২ এর ধারা ১৩(৪) এর অধীনে দখল (প্রতীকী) গ্রহণ করেছেন এবং এর জন্য সংবিধিবদ্ধ বিধানগুলি মেনে চলেন একই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে সুরক্ষিত পাওনাদারের পক্ষে যে জামিন সুদ সে বিষয়ে নীচের হিসাবে বিস্তারিত সুরক্ষিত সম্পদ ই-নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে', 'যেমন অবস্থায় আছে' ১৩.১১.২৪ তারিখে (বিক্রয় তারিখ) সকাল ১১.৩০টা দুপুর ৩.৩০টা পর্যন্ত (বিক্রয় সময়) পুনরুদ্ধারের জন্য ১৩,৩০,৩৮৯.৫০ টাকা [(পরিমাণ ১৩(২) নোটিশে উল্লিখিত হিসাবে শ্রী সঞ্জীব দত্ত (ঋণগ্রহীতা) এবং শ্রীমতি চন্দ্রাণী দত্ত মুখার্জি (জামিনদাতা) এর কাছ থেকে আদায়ের জন্য। সংরক্ষিত মূল্য ১৩.৬১ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং বায়না অর্থ জমা হবে ১.৩৬ লক্ষ টাকা এবং ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৩.১১.২০২৪ বিকাল দুপুর ৩টার মধ্যে।

উপরে উল্লিখিত আইনের অধীনে অনুমোদিত আধিকারিক আবারও আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা অধীনে, **নীচে নির্ধারিত সুরক্ষিত সম্পদের (গুলি) ক্ষেত্রে পুনরুদ্ধারের বিষয়ে, ব্যাঙ্ক থেকে প্রাপ্ত আর্থিক সুবিধার বিপরীতে এই নোটিশের ৩০ দিনের মধ্যে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই নোটিশের পরিষেবার তারিখ থেকে ৩০ দিনের মেয়াদ শেষ হলে সুরক্ষিত পাওনাদার সারফেসি আইন ২০০২ এবং সম্মতিতে নিম্নবর্ণিত সুরক্ষিত সম্পদের জন্য বিধি ৯(১) নিরাপত্তা সুদ (এনফোর্সমেন্ট) বিধিমালা ২০০২ এর অধীনে বিক্রয়ের জন্য সাধারণ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে।**

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	দায়বদ্ধতা, যদি কিছু থাকে
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ১ কাঠা ৭ ছটাক, ১৮ বর্গফুট এবং তদস্থিত নির্মাণ ৭০০ বর্গফুট, সিমেন্টের একতলা, প্রেমিসেস নং ২০/২এ, তারক সিদ্ধান্ত লেন, থানা : বালি, বালি, হাওড়া, দাগ নং ১৫২৬৯, খতিয়ান নং ২৪৬৪, আরএস নং ১৭৬৯, জেএল নং ১৪, মৌজা : বালি, ওয়ার্ড নং ৬, হাওড়া পৌর সংস্থা অধীন, (পূর্বতন বার পৌর সংস্থা) এক তলা বসবাসের ভবন, ১ কিচেন এবং বারান্দা, ১ কমন বাথরুম, ২ বেড রুম এবং ঢাকা গ্যারাজ ৫০ বর্গফুটের অন্যান্য সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত(টু উইকলার), পিন ৭১১২০১, দান দলিল নং ০৩২৬৪-২০১৭ সালের, শ্রীমতি চন্দ্রানী দত্ত মুখার্জির নামে রেজিস্ট্রিকৃত এ আর এ -১, কলকাতা সমীপে।	নেই

তারিখ : ২০.০৯.২০২৪ — অনুমোদিত আধিকারিক
স্থান : কলকাতা — পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

AXIS BANK — **অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.** এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ১ শেক্সপীয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০০৭১ — **দখল বিজ্ঞপ্তি** (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

(২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮(১) সহিত পঠিত পরিশিষ্ট IV অনুযায়ী)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস রুল ৩ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে উক্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে চুক্তির হার অনুযায়ী সুদ, জরিমান সুদ, চার্জ, শুল্ক ইত্যাদি সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির নিম্নোক্ত তারিখ অনুযায়ী নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন উক্ত জামিনদত্ত সম্পক্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে এবং কোনরূপ লেনদেন অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর নিকট বকেয়া, পরবর্তী সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক ইত্যাদি দাবি নোটিশের তারিখ থেকে আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় দিয়ে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	ক. নোটিশের তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ. দাবি নোটিশের তারিখ গ. প্রতীকী দখলের তারিখ	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত
১. মেসার্স ডায়নামিক ফ্যাশন, গ্রাম, পো এবং থানা : ডায়মন্ড হারবার (নিউ টাউন) দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩৩১। **২. শ্রী মহম্মদ খাতিব শাইক (স্বত্বাধিকারী)** পিতা প্রয়াত আরাদ আলি শাইক, নিউ টাউন, সি-১ গলির বিপরীতে, ডায়মন্ড হারবার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিনকোড : ৭৪৩৩৩১।	**ক) ৯,৭৮,৭৯১ টাকা** লোন এ/সি নং ৯১৯০৩০০৮৪০৪৭৫০৬, ২৯.০৯.২০২৩ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ৩১.০৭.২০২৩ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ) **খ) ২৯.০৯.২০২৩ গ) ২৪.০৯.২০২৪**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ০.০২০০ একর, অবস্থিত মৌজা : হরিংডাঙ্গা, জেএল নং ৯৭, পো এবং থানা : ডায়মন্ড হারবার, খতিয়ান নং ৮৭৪ (এলআর), খতিয়ান নং ৪৪ (আরএস), প্লট নং ৭০২, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এবং যে জমিস্থিত ভবন নির্মিত জমি, গ্রাম : নিউ টাউন, ডায়মন্ড হারবার পুরসভার ওয়ার্ড নং ১৫।

তারিখ : ২৬.০৯.২০২৪, স্থান : কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.

পাঞ্জাব নৈশনল বৈঁক pnb **punjab national bank** (Govt of India Undertaking)
হেড অফিস : প্লট নং ৪, সেক্টর - ১০, দ্বারকা, নিউ দিল্লি - ১১০০৭৫
সস্ত্র ডিভিশন, সার্কেল অফিস : কলকাতা পশ্চিম, ১১, হেমন্ত বসু সরণি, ৫ম তল, কলকাতা - ৭০০ ০০১ ইমেল : cs4479@pnb.co.in
প্রাক বিক্রয় নোটিশ

REF: SASTRA/KOL(W)/SALE NOTICE/ / 2024-25 — তারিখ : ২০.০৯.২০২৪

মেসার্স সুরমা এন্টারপ্রাইজ স্বত্বাধিকারী - শ্রীমতি শুক্লা বর্মন ৬৭/৪০, স্ট্র্যান্ড রোড, ক্রস রোড নং ১১, ২য় তল, কলকাতা - ৭০০০০৬	**মেসার্স সুরমা এন্টারপ্রাইজ স্বত্বাধিকারী - শ্রীমতি শুক্লা বর্মন** গ্রাম - বোধমস্তি, পো- ছারিছা বাজার, জেলা - বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৩১১২৭	**শ্রীমতি শুক্লা বর্মন স্বত্বাধিকারী - মেসার্স সুরমা এন্টারপ্রাইজ** ফ্ল্যাট নং সি-৬, দেব টাওয়ার, ৩য় তল, ৩২০ এমজি রোড, পো- আরসি ঠাকুরানি থানা - হরিদেবপুর, কলকাতা - ৭০০১০৪
মেসার্স সুরমা এন্টারপ্রাইজ স্বত্বাধিকারী - শ্রীমতি শুক্লা বর্মন ১৩/১, জিটি রোড, শেওরাফুলি, পিন - ৭১২২২৩, হুগলি	**শ্রীমতি স্বাতী ঘোষ স্বামী শ্রী প্রদীপ কুমার ঘোষ** ৯বি, শরৎ ঘোষ গার্ডেন রোড, "অপরাজিতা অ্যাপার্টমেন্ট" থানা - কসবা, কলকাতা - ৭০০০৩১	**শ্রী রোমিত ঘোষ পিতা শ্রী প্রদীপ কুমার ঘোষ** ৯বি, শরৎ ঘোষ গার্ডেন রোড, "অপরাজিতা অ্যাপার্টমেন্ট" থানা - কসবা, কলকাতা - ৭০০০৩১
শ্রীমতি স্বাতী ঘোষ, স্বামী শ্রী প্রদীপ কুমার ঘোষ ৭ শরৎ ঘোষ গার্ডেন রোড, থানা - কসবা, কলকাতা - ৭০০০৩১		

মহাশয়/মহাশয়া

২০০২ সালের (সারফেসি আইন ২০০২) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য নোটিশ, অ্যাকাউন্ট নং - ০১০০০০৮৭০১১২৭৭৯১, ০১০০০০ইজি০০০০০০৬৯, ০১০০০০আইবি০০১৬৮৬৭৪, ০১০০০০আইএল০০০০০১০১, ০১০০০০আরএফ০০০০০০১৪ (মেসার্স সুরমা এন্টারপ্রাইজ (স্বত্বাধিকারী - শ্রীমতি শুক্লা বর্মন) শাখা অফিস : পিএনবি, পার্ক সার্কাস শাখা

এটি ১৯.১০.২০২২ তারিখে সারফেসি আইন ২০০২ এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে ব্যাঙ্কের দ্বারা জারি করা ৬০ দিনের ডিমান্ড নোটিশের উল্লেখ রয়েছে। নোটিশ এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা(গণ)/এবং জামিনদাতা (গণ)/দায়বদ্ধদের দেওয়া হল যা নীচে উল্লেখ করা হয়েছে স্থাবর সম্পত্তি/গুলি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয় এবং সুরক্ষিত পাওনাদারের অনুমোদিত কর্মকর্তা ১৪.০২.২০২৩ তারিখে সারফেসি আইন ২০০২ এর ধারা ১৩(৪) এর অধীনে দখল (প্রতীকী) গ্রহণ করেছেন এবং এর জন্য সংবিধিবদ্ধ বিধানগুলি মেনে চলেন একই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে সুরক্ষিত পাওনাদারের পক্ষে যে জামিন সুদ সে বিষয়ে নীচের হিসাবে বিস্তারিত সুরক্ষিত সম্পদ ই-নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে', 'যেমন অবস্থায় আছে' ১৩.১১.২০২৪ তারিখে (বিক্রয় তারিখ) সকাল ১১.৩০টা দুপুর ৩.৩০টা পর্যন্ত (বিক্রয় সময়) পুনরুদ্ধারের জন্য ৯৯,১৭,৯৫৮.৯৯ টাকা পরবর্তী সুদ সহ সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশে উল্লিখিত হিসাবে মেসার্স সুরমা এন্টারপ্রাইজ (স্বত্বাধিকারী : শ্রীমতি শুক্লা বর্মন-ঋণগ্রহীতা, শ্রীমতি স্বাতী ঘোষ এবং শ্রী রোমিত ঘোষ - জামিনদাতা) কাছ থেকে আদায়ের জন্য। সংরক্ষিত মূল্য ৩৭.৮৪ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং বায়না অর্থ জমা হবে ৩.৭৯ লক্ষ টাকা এবং ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৩.১১.২০২৪ বিকাল দুপুর ৩টার মধ্যে।

উপরে উল্লিখিত আইনের অধীনে অনুমোদিত আধিকারিক আবারও আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা অধীনে, **নীচে নির্ধারিত সুরক্ষিত সম্পদের (গুলি) ক্ষেত্রে পুনরুদ্ধারের বিষয়ে, ব্যাঙ্ক থেকে প্রাপ্ত আর্থিক সুবিধার বিপরীতে এই নোটিশের ৩০ দিনের মধ্যে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই নোটিশের পরিষেবার তারিখ থেকে ৩০ দিনের মেয়াদ শেষ হলে সুরক্ষিত পাওনাদার সারফেসি আইন ২০০২ এবং সম্মতিতে নিম্নবর্ণিত সুরক্ষিত সম্পদের জন্য বিধি ৯(১) নিরাপত্তা সুদ (এনফোর্সমেন্ট) বিধিমালা ২০০২ এর অধীনে বিক্রয়ের জন্য সাধারণ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে।**

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	দায়বদ্ধতা, যদি কিছু থাকে
সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত বসবাসের ফ্ল্যাট নং বি৭, ব্লক বি, ৫ম তলে, 'অপরাজিতা গার্ডেন' পরিমাণ আনুমানিক ৯৭৫ বর্গফুট অবস্থিত ৯বি, শরৎ ঘোষ গার্ডেন রোড, কলকাতা : ৭০০০৩১, দলিল নং ১-০৩০১৩-২০১০ সালের, সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীর নাম ১) শ্রীমতি স্বাতী ঘোষ এবং ২) শ্রী রোমিত ঘোষ।	নেই

তারিখ : ২০.০৯.২০২৪ — অনুমোদিত আধিকারিক
স্থান : কলকাতা — পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

SBI — **স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি শাখা (০৫১৭১), কলকাতা**
১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১, মিডলটন স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০৭১ শাখার ই-মেল আইডি- sbi.05171@sbi.co.in
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) [রুল-৮(১)]

A/c No. 31068447825 (CC), 39395091943 (GECL), 3960537395 (FITL) এবং 40241440596

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, কলকাতা, অফিস জীবনদীপ বিল্ডিং, ১, মিডলটন স্ট্রিট, ১২তম তল, কলকাতা - ৭০০০৭১ অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের (২০০২ এর অ্যাক্ট ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **২৬.০৬.২০২৪** তারিখে ঋণগ্রহীতা - **মেসার্স বিনোদিনী প্রিন্ট অ্যান্ড পাবলিশার্স স্বত্বাধিকারী - শ্রী বিদ্যুৎ কান্তি রায় পিতা বিনয় কান্তি রায়, ঠিকানা** - ৮/১/১, গুরুদাস দত্ত গার্ডেন লেন, কলকাতা - ৭০০০৬৭ **এবং জামিনদাতা - শ্রীমতি পুতুল রায়, স্বামী বিনয় কান্তি রায় ঠিকানা** - ৯৮বি, ধনদেবী খান্না রোড, কলকাতা - ৭০০০৬৪ কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২৮,১৫,২৬৭.০০ টাকা (আঠাশ লাখ পনের হাজার দুশো সাতষট্টি টাকা) ২৬.০৬.২০২৪ অনুযায়ী** একত্রে পরবর্তী সুদ সহ ২৭.০৬.২০২৪ থেকে কার্যকর মতে তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **২১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,** নিকট বকেয়া পরিমাণ **২৮,১৫,২৬৭.০০ টাকা (আঠাশ লাখ পনের হাজার দুশো সাতষট্টি টাকা) ২৬.০৬.২০২৪ অনুযায়ী** একত্রে পরবর্তী সুদ সহ ২৭.০৬.২০২৪ থেকে কার্যকর মতে তাৎক্ষণিক ব্যয়, মুল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্বত্ব দলিল মারফত দাখিলকৃত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
দায়বদ্ধতার ধরন : সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত

সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীর নাম শ্রীমতি পুতুল রায়, স্বামী প্রয়াত বিনয় রায়, উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ২৪০-১৯৭৪ সালের এবং রেজিস্ট্রিকৃত বিভাজিত দলিল নং : ১-১৫০৩৮-১৯৮৬ সালের (বুক নং ১, ভল্যুম নং ২৯৯, পৃষ্ঠা ৯৯ থেকে ১০৭)এডিএসআর আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ এরিয়া আনুমানিক ২ কাঠা ৬ ছটাক ১১.৫ বর্গফুট এবং তদস্থিত বসবাসের আরসিসি ভবন৯৮বি, ধনদেবী খান্না রোড, ওয়ার্ড নং ৩০, কে এমসি অধীন, থানা : ফুল বাগান, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, এডিএসআর আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
সম্পত্তির চৌহদ্দি (দলিল নং ১৫০৩৮-১৯৮৬ অনুযায়ী) : উত্তরে : ৩০ ফুট চওড়া কলকাতা পৌর সংস্থার সড়ক বর্তমানে শ্রীমতি ধনদেবী খান্না রোড, দক্ষিণে : পুকুর (১২৮/এ, এন এম রোড,) পূর্বে : ৯৭ এবং ৯৮ ধনদেবী খান্না রোড, পশ্চিমে : প্লট নং এ-৯৮- শ্রী অনিল কুমার বালা।

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ২১.০৯.২০২৪ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান - কলকাতা — এসবিআই, এসএআরবি কলকাতা

SBI — **স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি শাখা (০৫১৭১), কলকাতা**
১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১, মিডলটন স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০৭১ শাখার ই-মেল আইডি- sbi.05171@sbi.co.in
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) [রুল-৮(১)]

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **২৯.০৬.২০২৪** তারিখে ঋণগ্রহীতা **শ্রী নীলয় সরকার** পিতা প্রয়াত পীযূষ কান্তি সরকার ১১এ, চঞ্চল সরণি, সন্তোষপুর, কসবা, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০০৭৫ কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৯২,৪০,০৩১.০০ টাকা (বিরানব্বই লাখ চল্লিশ হাজার একত্রিশ টাকা) ২৬.০৬.২০২৪ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত নোটিশ পাওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **২১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,** নিকট বকেয়া পরিমাণ ৯২,৪০,০৩১.০০ টাকা (বিরানব্বই লাখ চল্লিশ হাজার একত্রিশ টাকা) ২৬.০৬.২০২৪ অনুযায়ী অধার্য সুদ সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত পরবর্তী সুদ, ব্যয়, তাৎক্ষণিক ব্যয়, চার্জ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তি -১ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং বি, একতলায় পশ্চিম দিকে, পরিমাণ আনুমানিক ৪৬০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি এবং গ্যারাজ নং ৮ পূর্ব দিকে পরিমাণ আনুমানিক ৩৫৯ বর্গফুট ঢাকা এরিয়া কমবেশি " তরু অ্যাপার্টমেন্ট" নামক ভবনে, মৌজা : রামকৃষ্ণপুর, জেএল নং ৮১, আরএস নং ২২৫, তৌজি নং ১২, আরএস দাগ নং ২৬৭, এলআর দাগ নং ২৫, আরএস খতিয়ান নং ১৬ এবং ৭২, এলআর খতিয়ান নং ৬৩৩, ৩৩০৮, ৩৩২৭ এবং ৩৩১২, বারাসত পুরসভার ওয়ার্ড নং ১৩ অধীন, হোল্ডিং নং ১৭৭৯, ১৭৮০ এবং ১৭৮১ (সংযুক্ত হোল্ডিং নং ১৭৭৯), রামকৃষ্ণপুর রোড, থানা : বারাসত, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০১২৪। দলিল নং ১৫২৫০২৩৯৩-২০২৩ সালের, বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৫২৫-২০২৩, পৃষ্ঠা ৬৪৫০৬ থেকে ৬৪৫৪৩-২০২৩ সালের। ডিএসআর -৩, উত্তর ২৪ পরগনা। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীর নাম শ্রী নিলয় সরকার,** পিতা প্রয়াত পীযূষ কান্তি সরকার।
ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি : (দলিল অনুযায়ী) : উত্তরে : ফ্ল্যাট নং সি, দক্ষিণে : ফ্ল্যাট নং এ, পূর্বে : ৪ ফুট চওড়া করিডর, লিফট এবং সিঁড়ি, পশ্চিমে : খালি জায়গা। গ্যারাজ এর চৌহদ্দি : (দলিল অনুযায়ী) উত্তরে : গ্যারাজ নং ৯,দক্ষিণে : অফিস নং ৭, পূর্বে : ১০ ফুট চওড়া সড়ক, পশ্চিমে : ফ্ল্যাট নং ডি এবং ৪ ফুট চওড়া করিডর।
সম্পত্তি -২ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ১ই, ২য়তলে, উত্তর -পূর্ব -পশ্চিম দিকে, পরিমাণ আনুমানিক ১২৪৩ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি "তরু অ্যাপার্টমেন্ট" নামক বহুতল ভবনে, মৌজা : রামকৃষ্ণপুর, জেএল নং ৮১, আরএস ২২৫, তৌজি নং ১২, আরএস দাগ নং ২৬৭, এলআর দাগ নং ২৫, আরএস খতিয়ান নং : ১৬ এবং ৭২, এলআর খতিয়ান নং ৬৩৩, ৩৩০৮, ৩৩২৭ এবং ৩৩১২, বারাসত পুরসভার ওয়ার্ড নং ১৩, হোল্ডিং নং ১৭৭৯, ১৭৮০ এবং ১৭৮১ (সংযুক্ত হোল্ডিং নং ১৭৭৯), রামকৃষ্ণপুর রোড, থানা : বারাসত, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০১২৪। দলিল নং ১৫২৫০২৩৯৬-২০২৩, বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৫২৫-২০২৩, পৃষ্ঠা ৬৪৩০৬ থেকে ৬৪৩৪৩-২০২৩ সালের, ডিএসআর-৩, উত্তর ২৪ পরগনা। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রী নিলয় সরকার** পিতা প্রয়াত পীযূষ কান্তি সরকার।
ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি (দলিল অনুযায়ী) : উত্তরে : খোলা জায়গা, দক্ষিণে : ফ্ল্যাট নং ১এফ, ১ডি, এবং ৪ ফুট চওড়া করিডর,পূর্বে : ফ্ল্যাট নং ১এফ এবং খোলা জায়গা, পশ্চিমে : ফ্ল্যাট নং ১ডি এবং খোলা জায়গা।

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ২১.০৯.২০২৪ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান - কলকাতা — এসবিআই, এসএআরবি কলকাতা

ভূত তাড়াতে কিশোরকে মারধর ওঝার, উদ্ধার করল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, গোপালনগর: অসুস্থ কিশোরকে হাসপাতালে না নিয়ে গিয়ে ওঝার বাড়িতে নিয়ে যায় পরিবার। ভূত তাড়াতে মারধর ওঝার। খবর পেয়ে কিশোরকে উদ্ধার করে পুলিশ,গ্রেপ্তার ওঝা। উত্তর ২৪ পরগনার গোপালনগর থানার নহাটা এলাকার দমদমা সরদার পাড়া বাসিন্দা উত্তম সরদারের বছর ১৫ এর ছেলে উৎপল সরদারকে কয়েকদিন আগে অসুস্থ হয়ে পরে পরবর্তীতে বনগাঁ হসপিটালে নিয়ে যায় পরিবার। বনগাঁ হসপিটাল থেকে আরজিকর মেডিকেল কলেজে রেফার করে। মঙ্গলবার তাকে আরজি করে না নিয়ে তারা চলে যায় মামুদপুর পারুইপাড়ার উত্তরা সাধু নামে ওঝার কাছে। ছেলেটির দোষ পাওয়া গিয়েছে ভূতে ধরেছে, সেই সন্দেহে ভূত ছাড়াতে ওঝা ছেলেটিকে মারতে থাকে। সেই খবর পৌঁছয় যুক্তিবাদী মঞ্চের রাজ্য সম্পাদক প্রদীপ সরকারের কাছে তিনি খবর দেয় গোপালনগর থানার পুলিশকে। পুলিশ গিয়ে কিশোরকে উদ্ধার করে বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। বুধবার সকালে কিশোরটির চিকিৎসার জন্য অন্যত্র নিয়ে গিয়েছে পরিবারের পক্ষ থেকে। প্রতিবেশীরা জানিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে উত্তরা সাধুর কাছে নিয়ে গেলে তিনি ভূত পাতা দিয়ে ঝাড়ফুঁক করে। অন্যদিকে ওঝা উত্তরা সাধু উরফে উত্তম মল্লিক জানিয়েছেন ওই কিশোরের দোষ ছিল মানে ভূতে ধরেছিল। আমার কাছে নিয়ে এলে আমি ঝাড়ফুঁক করি। তিনি আরো জানিয়েছেন এমন অনেক রোগী তার কাছে আসে। অনেকদিন ধরেই তিনি এই কাজ করছেন এবং তিনি জানেন ডাক্তাররা এসব মানেন না। যুক্তিবাদী মঞ্চের রাজ্য সম্পাদক প্রদীপ সরকার জানিয়েছেন এই যুগে মধ্যযুগীয় বর্বরতা চলছে। আমরা লিখিতভাবে অভিযোগ জানাব। প্রাথমিক ভাবে পুলিশ ভালো ভূমিকা নিয়েছে। সাধারণ মানুষ সচেতন নয় বলেই এমন হচ্ছে ওখানে। বুধবার বিকেলে ওঝা উত্তরা সাধুকে গ্রেপ্তার করল গোপালনগর থানার পুলিশ।

পুকুরে জলে তলিয়ে মৃত্যু হল দুই ছাত্রের, শোকের ছায়া মইগ্রামে

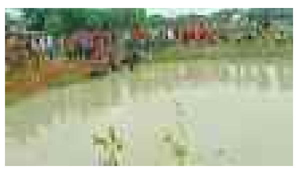

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: মর্মান্তিক ঘটনা ঘটল আরামবাগের তিরোল অঞ্চলের মইগ্রামে। জলে ডুবে মৃত্যু হল দুই ছাত্রের। মৃত দুই ছাত্রের নাম শান্তনু মাল (১৭) ও রাজীব মাল (১৫)। মৃত দুই ছাত্রের বাড়ি দক্ষিণ মইগ্রামে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা আরামবাগের মইগ্রাম এলাকায় দেখা যায়। জানা গেছে, এদিন চার জন ছাত্র ওই এলাকায় স্নান করতে নামে এক পুকুরে। এর মধ্যে দু'জন জল থেকে উঠতে পারলেও বাকি দু'জন জলে তলিয়ে যায়। এদের মধ্যে রাজীব মাল মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী এবং শান্তনু মাল দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রত্যেক দিনই গ্রামের ছেলেরা ওই পুকুরটিতে দল বেঁধে স্নান করতে যায়। আর ওই দলের মধ্যে দুই বন্ধু শান্তনু ও রাজীব থাকবেই। সেই মতো বুধবার দুপুর ১২ টা নাগাদ পুকুরে জলে হাঁড়ি নিয়ে সাঁতার কাটতে নামে। অতিবৃষ্টির ফলে পুকুরের জল কানায় কানায় পূর্ণ। জলে সাঁতার কাটার সময় চারজনই জলে তলিয়ে যেতে থাকে। কোনও ক্রমে দুই জন জল থেকে পুকুরের পাড়ে উঠে পড়ে। কিন্তু দুই বন্ধু শান্তনু ও রাজীব মাল উঠতে পারেনি। একই সঙ্গে পুকুরে জলে তলিয়ে যায়। যারা পুকুর পাড়ে ওঠে তার ডাকাডাকি করতেই প্রতিবেশীরা ছুটে আসে এবং আরামবাগ থানায় খবর দেওয়া হয়। বেশ কয়েক মিনিটের চেষ্টায় জাল ফেলে তাদের পুকুরে জল থেকে তোলা হয়। কিন্তু সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। দুই ছাত্রের কোনও নিঃশ্বাস না পড়ায় কান্নায় ভেঙে পড়ে পরিবারের সদস্যরা। দুই জনই অভিন্ন হৃদয় বন্ধু ছিল। দুই বন্ধুর একসঙ্গে এইভাবে মৃত্যু হওয়ায় হতবাগ গ্রামবাসী। শান্তনুর বাবা থাকলেও মা ছয় মাস আগে মারা গেছে। এক ভাই মামার বাড়িতে থাকে। শান্তনুর বাবার নাম হৃদয় রঞ্জন মাল ব্যবসায়ী। আর রাজীবের বাবা যুধিষ্ঠির মাল দিনমজুর। তাঁর এক ভাই আছে। এই বিষয়ে আরামবাগ পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মিতা বাগ বলেন, এটা খুবই দুঃখজনক ঘটনা। দুই ছাত্র বন্ধু ছিল। একইসঙ্গে তাদের মৃত্যুর ঘটনায় পরিবারের পাশাপাশি গ্রামের মানুষও শোকাহত। অবশেষে পুলিশ মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।

ফের ধস খনি অঞ্চলে, তলিয়ে গেল কুয়ো

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: কিছুদিন আগে প্রবল নিম্নচাপের জেরে অতিরিক্ত বর্ষণ ছাড়াও ঝাড়খণ্ডের পাঞ্চেৎ ও মাইথন জলাধার থেকে বিপুল পরিমাণে জল ছাড়ায় প্লাবিত হয়েছে বহু এলাকা। এখনও বিভিন্ন জায়গায় জলরাশি কমে যায়নি। তারই মধ্যে আবার একবার নিম্নচাপের ভ্রুকুটি। নিম্নচাপের জেরেই মঙ্গলবার রাত্রি থেকে শুরু হয়েছে বৃষ্টিপাত। আর অতিমাত্রায় বৃষ্টিপাত হলেই খনি অঞ্চলে ধসের ঘটনা সামনে আসে। এর আগেও প্রবল বৃষ্টিপাতের সময় পাণ্ডবেশ্বরের হরিপুর এলাকার একটা স্কুলের সামনে ধসের ঘটনা সামনে এসেছিল। এবার আবার সেই চিত্র সামনে এল। একদিনের বৃষ্টির জেরে ফের ধস খনি অঞ্চলে, চোখের নিমেষে মাটির তলায় তলিয়ে গেল আস্ত এক কুয়ো।

ঘটনাটি ঘটেছে অণ্ডালের মুকুন্দপুর গ্রামের বাউরিপাড়া এলাকায়। গ্রামের বাউরিপাড়ায় এই একটি মাত্র কুয়ো ছিল যেখান থেকে পাড়ার বহু লোকেরা জল সংগ্রহ করত। মঙ্গলবার পর্যন্তও বহু মানুষ এই কুয়ো থেকেই জল নিয়েছে। বুধবার সকালবেলা এই কুয়ো থেকে জল নিতে আসার সময় দুই মহিলা লক্ষ্য করেন ওর আশপাশের এলাকা কাঁপছে এবং ফাটল ধরেছে। ভয়ে তড়িঘড়ি চত্বর ছেড়ে দূরে যেতেই, চোখের পলকে ধীরে ধীরে আস্ত একটি কুয়ো মাটির তলায় তলিয়ে গেল। ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়, তবে কোনও রকম প্রাণহানি বা দুর্ঘটনার খবর সামনে আসেনি। তবে যে কোনও সময় বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারত বলে মনে করছেন স্থানীয়দের একাংশ। স্থানীয় বাসিন্দারাই কুয়ো এলাকা চত্বর বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলেছেন, যাতে করে ওই দিকে কোনও শিশু বা কোনও পশু প্রাণী পৌঁছতে না পারে।

বর্ধমান রাজ কলেজের প্রিন্সিপালের পদত্যাগের দাবি, বিক্ষোভে পড়ুয়ারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বর্ধমান রাজ কলেজের প্রিন্সিপালের পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভে নামলেন কলেজের ছাত্রছাত্রীরা।

ছাত্রছাত্রীদের দাবি বহুদিন ধরে কলেজের পরিকাঠামো নষ্ট হয়ে রয়েছে সেই বিষয়ে বারবার বলার পরেও কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন না প্রিন্সিপাল। তাঁদের অভিযোগ, কলেজে খেলার মাঠ নষ্ট, মহিলাদের কমন বাথরুম বেহাল। ক্লাসরুম অপরিচ্ছন্ন, কলেজের সিসি ক্যামেরা নেই, কলেজের গেটের পরিকাঠামো নষ্ট, কলেজের ক্যান্টিন বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে, কলেজ প্রাঙ্গণে নানান জায়গায় সৌন্দর্যায়ন নষ্ট হয়ে পড়ে রয়েছে, কিন্তু সেই পরিকাঠামো ঠিক করার ক্ষেত্রে নজর নেই কলেজ কর্তৃপক্ষ এবং প্রিন্সিপালের। তাছাড়া কলেজের ফিস বাড়ানো, ক্লাস ঠিকমতো না হওয়া এই রকম নানান দাবি নিয়ে এদিন কলেজের ছাত্রছাত্রীরা সামিল হন এই বিক্ষোভ আন্দোলনে।

তাঁদের একটাই দাবি, প্রিন্সিপালের পদত্যাগ। অন্যদিকে প্রিন্সিপাল জানিয়েছেন, কলেজে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে অনেক টাকার নয়ছয় হয়েছে তারা কলেজের আয় ব্যয়ের হিসাব নাকি পেশ করেনি। কলেজের সোশ্যালের টাকা নানান জায়গা থেকে তোলা হয়েছে। কিন্তু অন্যদিকে কলেজের ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ছাত্ররা জানান, এই রকম কোনও কিছু কলেজের টাকা নয়ছয়ের ঘটনা ঘটেনি। যদি সেরকম কিছু হয়ে থাকে তা হলে আইনি ব্যবস্থা রয়েছে সেই দিকে কলেজ কর্তৃপক্ষ এগোবে নিশ্চয়ই।

খনির বেসরকারিকরণ রুখতে প্রতিবাদ সভা দুবেশ্বরী কোলিয়ারির গেটের সামনে, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে উপস্থিত সাংসদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে পুরুলিয়ার নিতুড়িয়ার দুবেশ্বরী কয়লাখনির বেসরকারিকরণ রুখতে বুধবার বৃষ্টিতে উপেক্ষা করেই নিতুড়িয়ার দুবেশ্বরী কয়লাখনির গেটের সামনে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হল। সোমবার বাঁকুড়ার বড়জোড়ায় ত্রাণশিবিরে বন্যা দুর্গতদের হাতে ত্রাণসামগ্রী তুলে দিতে এসে বাঁকুড়ার সাংসদ অরূপ চক্রবর্তীকে এই আন্দোলনের রূপরেখা তৈরির নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সেই পরিপ্রেক্ষিতেই বুধবার পুরুলিয়ার নিতুড়িয়ার দুবেশ্বরী খনির গেটের সামনে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে দুবেশ্বরী কোলিয়ারি বাঁচাও কমিটি। এদিন ওই সভায় বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জামুড়িয়ার বিধায়ক হরেরাম সিং, আর কে ত্রিপাঠি, প্রফুল্ল চ্যাটার্জী, পুরুলিয়া জেলা তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি উজ্জ্বল কুমার, নিতুড়িয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শান্তিভূষণ প্রসাদ যাদব, প্রাক্তন বিধায়ক পূর্ণচন্দ্র বাউরি,নিতুড়িয়া ব্লক তৃণমূলের সভাপতি অমর চন্দ্র মাজী,সহ বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের নেতারা উপস্থিত হয়েছিলেন।

সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী বলেন, 'দুবেশ্বরী কোলিয়ারিকে কোনও ভাবেই বেসরকারিকরণ করতে দেওয়া যাবে না। এই লড়াইয়ে আমরা আপনাদের পাশে আছি।' প্রসঙ্গত, দুবেশ্বরী কয়লাখনির শ্রমিকদের অন্য খনিতে বদলির জন্য আবেদন করতে ইসিএল ইতিমধ্যেই বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। আর তা নিয়েই শ্রমিক সংগঠনগুলির মধ্যে তৈরি হয়েছে নিতুড়িয়ার দুবেশ্বরী কয়লাখনি বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দিতে চাইছে সেই আশঙ্কা। আর খনির বেসরকারিকরণের চেষ্টার বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই শ্রমিক সংগঠনগুলির মিলিত মঞ্চ দুবেশ্বরী বাঁচাও কমিটি গঠন করে আন্দোলন শুরু করেছে। এবার তাদের সেই আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আন্দোলনে এসে এদিন তাদের পাশে থাকার বার্তা দিলেন বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী। আন্দোলনের প্রথম থেকেই রূপরেখা যিনি তৈরি করেছেন তিনি হলেন নিতুড়িয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তথা আইএনটিটিইউসি নেতা শান্তিভূষণ প্রসাদ যাদব।

তিনি বলেন, 'প্রথম থেকেই শ্রমিক সংগঠন গুলির সঙ্গে দুবেশ্বরী কয়লাখনিকে বেসরকারিকরণ করার প্রতিবাদ জানাই। বাঁকুড়ার নব নির্বাচিত সাংসদ অরূপ চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করে নিতুড়িয়ার দুবেশ্বরী কয়লাখনি বেসরকারিকরণ করার সমস্যাগুলি জানিয়েছিলাম।' যার ফলেই সাংসদ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে লিখিত ভাবে সেই সমস্যার কথা তুলে ধরতেই মুখ্যমন্ত্রী তা জানতে পেরেই আন্দোলনে নামার নির্দেশ দেন সাংসদ থেকে দলীয় নেতৃত্বকে। আর সেই পরিপ্রেক্ষিতে বুধবার দুবেশ্বরী কয়লাখনির গেটের সামনে প্রতিবাদ সভায় উপস্থিত হন তৃণমূল সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী সহ তৃণমূলের অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দরা।

নিম্নচাপের জেরে চিন্তায় মৃৎশিল্পীরা, আগুনের বার্নার দিয়ে শুকোচ্ছেন প্রতিমা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: দুর্গাপুজোর বাকি আর মাত্র দুই সপ্তাহ। তার মধ্যেই নিম্নচাপের জেরে রীতিমতো মাথায় হাত পড়ে গিয়েছে মালদার কুমোরটুলির মৃৎশিল্পীদের। তড়িঘড়ি দেবী প্রতিমার শুকানোর ক্ষেত্রে আগুনের মাধ্যমে বার্নার যন্ত্র ব্যবহার করা শুরু করেছেন মৃৎশিল্পীদের অনেকেই। মৃৎশিল্পীদের বক্তব্য, অধিকাংশ পুজো মণ্ডপগুলিতেই চতুর্থী থেকে পঞ্চমীর মধ্যেই দুর্গা প্রতিমা পৌঁছে যায়। পুজোর উদ্বোধন প্রস্তুতিও শুরু হয়ে যায়। কিন্তু হঠাৎ করে মেঘলা আবহাওয়া এবং ঝিরঝিরে বৃষ্টিতেই সমস্যা বাড়িয়েছে মৃৎশিল্পীদের। এরকম পরিস্থিতি চলতে থাকলে সম্পূর্ণ দেবী কাঠামোয় রং দেওয়া থেকে নানান বস্ত্রের উপকরণে সাজানোর ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়তে হবে মৃৎশিল্পীদের।

উল্লেখ্য, মালদার ইংরেজবাজার এবং পুরাতন মালদা পুরসভায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অসংখ্য মৃৎশিল্পীদের কারখানা। অধিকাংশ মৃৎশিল্পী তাই নিজেদের কারখানায় দুর্গা প্রতিমা গড়ে থাকেন। সপ্তমীর কয়েকদিন আগেই মূলত পুজো উদ্যোক্তারা বিভিন্ন মণ্ডপে সাজানো দেবী প্রতিমা নিয়ে যেতে শুরু করেন। কিন্তু বুধবার থেকে হঠাৎ করে আবহাওয়ার পরিবর্তনের জেরে মালদা জেলা জুড়ে শুরু হয়েছে হালকা মাঝারি বৃষ্টিপাত। তার সঙ্গে চলছে ঝোড়ো হাওয়া। মেঘলা আবহাওয়ার কারণে প্রতিমা তৈরির শেষ লগ্নে দুর্ভোগে পড়তে হয়েছে মৃৎশিল্পীদের।

পুরাতন মালদা পুরসভার রসিলাদহ মণ্ডলপাড়া এলাকার মৃৎশিল্পী সঞ্জয় মণ্ডল বলেন, এবারে ১২টি দুর্গা প্রতিমার বায়না তিনি নিয়েছেন। কয়েকজন দক্ষ কারিগরের সহযোগিতা নিয়ে প্রতিমা তৈরির কাজ করছেন। কিন্তু হঠাৎ করে বুধবার থেকে যেভাবে বৃষ্টি শুরু হয়েছে তাতেই দুশ্চিন্তা বাড়িয়েছে। এই মুহূর্তে প্রতিমার রঙের প্রলেপ শুরু হয়েছে। ফলে মেঘলা আবহাওয়া থাকলে প্রতিমা শুকানোর ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হবে। তাই এখন থেকেই বার্নার যন্ত্র দিয়ে আগুনের মাধ্যমে প্রতিমা শুকাতে হচ্ছে। পাশাপাশি বিভিন্ন পুজো উদ্যোক্তারা কয়েকদিন আগে থেকেই দুর্গা প্রতিমা নিজেদের মণ্ডপে নিয়ে যাওয়ার তোরজোর শুরু করে দেন। সেই পরিস্থিতিতে যদি প্রতিমা কাজ সম্পূর্ণ না করতে পারি, তাহলে টাকা মেটানোর ক্ষেত্রেও পুজো উদ্যোক্তারা সমস্যা তৈরি করতে পারে। ইংরেজবাজার শহরের ফুলবাড়ি এলাকার মৃৎশিল্পী অষ্টম চৌধুরী বলেন, এবারে তিনি ১০টি দুর্গা প্রতিমার বরাত নিয়েছেন। রংয়ের কাজ শুরু হয়েছে। কিন্তু কাঁচা রং দেবী প্রতিমায় থাকলে বিভিন্ন সাজ সজ্জার ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হবে। এরকম আবহাওয়ার ফলে মৃৎশিল্পীদের দুশ্চিন্তায় পড়তে হচ্ছে। মালদার কুমোরটুলির মৃৎশিল্পীরা চাইছেন দ্রুত ঠিক হয়ে যাক পরিস্থিতি।

এদিকে জেলা আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, বঙ্গোপসাগরে গভীর নিম্নচাপের ক্ষেত্রে দক্ষিণবঙ্গ এবং উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু জেলায় হালকা মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে । আগামী তিনদিন এই ধরনের মেঘলা আবহাওয়া থাকবে।

ডুলুং নদীর উপর থাকা কজওয়ের উপর বইছে জল

যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন প্রায় ২০টি গ্রামের মধ্যে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: নিম্নচাপের জেরে ঝাড়গ্রাম জেলা জুড়ে যেভাবে প্রবল বৃষ্টিপাতের শুরু হয়েছে তাতে ঝাড়গ্রাম জেলার বিভিন্ন এলাকায় এই মুহূর্তে জলমগ্ন হয়ে পড়েছে, নদীর জল ফুলে ফেঁপে উঠেছে। ঝাড়গ্রাম শহরের সঙ্গে বিভিন্ন ব্লকের যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে যার মধ্যে চিল্কিগড়ের ডলুং নদীর কজওয়েতে বিপদ সীমার উপর দিয়ে বইতে শুরু করেছে জল, ঝাড়গ্রাম শহরেও হাঁটু জল দাঁড়িয়ে যেতে সমস্যায় সাধারণ মানুষজন। আর যেভাবে অনবরত বৃষ্টি হচ্ছে তাতে চিন্তিত নদী উপকূলবর্তী গ্রামের সাধারণ মানুষজন, এর আগের বৃষ্টিতে ঝাড়খণ্ড কোনওরকম ভাবে জল ছাড়েনি তাই এবারে যে পরিমাণ বৃষ্টি হয়েছে ঝাড়খণ্ডের গালুডির জল ছাড়লে ঝাড়গ্রামে জেলার নয়াগ্রাম, গোপীবল্লভপুর সাঁকরাইল সহ বিভিন্ন নদী উপকূলবর্তী গ্রামগুলি জলমগ্ন হয়ে পড়তে পারে। চিন্তার মাথায় হাত ঝাড়গ্রাম জেলাবাসীর। তবে যে কোনও সমস্যার জন্য তৎপর রয়েছেন ঝাড়গ্রাম জেলা প্রশাসন।

পুলিশ-পুজো উদ্যোক্তা বৈঠক, চেক প্রদান গাইড ম্যাপ প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের উদ্যোগে বুধবার বিকেলে উত্তরপাড়ার গণভবনে উত্তরপাড়া থানা ও ডানকুনি থানার সমন্বয়ে পূজা কমিটির উদ্যোক্তাদের সঙ্গে আসন্ন দুর্গাপুজোর বিষয়ে নিয়মবিধি নিয়ে বৈঠক। একইসঙ্গে এই অনুষ্ঠানে এদিন কুড়িটি পুজো উদ্যোক্তাদের চেক প্রদান করা হয় এছাড়া আসন্ন দুর্গা পূজার গাইড ম্যাপ প্রকাশ করা হয় ও ২৮টি হারানো ফোন তাদের প্রাপকদের হাতে দেওয়া হয়।

উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব বলেন, 'আপনারা দুর্গাপুজো করুন আনন্দের সঙ্গে, সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে যেন পুজো নিরানন্দ না হয়। পুজোর গাইডলাইন মেনে চলবেন। পুরসভা সবসময় আপনাদের সঙ্গে আছে ও থাকবে। সারা ভারতে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই পুজো উদ্যোক্তারা এই সেরা উৎসবের অনুদান পান সরকারের পক্ষ থেকে যে আমাদের গর্ব হওয়া উচিত।' চন্দননগরের পুলিশ কমিশনার অমিত জাভেলগি বলেন, 'আপনারা আনন্দের সঙ্গে পুজো করুন পুজো গাইডলাইন মেনে চলুন পুজোর মণ্ডপগুলিতে সিসি ক্যামেরা লাগালে ভালো হয় পুলিশ সবসময় আপনাদের পাশে আছে থাকবে। এই পুজোর সময় পুলিশের ছুটি থাকে না তারা দিনরাত কাজ করে যায়। আপনাদের স্বেচ্ছাসেবক রাখতে হবে সহযোগিতার জন্য বিশেষ করে অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা বজায় রাখবেন।' উপস্থিত ছিলেন চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের পুলিশ কমিশনার অমিত জাভালগি উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব ডিসিপি এসিপি ও উত্তরপাড়া থানা ও ডানকুনি থানার আইসি এবং পুলিশের কর্মকর্তারা এই সাথে ছিলেন উত্তরপাড়া পুরসভার কাউন্সিলররা সিআইসি উৎপলাদিত্য ব্যানার্জি, সুব্রত মুখার্জি, প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান সিআইসি ইন্দ্রজিৎ ঘোষ, প্রাক্তন চেয়ারপার্সন অদিতি কুন্ডু, ভাইস চেয়ারম্যান খোকন মণ্ডল।

পোলবায় দেওরের বিরুদ্ধে বউদিকে খুনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বাপের বাড়ি যাওয়ার সময় আচমকা হাঁসুয়া নিয়ে বউদির ওপর ঝাঁপিয়ে দেওর ঝাঁপিয়ে পড়েন বলে অভিযোগ। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম পানমনি হাঁসদা। অভিযুক্তের নাম অনিল হাঁসদা। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পোলবার আলিনগরের আদিবাসী পাড়ার বাসিন্দা পানমনি তাঁর বোন রানু হাঁসদাকে নিয়ে বাপের বাড়ি যাচ্ছিলেন। অভিযোগ, আলিনগর পোলবা রোডের পাশের একটি ক্লাবে হাঁসুয়ায় শান দিয়ে অপেক্ষা করছিলেন অনিল। হঠাৎ করেই বউদির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপাতে থাকেন বলে অভিযোগ। রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে যান পানমনি। স্থানীয় বাসিন্দারা আহত অবস্থায় পানমনিকে উদ্ধার করে চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে পোলবা থানার পুলিশ পৌঁছয়। হুগলি গ্রামীণ পুলিশের ডিএসপি ডিএন্ডটি প্রিয়ব্রত বক্সি আলিনগরে ঘটনাস্থলে যান। ডিএসপি জানান, অভিযুক্ত একটি বাড়ি তৈরি করছিলেন। তাতে বাধা দেন পানমনি। এছাড়া অনিলের দাদার অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল। সেই মৃত্যুর জন্য বউদিকেই দায়ী করতেন অনিল, রাগ পুষে রেখে ছিলেন। সেই রাগ থেকেই কুপিয়ে খুন বলে প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে। জিজ্ঞাসাবাদের সময় অনিল জানতে চান, 'বউদি কেমন আছেন?' খুনে ব্যবহৃত হাঁসুয়া উদ্ধার করেছে পুলিশ। মৃতার বোন রানু বলেন, 'দিদির ঘরের দেওয়াল ঘেঁষে পাঁচিল তুলছিল অনিল। বারণ করায় ঝগড়া করে। আমরা বাপের বাড়ি যাচ্ছিলাম। হাঁসুয়া নিয়ে ক্লাবের সামনে ছিল, দিদিকে কুপিয়ে খুন করে।'

একগুচ্ছ দাবিতে বিক্ষোভ লোকশিল্পী বাঁচাও কমিটির

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: একগুচ্ছ দাবিকে সামনে রেখে বর্ধমান শহরে বিক্ষোভ দেখাল লোকশিল্পী বাঁচাও কমিটি। এদিন বর্ধমান স্টেশন থেকে কার্জন গেট পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিল করার পাশাপাশি একগুচ্ছ দাবি নিয়ে বর্ধমান জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরে ডেপুটেশন জমা দেওয়া হয়। তাঁদের দাবি, তাঁদের সমস্ত রকম সরকারি সুযোগ সুবিধা দিতে হবে। ধামসা, মাদল ঘণ্টা বাজিয়ে এদিন এই মিছিলে সামিল হন লোকশিল্পী বাঁচাও কমিটি সদস্যরা। মিছিল করে এসে কার্জন গেটের সামনে বেশ কিছুক্ষণ বিক্ষোভ দেখানোর পর তারা ডেপুটেশন জমা দেন পূর্ব বর্ধমান জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরে। লোকশিল্পী বাঁচাও কমিটি তরফ থেকে প্রায় কয়েকশো শিল্পী এদিন এই মিছিলে যোগদান করেন। তাঁদের দাবি, শিল্পীদের মাসিক ভাতা ঠিকঠাক দিতে হবে। শিল্পীরা সব জায়গায় সম্মান পাচ্ছে না ও বিভিন্ন রকম সরকারি পরিষেবা ও শিল্পীদের পরিচয়পত্র দিতে হবে। তাদের এই বিক্ষোভ আন্দোলনে যাতে কোনও রকম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয় তাই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান থানার পুলিশ বাহিনী।

পুজোয় পরিবার ছেড়ে দূরে থাকায় মন খারাপ ঢাকিদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: হাতে আর মাত্র কয়েকটা দিন তারপরেই দুর্গাপুজো এত আনন্দের মধ্যেও মন ভালো নেই পাত্রসায়ের ব্লকের রুইদাস পাড়া এলাকার ঢাকিদের।

নীল আকাশের সাদা মেঘ ও ভোরের হাওয়ায় শিউলির গন্ধ জানান দিচ্ছে মা উমা আসছে। হাতে আর মাত্র কয়েকটা দিন তারপরেই ঢাকে কাঠি পরবে। এই মুহূর্তে চারিদিকে সাজো সাজো রব আকাশে বাতাসে আনন্দের ঘনঘটা। কিন্তু এত আনন্দের মধ্যেও মন ভালো নেই বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়ের ব্লকের নারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রুইদাস পাড়া গ্রামের ঢাকিদের। এই পাড়ায় বেশ কয়েকটি পরিবার রয়েছেন যাদের বেশিরভাগ সময়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ঢাক বাজিয়ে সংসার চালাতে হয়।

প্রতিবছর দুর্গাপুজো এলে এই গ্রামের ঢাকিরা ঢাক বাজাতে পাড়ি দেন অন্যত্র। পরিবারের সদস্য ও আত্মীয়স্বজনদের ছেড়ে রুজিরুটির টানে তাদের অন্যত্র পাড়ি দিতে হয় এবং সেখানে ঢাক বাজিয়ে পয়সা নিয়ে এসে তারপর পুজোতে ছেলেমেয়েদের নতুন জামাকাপড় কিনতে হয় তাদের। ফলে সকলেই যখন মায়ের আগমনকে কেন্দ্র করে আনন্দ উচ্ছ্বাসে মেতে উঠবেন তখন তাদের অন্যত্র সকলকে আনন্দ দিতে ঢাক বাজাতে হবে। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই মন ভালো নেই ঢাকিদের পরিবারের সদস্যদের। এ মুহূর্তে চলছে তাদের ঢাক বাজানোর মহড়া। কেননা আর কয়েকটা দিন পরেই অন্যত্র পূজা মণ্ডপে ঢাক বাজাতে পাড়ি দিতে হবে তাদের।

বিকাশ রুইদাস নামে এক ঢাকি বলেন, 'একদিকে যেমন আমাদের আনন্দ হচ্ছে অন্যদিকে তেমনই দুঃখ হচ্ছে ছেলেমেয়েদের ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র ঢাক বাজাতে যেতে হবে। ঢাক না বাজালে ছেলেমেয়েদের মুখে হাসি ফোটাবে কী ভাবে।' রিনা রুইদাস নামে এক ঢাকির স্ত্রী বলেন, 'বাইরে থেকে টাকা পয়সা রোজগার করে আনলে তবে তো আমাদের সংসারে স্বাচ্ছন্দ আসবে। পাশাপাশি ঢাক বাজিয়ে টাকা নিয়ে এলে তবে ছেলেমেয়েদের পুজোতে নতুন জামা কাপড় কিনতে পারব।'

পদ্মশ্রী বীরেন কুমার বসাকের বাড়ির দুর্গাপুজোয় এবার নতুন চমক ১২০ ফুটের প্যারিসের আইফিল টাওয়ার

নিলয় ভট্টাচার্য ● নদিয়া

সামনেই দুর্গাপুজো। হাতে আর মাত্র কয়েকটা দিন। জেলার পুজোগুলির মধ্যে অন্যতম নদিয়ার ফুলিয়ার বসাক বাড়ির দুর্গাপুজো। দীর্ঘ ৪০ বছরের অধিক মাতৃ আরাধনায় ব্রতী রয়েছেন বসাক পরিবার। নদিয়ার ফুলিয়ার পদ্মশ্রী বীরেন কুমার বসাকের বাড়ির পুজো দেখতে ভিড় জমান জেলা তথা রাজ্যের একাধিক মানুষ। প্রতি বছরই বসাক বাড়ির দুর্গাপুজোয় থাকে বিশেষ থিম এবং সামাজিক সচেতনতার বার্তা। এবারেও থিমের চমক রেখেছেন বসাক বাড়ির সদস্যরা। সাধারণত বিভিন্ন ক্লাব কিংবা বারোয়ারিতে থিমের চমক দেখা যায়। তবে বাড়ির পুজোয় থিম এটা বিরল ঘটনা, তাই হাজারে হাজারে মানুষ আসেন বসাকবাড়ির পুজোয়। এবার পদ্মশ্রী বীরেন কুমার বসাকের বাড়ির পুজোর থিম প্যারিসের আইফিল টাওয়ার। ১২০ ফুট উচ্চতার সুউচ্চ প্যান্ডেল ইতিমধ্যে শেষের পথে। দিন রাতে এক করে হচ্ছে প্যান্ডেল তৈরির কাজ। তবে বাঁশ, কাঠ এবং রঙের কাজ বেশি থাকবে এই প্যান্ডেলে, এমনটাই জানালেন প্যান্ডেলের বরাত পাওয়া শিল্পী উত্তম বিশ্বাস। তবে বসাক বাড়ির পুজোয় একটি ঠাকুর নয় প্রতি বছর ২টি ঠাকুর আনা হয় পুজোয়। এটাই বিশেষত্ব পুজোর। একটি মূর্তি পূজিত হয় যেটি একচালার প্রতিমা, ওপরটি থাকে থিমের উপর ভিত্তি করে মডেল হিসেবে। এ বিষয়ে বসাক বাড়ির পুত্র অভিনব বসাক জানান, এই দুটি মূর্তির মধ্যে একটি তৈরি করেন রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত মৃৎশিল্পী সুবীর কুমার পাল এবং ওপরটি তৈরি করেন মৃৎশিল্পী কানাইলাল ঘোষ। দুটি মূর্তিই নিয়ে আশা হয় নদিয়ার কৃষ্ণনগর থেকে। তবে বাড়ির পুজো সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি জানান, বসাক বাড়ির পুজো বৈষ্ণব মতে হয়। দেবীর ভোগের ব্যবস্থাও থাকে। তবে একাদশী পর্যন্ত ঠাকুর থাকে মণ্ডপে এরপর শোভাযাত্রা সহকারে প্রতিমা নিরঞ্জন করা হয়। তবে এই বছর মানুষ এর ভিড় বাড়বে বলেই আশাবাদী বসাক বাড়ির সদস্যরা। তাই এখন পুজোর জন্য দিন গুনছেন তারা।

বাংলাদেশ দলের নিরাপত্তায় ১ হাজার পুলিশ ও ১০০ ক্যামেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: চেন্নাই থেকে দিল্লি হয়ে কানপুর;পুরো যাত্রাপথে ভারত সিরিজ কাভার করতে আসা বাংলাদেশের সাংবাদিকদের মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল অখিল হিন্দু মহাসভার হুমকি। কানপুরে বাংলাদেশ,ভারত টেস্ট হতে দেবে না বলেছে সংগঠনটি।

গত পরশু গ্রিন পার্ক স্টেডিয়ামের রাস্তায় তাদের আগুন জ্বালিয়ে প্রতিবাদের খবর যাত্রাপথেই জেনেছেন অনেকে। শঙ্কাটা আরও বাড়ে কানপুরে পৌঁছানোর পর। আগে থেকে বুকিং করে রাখা হোটেলেও বাংলাদেশের পাসপোর্টধারী কাউকে রুম দিচ্ছিল না। বাধ্য হয়ে অনেকে কানপুরের মুসলিম মালিকানাধীন হোটেলে উঠেছেন।

বাংলাদেশ দলের ভারত সিরিজের সূচি নিশ্চিত হওয়ার পর থেকেই আলোচনায় অখিল হিন্দু মহাসভা। বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর নিপীড়ন হচ্ছে বলে তাদের দাবি। সেটারই প্রতিবাদে কানপুরে বাংলাদেশের ম্যাচ হতে দেবে না বলে হুমকি দিয়ে আসছে সংগঠনটি। একই হুমকি তারা দিয়েছে মধ্যপ্রদেশের শহর গোয়ালিয়রে দুই দলের তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচ নিয়েও। এমন পরিস্থিতিতে আজ গ্রিন পার্ক স্টেডিয়ামের সামনে কঠোর নিরাপত্তাই চোখে পড়ল। মাঠের ভেতরেও পুলিশের ভিড়।

সিরিজ কাভার করতে আসা ভারতীয় সাংবাদিকেরাও নিরাপত্তাব্যবস্থা নিয়ে বেশ কৌতূহলী। তাঁরা পুলিশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলছেন। শুক্রবার থেকে শুরু টেস্ট ম্যাচ আয়োজনের জন্য কী নিরাপত্তাব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তা জানতে চাইছেন। তবে হিন্দু মহাসভা কোনো হামলা করতে পারে, এমন শঙ্কা উড়িয়েই দিচ্ছে স্থানীয় পুলিশ বিভাগ। এ নিয়ে ভারতীয় সাংবাদিককে এক পুলিশ কর্মকর্তা হিন্দিতে যা বললেন তাঁর অনুবাদ, 'দুটি লাঠি পড়লেই দেখবেন সব ঠিক।'

গ্রিন পার্ক স্টেডিয়ামের নেটে তখন অনুশীলন করছিল বাংলাদেশ দল। দূর থেকে নেট তিনটির দিকে তাকিয়ে অবশ্য খেলোয়াড়দের খুঁজে পেতে কষ্টই হচ্ছিল। শুধু নেট বোলার আর পুলিশই চোখে পড়ছিল। জানা গেছে, নিরাপত্তার স্বার্থে বাংলাদেশ দলের খেলোয়াড়দের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, তাঁরা যেন মাঠ এবং হোটেল ছাড়া আর কোথাও না যান।

উত্তর প্রদেশ পুলিশের অতিরিক্ত ডিসিপি রাজেশ শ্রীবাস্তব পুরো মাঠ পরিদর্শন করে টেস্ট ম্যাচের জন্য নেওয়া নিরাপত্তাব্যবস্থার একটা ব্যাখ্যা দিলেন, 'তিন ধরনের নিরাপত্তা দেওয়া হচ্ছে। একটি হচ্ছে আইসোলেশন কর্ডন;যেটি মাঠ, পিচ ও গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় নিরাপত্তা দিচ্ছে। বাকি দুটি মাধ্যমে প্যাভিলিয়ন এ স্টেডিয়ামের রাস্তাসহ আশেপাশের এলাকায় নিরাপত্তা দেওয়া হচ্ছে। প্রতিটি কর্ডনই তিন-চারটি ভাগে বিভক্ত। কাজ করছে ১ হাজার পুলিশ, ক্যামেরা রয়েছে ১০০,এর মতো।'

অখিল হিন্দু মহাসভার হুমকি নিয়ে তাঁকে খুব একটা উদ্বিগ্ন মনে হলো না, 'হুমকি নিয়ে অনেক ধরনের তথ্য আছে। এগুলো কিছু বলা যাচ্ছে না। বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা কাজ করছে। উত্তর প্রদেশ পুলিশের নিজস্ব মানে নিরাপত্তা দেওয়া হচ্ছে। এগুলো ফাঁকি দিয়ে কিছু করা অসম্ভব। তাই বলতে পারি কোনো উদ্বেগ নেই।'

অনুশীলন শেষে সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ দলের কোচ চন্ডিকা হাথুরুসিংহেকে অন্যান্য প্রশ্নের সঙ্গে করা হয়েছে নিরাপত্তাসংক্রান্ত প্রশ্নও। অবশ্য এ ব্যাপারে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) ওপর পূর্ণ আস্থা আছে তাঁর, 'নিরাপত্তা নিয়ে আমরা বিসিসিআইয়ের ওপরই আস্থা রাখছি। আমরা চিন্তিত নই।'

সাফল্যের রাস্তায় ফিরতে মরিয়া সিন্ধু

কোচ বদলের পর পরামর্শদাতা হিসাবে নিয়োগ এক বিদেশিকে

নিজস্ব প্রতিনিধি: বেশ কিছু দিন ধরে সাফল্য পাচ্ছেন না পিভি সিন্ধু। গত প্যারিস অলিম্পিক্সেও প্রত্যাশা অনুযায়ী পারফর্ম করতে পারেননি। সাফল্যের রাস্তায় ফিরতে কোচ পরিবর্তন করেছেন সিন্ধু। এ বার এক বিদেশিকে নিজের কোচিং টিমে অন্তর্ভুক্ত করলেন তিনি।

আগামী মাসে ফিনল্যান্ড ওপেন এবং ডেনমার্ক ওপেনে নামবেন সিন্ধু। এই দুই প্রতিযোগিতাকে লক্ষ্য করে এগোতে চাইছেন। কোচিং স্টাফ নিয়ে বেশ কিছু দিন সমস্যা চলার পর পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেন দু'বারের অলিম্পিক্স পদকজয়ী। আগামী ডিসেম্বর পর্যন্ত অনুপ শ্রীধরকে নিজের অন্তর্বর্তী কোচ হিসেবে নিয়োগ করেছেন সিন্ধু। এ বার পরামর্শদাতা হিসাবে নিয়োগ করলেন বিশ্বের প্রাক্তন এক নম্বর লি হিউন ইলকে।

সিন্ধুর আশা, শ্রীধর এবং লির জুটি তাঁকে প্রত্যাশিত সাফল্য এনে দিতে পারবে। তিনি বলেছেন, "শ্রীধর এবং লি এই কঠিন সময় আমার দলে যোগ দিতে সম্মত হওয়ায় খুব ভাল লাগছে।" অন্য দিকে লি বলেছেন, "সিন্ধুর সঙ্গে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেওয়াটা সহজই ছিল। আমরা আগেও এক সঙ্গে কাজ করেছি। ওর উন্নতিতে অবদান রাখতে পারলে খুশি হব।"

দক্ষিণ কোরিয়ার লি-ও আগামী ডিসেম্বর পর্যন্ত কাজ করবেন সিন্ধুর সঙ্গে। দক্ষিণ কোরিয়ার প্রাক্তন খেলোয়াড়ের সঙ্গে সিন্ধুর পরিচয় নতুন নয়। ব্যাডমিন্টন প্রিমিয়ার লিগে তাঁরা সতীর্থ হিসাবে খেলেছেন অতীতে। ২০০৬ সালের বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ পেয়েছিলেন লি। এ ছাড়া ২০০২ এবং ২০১৪ সালের এশিয়ান গেমসে দক্ষিণ কোরিয়ার সোনাজয়ী দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন।

পুরুষ-মহিলা সমান ম্যাচ ফি, সিদ্ধান্ত ইংল্যান্ড বোর্ডের

নিজস্ব প্রতিনিধি: ঘরোয়া ক্রিকেটে পুরুষ এবং মহিলা ক্রিকেটারদের সমান ম্যাচ ফি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি)। প্রথম যাঁরা পেশাদার ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে আসবেন, পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে তাঁরা সকলে সমান ম্যাচ ফি পাবেন। আগামী বছর থেকে নতুন সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। বিশ্বের প্রথম ক্রিকেট বোর্ড হিসাবে এই সিদ্ধান্ত নিল ইসিবি। তারা পারলেও আর্থিক দিক দিয়ে বিশ্বের এক নম্বর ক্রিকেট বোর্ড হয়েও এটা এখনও পারেনি জয় শাহের ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেটে পুরুষ এবং মহিলা ক্রিকেটারদের আয়ের পার্থক্য অনেকটাই।

লিঙ্গবৈষম্য দূর করতে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ইসিবির। পেশাদার ঘরোয়া ক্রিকেটের সব স্তরে এ বার থেকে সমান ম্যাচ ফি দেওয়া হবে পুরুষ এবং মহিলা ক্রিকেটারদের। পুরুষদের মতো মহিলাদের ক্রিকেটেও থাকছে দু'টি স্তর। যাঁরা নতুন পেশাদার ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে আসবেন তাঁদের রাখা হবে 'রুকি লেভেল'এ। সিনিয়র ক্রিকেটারেরা থাকবেন 'সিনিয়র প্রো লেভেল'এ। ইংল্যান্ডে মহিলাদের পেশাদার ক্রিকেটে এত দিন একটিই স্তর ছিল। নতুন ক্রিকেটারেরা উল্লেখ যোগ্য ম্যাচ ফি পেতেন না। কিশোরীদের ক্রিকেটের প্রতি আরও বেশি করে আকৃষ্ট করতে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইসিবি।

মহিলাদের পেশাদার ক্রিকেটে প্রতিযোগিতার ডিরেক্টর বেথ ব্যারেট-ওয়াইল্ড বলেছেন, "পুরুষ এবং মহিলা নতুন ক্রিকেটারদের সমান ম্যাচ ফি সমানাধিকারের পক্ষে বড় পদক্ষেপ। ইসিবির এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত ইতিবাচক। মহিলাদের পেশাদার ঘরোয়া ক্রিকেটে বেশ কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। গত ন'মাস ধরে আমরা কাজ করেছি।"

ইসিবি সমান টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেও ভারতে ঘরোয়া ক্রিকেটে ম্যাচ ফির পার্থক্য অনেকটাই। পুরুষ ক্রিকেটারদের থেকে মহিলা ক্রিকেটারদের আয় অনেকটাই কম। ৪০টি বা তার বেশি রঞ্জি ম্যাচ খেলা ক্রিকেটারেরা প্রথম একাদশে থাকলে প্রতি দিন ৬০ হাজার টাকা পান।

Date Corrigendum-1

NIT No. SFDC/MD/NIT-09(e)/2024-25

Tender Id:- 2024_SFDCL_746371_1

Schedule of Dates:-

Bid Submission End Date - 02/10/2024 at 4.00 p.m

Date of opening Technical Bid - 04/10/2024 at 4.00 p.m.

Note:- Details of information are available in the website https://wbtenders.gov.in

BELDANGA MUNICIPALITY, Murshidabad

E-tenders are invited by the authority of Beldanga Municipality for –

Sl. No.	Name of Work	Ref. of Tender	Estimated Amount (in Lakh)	Last date for submission
1	Restoration of Water Body of Plot No. 2154 of Mouza - Beldanga at Gorermath at Ward No. 04 under Beldanga Municipality, Murshidabad.	WB/MAD/ULB/BEL/NIeT-07/2024-25	43.62	18.10.2024 at 2.00 PM

For details visit : www.municipalitybeldanga.org, www.wbtenders.gov.in

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001

NIeT-117/2024-2025 Dated- 25-09-2024

e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil works at Murshidabad District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **26-09-2024 after 9.00 am.** Bid submission end date- **19-10-2024 upto 3.00 pm**

Date: 25.09.2024 **Sd/- Executive Engiueer**

KALUPUR GRAM PANCHAYAT
Vill+P.O.: Kalupur, Block: Bongaon, Dist.: N 24 Pgs.

E-tender invited by The Pradhan Kalupur Gram Panchayat under Bongaon Dev. Block, North 24 Pgs. E-tender Notice no **KGP/645/15th cfc tied Fund/2024-25** Dated- **24.09.2024** details please visit **https://wbtenders.gov.in** or office of the undersigned.

Sd/-
Pradhan
KALUPUR GP,
Bongaon, Block North 24Pgs

RAJPUR-SONARPUR MUNICIPALITY
VILL.+P.O.- HARINAVI, P.S.- SONARPUR,
DIST-SOUTH 24 PARGANS, WEST BENGAL.

(ANNEXURE-I)
SHORT QUOTATION NOTICE

E-Quotation is hereby invited from reliable Govt. contractors for the following works:-1. Name of the Work: Supplying of dewatering pump motor along with panel box, MS channel trolly, 80mm, 100mm & 150mm dia suction and delivery pipe for Rajpur Sonarpur Municipality. **NIQ No. WBMAD/ULB/RSM/WS/371/24-25 dt. 25.09.2024.** Submission started date: **26.09.2024 at 17-30 hrs**. Submission End date: **03.10.2024 at 11-00 hrs.** Technical opening date: **05.10.2024 at 11-00 hrs.** For more details please visit website: **http://wbtenders.gov.in.**

Dr. Pallab Kumar Das
Chairman
Rajpur Sonarpur Municipality

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman

e-Tender Notice

1) Name of the work : Extension of LT/OH distribution with ACSR conductor, fixing LED Street Light at Sabuj Nagar Sarat Sarani Street No.-11, Rammahan Sarani Street No.-15, 10, Pramad Nagar Street No.-5/A, 5/B, Pramad Nagar Main Road, Pramad Nagar Street No.-11, Pramad Nagar Durga Mandir under Ward No.-11 of Durgapur Municipal Corporation

e-Tender No. : WBDMC/PW/ELEC/NIT-83/23-24 (5th Call)
Tender ID : 2024_MAD_757827_1 • Estimated Amount : Rs. 3,00,574.00

2) Name of the work : Laying of 25mm Dia. 20mm Dia. and 15mm Dia. PVC Pipeline (Supplying, fitting and fixing) for new water connection at Ranchi Colony ICDS Centre (C85) within Ward No.-21 under DMC

e-Tender No. : WBDMC/COMM/WS/NIT-85/24-25 (2nd Call)
Tender ID : 2024_MAD_757800_1 • Estimated Amount : Rs. 1,01,831.00

3) Name of the work : Laying of HDPE Pipe (110mm dia) including Laying of OID D.I line with all fixing at Khairasol South area, Ward-28 under DMC

e-Tender No. : WBDMC/COMM/WS/NIT-84/24-25 (2nd Call)
Tender ID : 2024_MAD_757754_1 • Estimated Amount : Rs. 1,41,524.00

4) Name of the work : Renovation of Boundary Wall at Angadpur High School, Angadpur, Ward-37 under DMC

e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-159/24-25
Tender ID : 2024_MAD_757714_1 • Estimated Amount : Rs. 4,23,210.00

Last Date : **03-OCT-2024 05:00 p.m.**
For details : **wbtenders.gov.in**

Executive Engineer, M.E.DTE DMC

CORRIGENDUM
NOTICE INVITING E-QUOTATION
1. N.I.T. No.– WBMAD/ULB/RSM/256/24-25
Dated 02.09.2024

E-Tenders are being Invited for:- Supply of various stationary (printed and non-printed) items for Rajpur-Sonarpur Municipality for the financial year 2024-2025. **a)** Last Date & Time Limit for Submission of E-Tender is being extended from **21.09.2024 at 11-00 hrs to 28.09.2024 at 17-00 hrs. b)** Date & Time for Opening of Technical Bid is being extended from 23.09.2024 at 11-05 hrs to 30.09.2024 at 17-05 hrs. **c)** Date & Time for Opening of Financial Bid: **To be notified**. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in.

Sd/- Executive Officer
Rajpur-Sonarpur Municipality

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৩য় তল, নিউ কমপ্লেক্স বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১, হাওড়া ডিভিসনের বিভিন্ন স্টেশনে ৩ বছর মেয়াদের জন্য পার্কিং লট পরিচালনার চুক্তি প্রদানের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। আরও বিস্তারিত বিবরণ এবং ই-অকশনে অংশগ্রহণের জন্য অনুগ্রহ করে ই-অকশন লিজিং মডিউলের মাধ্যমে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখুন। **অকশন ক্যাটালগ নং :** পার্ক-হাওড়া-৬-এন। **ক্র.নং., লট নং এবং স্টেশনের নাম** নিম্নরূপ: (১) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-টিএকে-টিডব্লু-২৬১-২৪-১ (পার্কিং - ট্যু হুইলার), তারকেশ্বর। (২) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-ডিইএ-টিডব্লু-১৪৫-২৪-১ (পার্কিং - ট্যু হুইলার), দিয়ারা। (৩) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এসআরপি-টিডব্লু-১০-২৪-১ (পার্কিং - ট্যু হুইলার), শ্রীরামপুর। (৪) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এনবিএই-টিডব্লু-১২৫-২৪-২ (পার্কিং - ট্যু হুইলার), নবগ্রাম। (৫) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-কেওজি-টিডব্লু-২৬২-২৪-১ (পার্কিং - ট্যু হুইলার), কোন্নগর। (৬) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-আরপিএইচ-এমএক্স-২৪-২৪-১ (পার্কিং - মিক্সড), রামপুরহাট। **অকশন শুরুর তারিখ ও সময় :** ০৮.১০.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা। (HWH-306/2024-25)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ফর্ম এ
সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া
(ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৬ অধীনে)
শ্রী পদ্মাবতী মেটালিকস প্রা. লি.--এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	শ্রী পদ্মাবতী মেটালিকস প্রা. লি.
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	০২.০৭.২০০৩
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	আরওসি-কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/ লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	U27106WB2003PTC096505
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	৩৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০১২
৬.	কর্পোরেট ডেটরের ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	২৩.০৯.২০২৪
৭.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির আনুমানিক তারিখ	২২.০৩.২০২৫
৮.	অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	অভিষেক গুপ্তা IBBI/IPA-003/IP-N00135/2017-2018/11499
৯.	বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ইমেল	সিকে ১০৪, সেক্টর ২, সল্টলেক, কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০৯১ avishek@optimusresolution.net
১০.	অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদারের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	সিকে ১০৪, সেক্টর ২, সল্টলেক, কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০৯১ জিমেল : ibc.spmpl@gmail.com
১১.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	০৭.১০.২০২৪
১২.	বিনিয়োগকারীগণের শ্রেণি, যদি কিছু থাকে, সংশ্লিষ্ট আইনের ২১ ধারার উপধারা (৬এ) এর (বি) পরিমেল অধীনে অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদার কর্তৃক নির্ধারিত	প্রযোজ্য নয়
১৩.	সংশ্লিষ্ট শ্রেণিতে বিনিয়োগকারীগণের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারগণের চিহ্নিতকরণের নাম (প্রতিটি শ্রেণিতে তিনটি নাম)	প্রযোজ্য নয়
১৪.	(ক) সম্পর্কিত ফর্মগুলি এবং (খ) প্রাপ্ত অনুমোদিত প্রতিনিধিগণের বিস্তারিত	সম্পর্কিত ফর্মগুলি - https://ibbi.gov.in/en/home/downloads

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, নির্দেশ দিয়েছে মেসার্স শ্রী পদ্মাবতী মেটালিকস প্রা. লি.-এর কর্পোরেট ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরু করার ২৩.০৯.২০২৪ তারিখে।
মেসার্স শ্রী পদ্মাবতী মেটালিকস প্রা. লি.-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ০৭.১০.২০২৪ তারিখে অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

স্বা/-
শ্রী অভিষেক গুপ্তা
অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদার
শ্রী পদ্মাবতী মেটালিকস প্রা. লি.
আইপি রেজিস্ট্রেশন নং IBBI/IPA-003/IP-N00135/2017-2018/11499

তারিখ : ২৬.০৯.২০২৪
স্থান : কলকাতা

E-Tender Notice

E-Tender notice invited by the Prodhan Ruipukur Gram Panchayet, Ruipukur, Nadia NIT No-04/15 TH CFC/RGP/2024-25 date 23.09.2024. Last date of submission of Bid 02.10.2024 upto 10.00 AM, Technical Bid opening 04.10.2024 at 11.00AM. More details please visit https://wbtenders.gov.in

Sd/-
Prodhan, Ruipukur GP, Ruipukur, Nadia.

E-Tender Notice

E-Tender notice invited by the Prodhan Ruipukur Gram Panchayet, Ruipukur, Nadia NIT No-05/ 5TH SFC/RGP/2024-25 date 23.09.2024. Last date of submission of Bid 02.10.2024 upto 10.00 AM, Technical Bid opening 04.10.2024 at 11.00AM. More details please visit https://wbtenders.gov.in

Sd/-
Prodhan, Ruipukur GP, Ruipukur, Nadia.

e-Tender Notice

E-tender invited by The Pradhan Ganganandapur Gram Panchayat under Bongaon Dev. Block, North 24 Pgs. E-tender Notice: 2024_ZPHD_757753_1, 2024_ZPHD_757734_1, 2024_ZPHD_757698_1, 2024_ZPHD_757674_1, 2024_ZPHD_757649_1, 2024_ZPHD_757631_1, 2024_ZPHD_757614_1, 2024_ZPHD_757589_1, 2024_ZPHD_757499_1 Memo No. 373/Ganga/24-25 Dated-25.09.2024 More details please visit **https://wbtenders.gov.in** or office of the undersigned.

Sd/- Pradhan
Ganganandapur G.P.
Bongaon Block, North 24 Pgs

আশিয়ানা হাউজিং লিমিটেড
CIN: L70109WB1986PLC040864
রেজিঃ অফিস : ৫এফ, এভারেস্ট, ৪৬/সি, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-৭০০ ০৭১
মুখ্য দপ্তর : ইউনিট নং. ৪ ও ৫, ৪র্থ তল, সাউদার্ন পার্ক, প্লট নং ডি-২
সাকেত ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, নিউ দিল্লি-১১০ ০১৭
ওয়েবসাইট : www.ashianahousing.com
ই-মেল : investorrelations@ashianahousing.com

পাবলিক নোটিস

এতদ্দ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানি কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ইনডেমনিটি বন্ড ও হলফনামা সহ অনুরোধ গ্রহণ করেছেন, তাঁর হারিয়ে যাওয়া শেয়ার সার্টিফিকেটের পরিবর্তে শেয়ার সার্টিফিকেটের একটি প্রতিলিপি ইসুর জন্য। যার বিশদ এখানে নীচে দেওয়া হল :

ক্র. নং	নিবন্ধভুক্ত শেয়ারহোল্ডার -এর নাম	এল. এফ. নং	শেয়ার সার্টিফিকেট নং	স্বাতন্ত্র্যসূচক নং	শেয়ার সংখ্যা
১.	চন্দ্র ধর অগ্নিহোত্রী	০০০২৮৮৩	৫৮৮	১১৩৬৭৫১-১১৩৮৫০০	১,৭৫০

যেহেতু কোম্পানি ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট ইসুর প্রক্রিয়ারত, কোনও ব্যক্তির এই বিষয়টির উপর আপত্তি থাকলে, তাঁর আপত্তি, এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে ১৫ দিনের ভিতর কোম্পানিতে বা এর রেজিস্ট্রার মেসার্স বীটাল ফিনান্সিয়াল অ্যান্ড কম্পিউটার সার্ভিসেস প্রাঃ লিঃ, বীটাল হাউস, ৯৯, মদনগির, স্থানীয় শপিং সেন্টারের পিছনে, দাদা হরসুখ দাস মন্দির, নিউ দিল্লি-১১০ ০৬২ -এর কাছে।

আশিয়ানা হাউজিং লিঃ-এর পক্ষে
স্বা/-
নীতিন শর্মা
(কোম্পানি সেক্রেটারি)

স্থান: নিউ দিল্লি
তারিখ: ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪

e-Tender Notice

Pradhan, Pantihal GP under Jagatballavpur Block, Howrah invites **e-Tender vide NIT No. Pant/193/2024, Dated 25/09/2024.** Last Date of Submission of Bid **19/10/2024 upto 11 AM.** For more information visit https://www.wbtenders.gov.in

Barijahatty Gram Panchayat
Chanditala, Hooghly

Notice Inviting Tender

Sealed Tender is invited from the resourceful and experienced bidders for execution of the work(s) vide **Memo No.: 582/BGP/2024, Date: 25.09.2024. Fund: 5TH FC.** Last date of dropping of Sealed Tender Form : **On or before 01.10.2024 at 12.00 PM.** Date of Opening of Tender : **03.10.2024 at 12.00 PM.** For details visit undersigned GP Office.

Sd/-
Prodhan
Barijahatty Gram Panchayat

CORRIGENDUM NOTICE INVITING E-TENDER

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM/307/24-25 Dated 12.09.2024	Bullah Pilling at Sonapota Green view club to Diganta school in Ward No - 05 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.9,05,326.00
WBMAD/ULB/RSM/308/24-25 Dated 12.09.2024	Earth Work in filling at Bibekanadanagar sector 3 & bank plot IN WARD NO-05 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY.	Rs.2,43,108.00
WBMAD/ULB/RSM/310/24-25 Dated 12.09.2024	Construction of WOODEN BRIDGE at Nabigha & Sonapota Area within in ward no-05 under Rajpur Sonarpur Municipality. Length :-10+11.3=21.3M.	Rs.5,17,918.00

Bid Submission end date: **28.09.2024 at 17-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in** **Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality**

Durgapur Abhoynagar-II Gram Panchayat
Belanagar, Abhoynagar, Nischinda, Howrah - 711205

Notice Inviting e-Tender

E-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of 1 no. development work(s) under **15th FC Tied** Fund vide **e-Tender No. - WB/HOW/BJPS/DAII GP/NIT-08/2024-25, Dated: 25.09.2024.** Bid submission end date: **25/09/2024 at 06.00 PM.** Technical Bid opening date: **07/10/2024 at 11.00 AM.** Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.

Sd/-
Prodhan
Durgapur Abhoynagar-II Gram Panchayat

Tender Notice

On behalf of Brajaballavpur Gram Panchayat of Patharpratima Block under South 24 Parganas Dist. Invites Bids through E-Tendering process for

Sl No	NIT No. Scheme name & Estd Cost,	
1	Construction of CC Road	1) From Durga Mandir to Anchal Road, NIT -467/ 15th FC Untied/NIT/BGP /2024, Scheme Cost- 208243.00 2) From the house of Satya Ranjan Singh towards House of Ananda Dinda, NIT -468/ 15th FC Untied/NIT/BGP /2024, Scheme Cost- 283272.00

Last Date & Time of Submitting of Bid Documents & Earnest Money for Sl No 1-2 is : 02/10/20242-00 p.m.

For details Pradhan **Mob-9593018053** Up Pradhan **Mob-7407741092/ brajaballavpurgrampanchayaet @gmail.com**

ইন্ডিয়ন বৈংক Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল
কলকাতা - ৭০০ ০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) -এর অনুবিধি দেখুন]

সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) -এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)এবং জামিনদার(গণ)-কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, যা ০৮.১১.২০২৪ তারিখে বিক্রি করা হবে **"যেখানে যেমন আছে", "যা আছে তা আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর প্রাপ্য বকেয়া **৬৮,২৮,০১১.০০ টাকা** (আটষট্টি লক্ষ আঠাশ হাজার এগারো টাকা মাত্র) **১৯.০৩.২০২৪ অনুযায়ী** সহ তদুপরি অতিরিক্ত সুদ, ব্যয়, অন্যান্য খরচ এবং খরচ পুনরুদ্ধারের জন্য **মেসার্স লোকনাথ এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বাধিকারী: শ্রী তপেন্দু বিশ্বাস,** ১২/১এ, জামির লেন, বালিগঞ্জ স্টেশনের নিকট, ওয়েস্ট সাইড মলের বিপরীতে, ওয়ার্ড নং ৬৮, কলকাতা- ৭০০ ০১৯ -এর থেকে।

ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে করা সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে:

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মুল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	**ক) মেসার্স লোকনাথ এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বাধিকারী: শ্রী তপেন্দু বিশ্বাস,** ১২/১এ, জামির লেন, বালিগঞ্জ স্টেশনের নিকট, ওয়েস্ট সাইড মলের বিপরীতে, ওয়ার্ড নং ৬৮, কলকাতা- ৭০০ ০১৯। **শ্রী তপেন্দু বিশ্বাস, স্বত্বাধিকারী / ঋণগ্রহীতা / জামিনদার / বন্ধকদাতা)** **শুক্লা বিশ্বাস (স্বত্বাধিকারী / সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদাতা)** স্বামী শ্রী তপেন্দু বিশ্বাস **উভয়ের ঠিকানা:** ফ্ল্যাট নং ৪০৫, ৪র্থ ফ্লোর, চিন্ময়ী এনক্লেভ, নং ৩২২, উপেন্দ্র নাথ ব্যানার্জি রোড, পর্ণশ্রী পল্লী, কলকাতা-৭০০০৬০। **খ) পর্ণশ্রী পল্লী শাখা**	৮০০ বর্গফুট (সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া) বা সামান্য কমবেশি পরিমাপের (লিফ্ট সুবিধা) (টাইলসের মেঝে) চতুর্থ ফ্লোরে পশ্চিম দিকের আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৪০৫ এর এক ও অবিচ্ছেছদ্য অংশের সকল যার আছে ২টি বেড রুম, ১টি লিভিং/ডাইনিং, ১টি রান্নাঘর, ১টি টয়লেট, ১টি ডব্লিউসি এবং একটি বারান্দা কমবেশি ১১ কাঠা ৮ ছটাক যা ১৯ ডেসিমেল সমতুল্য পরিমাপের জমিতে নির্মিত 'চিন্ময়ী এনক্লেভ' নামক জি+৪ তলা বিল্ডিংয়ে যার মৌজা - বেহালা, সিএস দাগ নং ৫৭২, ৫৭৩ এবং ৩১৭৯, আরএস দাগ নং ৩২২৪, সিএস খতিয়ান নং ১৮৭০ এর অধীনে, আরএস খতিয়ান নং ৮৭৬৯, জেএল নং ২, আরএস নং ৮৩, তৌজি নং ৩৪৬, পরগনা - বালিয়া, থানা - পূর্বতন বেহালা এখন পর্ণশ্রী, এডিএসআর - বেহালা অফিস, আগে দক্ষিণ শহরতলির পৌরসভার অধীনে এখন কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমার মধ্যে ওয়ার্ড নং ১৩২ এর অধীনে পৌর প্রেমিসেস নং ৩২২, উপেন্দ্র নাথ ব্যানার্জি রোড (মেইলিং ঠিকানা ১৩৬, বনমালি নস্কর রোড), কলকাতা - ৭০০ ০৬০, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা বই - আই, ভলিউম নং ১৬০২-২০১৭, পৃষ্ঠা ৩১৫৩১ থেকে ৩১৫৬৫ পর্যন্ত তে ডিএসআর-২ এর দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা সাব-রেজিস্টার অফিসে নিবন্ধিত ২০১৭ সালের বিয়িং নং ১৬০২০১০৯৯। **সম্পত্তিটি শ্রী তপেন্দু বিশ্বাস এবং শ্রীমতী শুক্লা বিশ্বাসের নামে আছে। পরিবেষ্টিত:** উত্তরে- শঙ্কর চক্রবর্তীর জমি, দক্ষিণে- ২৩' ফুট প্রশস্ত সাগর মান্না রোড, পূর্বে- সাগর অ্যাপার্টমেন্টে, পশ্চিমে- ১২' ফুট প্রশস্ত কমন প্যাসেজ।	**৬৮,২৮,০১১.০০ টাকা** (আটষট্টি লক্ষ আঠাশ হাজার এগারো টাকা মাত্র) **১৯.০৩.২০২৪ অনুযায়ী** সহ তদুপরি অতিরিক্ত সুদ, ব্যয়, অন্যান্য খরচ এবং খরচ	**ক) ৩২,৯৬,০০০.০০ টাকা (*)** (বত্রিশ লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার টাকা মাত্র) **খ) ৩,২৯,৬০০.০০ টাকা** (তিন লক্ষ উনত্রিশ হাজার ছয়শত টাকা মাত্র) পোর্টালে ই-অকশনের তারিখ ও সময়ে বা তার আগে জমা দিতে হবে। **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB50313322375** **ঙ) উপরোক্ত সম্পত্তির উপর অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞান ও তথ্যের কোন দায়বদ্ধতা নেই।** **চ) প্রতীকী দখল**

যোগাযোগের বিশদ : ৭০০৩৩ ১৫২২৩

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপরে হতে হবে।

ই-অকশনের তারিখ এবং সময়: তারিখ: ০৮.১১.২০২৪ সময়: সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : (১) https://www.ebkray.in

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর ওয়েবসাইট (**https://www.ebkray.in**) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ**, ইউনিট ১, ৪র্থ তল, ভায়াস কমার্সিয়াল টাওয়ার, ওয়াদালা ট্রাক টার্মিনালের নিকটে, ওয়াদালা ইস্ট, মুম্বই-৪০০০৩৭ -তে ফোন করুন **(যোগাযোগ ফোন নং ৮২৯১২২০২২০, ইমেল আইডি:- support.ebkray@psballiance.com)**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন- **(১) www.indianbank.in এবং (২) https://www.ebkray.in** পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর "৮২৯১২ ২০২২০" -এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://www.ebkray.in ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদার(গণ) -এরও প্রতি

তারিখ: ২৫.০৯.২০২৪ / স্থান: কলকাতা **অনুমোদিত অফিসার / ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

নৃত্যের রাজসূয় - এক

অরুণাংশু ব্রহ্ম

কবিতা

ধিনতা, তা-ধিনতা তা-ধিন তা-ধিন
আলোয় মাখা ভব্য রথ সামনে রেখে,
জনসুমদ্র পা বাড়ায় অন্ধকার মেখে।
রাজা মন্ত্রী সভাসদ স্তাবক পরিবেষ্টিত
হয়ে চলেছেন নৃত্যের তালে তালে,
আপন প্রত্যয় ভুলে মশগুল খেয়ালে,
নৃত্যের অশ্বমেধ যজ্ঞের রাজকীয়
আয়োজন শেষ উন্মত্ত কোলাহলে।

যাপনের ধারায় ধারায় মিশে যাচ্ছে
তাণ্ডব নৃত্য, ছুটছে তালে-বেতালে
পথে মাঠে ঘাটে মাটিতে, মহাশূন্যে,
প্রদীপ্ত আলোকে, নিরন্ধ্র অন্ধকারে,
অসহায় মানুষ অদ্ভুত নৃত্য দেখছে,
নৃত্যের রাজসূয় যজ্ঞের পুণ্য প্রসূন
রক্ত ধারায় গড়িয়ে পড়ছে মাটিতে,
পূর্ণ পুণ্য কুড়িয়ে নিচ্ছে ভিক্ষা পাত্রে
কোলাহল ভেসে যায় প্রান্তরে প্রান্তরে
শব্দের উত্তেজনায় বধির লোকেরা
হাততালি দেয় ভয়ে, বিস্ময় অন্তরে।

ধা-ধিন-ধিন, তাক ধিনা-ধিন নৃত্য চলছে
ছন্দবিহীন বেতালা খাপছাড়া নৃত্যের
প্রবাহে সকলেই উদ্ভট ভঙ্গিতে অচেনা
বেসুরো, ভুলে ভরা স্বদেশ সমাজ ।
ভুল লেখা হয়ে গেছে পাতায় পাতায়,
নৃত্য, তাল-লয়, ছন্দ, ধ্বনি সব ভুল,
ভুল শিক্ষা-দীক্ষা, বিবেক, চেতনা মনন
অন্যায় ভ্রান্ত ধারণায় পথভ্রষ্ট নির্লিপ্ত প্রাণ
সারিবদ্ধ এগিয়ে যায় কৃষ্ণগহ্বরের দিকে,
মহাশূন্য অপেক্ষায় অন্ধকার জগতে,
অসার শূন্যগর্ভের ডেউয়ে ভাসে সব,
নেই অন্ন,নেই কাজ, নেই শিক্ষা, নেই লাজ
নেই স্বপ্ন,নেই চেতনা,নেই জ্ঞান,নেই বেদনা।
তবু রাজার বিষম নৃত্য ছন্দে সবাই নাচছে ,
বিবর্ণ ক্ষুধার দেশে, নেই রাজ্যের রাজার
প্রসাদ কণা ভিক্ষা পাওয়ার আশায় কাঁদছে,
ঠিক-বেঠিকের প্রভেদ ভুলে শুধুই নাচছে ।

উন্মত্ত নৃত্যের তরঙ্গমালার প্রচণ্ডতায়
বুক ফেটে রক্ত বেরিয়ে আসছে, যন্ত্রণায়
মন-অবয়ব কুঁকড়ে যায় ভয়ে বৃতিষ্ণায়।
বিদ্বেষের কুণ্ঠিত ধারায় ভেসে যাচ্ছে মন
ভাঙছে সমাজ ছিঁড়ে যায় মানব বন্ধন।
রাজা কি জানে কেন তাণ্ডব আয়োজন?

শারদোৎসবের বিনোদিনী পাঠ বড়ই আন্তরিক

বছরভর প্রতীক্ষা তার জেগে থাকে মনে!

স্বপনকুমার মণ্ডল

'পুজো'র সঙ্গেই বাঙালির বেড়ে ওঠা। সেখানে হরেক পুজো, হরেক আয়োজন। বারো মাসে তেরো পার্বণের ঘটা তার লেগেই আছে। শুধু তাই নয়, পুজোকে উৎসবে সামিল না করা পর্যন্ত তার স্বস্তি নেই। পুজোর কথা শুনলেই মন আনচান করে উঠত। অবশ্য তখন ও পূজা পুজো হয়ে ওঠেনি। আর পুজো মানেই দুর্গাপুজো ছিল না। কী করে পার্বতীকে সমতলবাসী ভেতো বাঙালি একান্ত আপন করে নিল, তা ভাবলে আশ্চর্য মনে হয়। অবশ্য ঘরমুখো বাঙালির মধ্যে আগমনী আর বিজয়ার ছকটি বড় চেনা। সেখানে দেবী দুর্গার মায়ের আসন ক্রমশ পাকা হয়ে উঠেছে। সেই সপরিবারে আগমন থেকে বিচ্ছিন্নভাবে পুজোলাভের আয়োজন সবই মানিয়ে নেওয়ার সহজতায় তার আবেদন ক্রমশ নিবিড়তা লাভ করেছে। অবশ্য তার মধ্যে দুর্গাপুজোর রেশ মেলাতে না-মেলাতে শ্যামা কালীর দীপাবলির আলো জ্বলে ওঠে। সেই আলোতে উৎসবমুখর বাঙালি আবার পুজোর ছুটির আমেজে শেষবারের মতো উষ্ণতা উপভোগ করে। অবশ্য সকলে তো রামপ্রসাদ বা বামাখ্যাপা কিংবা রামকৃষ্ণ নন, তাই মা কালীর আলো আলোতেই মিলিয়ে যায়, আমোদের পথে বিস্তার লাভ করেনা। সেখানে দেবীদুর্গার মা দুর্গা হয়ে ওঠাটা ছিল স্বাভাবিক। ছোটবেলায় সেই মায়ের পুজোর সঙ্গেই পরিচয় হয়েছিল। তখনও পুজো উৎসবে মিলিয়ে যায়নি, আর পুজো ছিল পূজা। ভক্তির রঙ চড়িয়ে পল্লির মানুষের কাছে তাই ছিল ভগবতী পূজা। সেখানে ভগবতীর নামটি শুনে শিবকে ভগবান ভাবার মতো ভাবনাও যুক্তি খুঁজে পায়নি। তখনও বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর। বিশ্বাস ও ভালোবাসার জগতে শ্রদ্ধাবোধের অভাব ছিল না। প্রতিমার সামনে রূপ ঐশ্বর্যের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ হত, পেছনের বাঁশ-কাঠ-খড়ের না-ঢাকা পিছনের দেহাংশের দিক থেকে চোখআপনাতেই সরে আসত। পুজোর আগমন তখনও আবির্ভাব,এখনও সমান সচল। অবশ্য এখনকার মতো বিসর্জনের পর থেকে দিনগোনার বাতিক ছিল না। অথচ তা নিয়ে উত্তেজনার অভাব দেখিনি। হ্যাজাকের আলোতে ছুটেআসা পতঙ্গের মতো পল্লির মানুষ আনন্দে মুখর হয়ে উঠত। পুজোর সেই জনসংযোগে আমার বাবা রোডসংলগ্ন নবগঠিত খুদ্র জনপদ চড়কডাঙা কলোনিতে বারো মাসে তেরো পার্বণ শুরু করেছিলেন। সেই সূত্রে আমাদের বাড়িতে দুর্গাপুজোর আয়োজন হয়েছিল। শৈশবের খেলাঘর ভেঙে আসার পর্ব তখনও শেষ হয়ে যায়নি। স্বাভাবিক ভাবেই পুজোর উত্তেজনার চেয়ে প্রতিমার আকর্ষণ আমায় পেয়েবসেছিল।

গ্রামে তো আর কুমোরটুলি নেই। দুর্গার প্রতিমা গৃহস্থের বাড়িতেই তৈরি হয়। সেই প্রতিমা গড়ার দিন থেকেই আমার পুজোর আনন্দ ক্রমশ নিবিড় হতে শুরু করত। মৃৎশিল্পীর গড়ে তোলামূর্তি কীভাবে সালঙ্কারা প্রতিমা হয়ে ওঠে, তা শিশুমনে অপার বিস্ময় বয়ে আনত। তখন সেই শিল্পীকে মনে হত জাদুকর। অবশ্য শিল্পীমাত্রেরই জাদুশক্তি থাকে। সেদিক থেকে পল্লিবাংলার মৃৎশিল্পীরা বড়ই উপেক্ষিত মনে হয়। পেশাদারিত্বের বাইরে তাঁদের শৈল্পিকসত্তায় দেখার দৃষ্টি সেখানে অগভীর। অথচ কী গভীর মনোযোগের সঙ্গে তাঁরা সেই প্রতিমায় প্রাণপ্রতিষ্ঠায় সক্রিয় থাকেন, তা আমি ছোটবেলা থেকেই লক্ষ করেছি। কাঠ-বাঁশ-খড় দিয়ে গড়ে তোলা দৈহিক কাঠামোর উপরে মাটির প্রলেপ দিয়ে ও ছাঁচ দিয়ে মুখমণ্ডলাদি বানিয়ে খড়িমাটির পালিশ না দেওয়া পর্যন্ত তার মনের ছবিটা স্পষ্টতা লাভ করে না। সেখানে সিংহের হা-মুখ থেকে ইঁদুরের উঠে দাঁড়ানো সবকিছুই বিস্ময়মাখানো। তারপর যখন রঙে রঙিন করে সাজপোশাক পরিয়ে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে ঘামতেলে সজীব করার প্রয়াস চলত, তখন চোখের সম্মুখে মাদুর্গার দুর্গতিনাশিনীরূপটি দৈবিক অনুভূতি এনে দিত। সেই বিস্ময়বোধ পুজোর শিল্পায়নে আরও বিস্তার লাভ করে। প্রতিমা থেকে মণ্ডপসজ্জা, আলোকসজ্জা থেকে পরিবেশরচনা সবেতেই শৈল্পিক প্রকাশ প্রতিযোগিতামুখর। যেখানে দেখনদারির বাৎসরিক আয়োজন চলে, সেখানে আড়ম্বরের আয়োজন অনিবার্য হয়ে ওঠে। দেব-দেবীর মুখ নায়ক- নায়িকার মতো করলে সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় ঠিকই, কিন্তু তাতে আর ভক্তির আন্তরিকতার শ্রীবৃদ্ধি ঘটে না। এজন্য কৃত্রিমভাবে অনেকদিন আগে থেকে পুজোর উত্তেজনা সৃষ্টির প্রয়াস অবশেষে বিড়ম্বনায় শেষ হয়। মহালয়ার শব্দদানবের আমন্ত্রণেই তার সূচনা, ভাবা যায় ! সেখানে পুজোর বিনোদনী পাঠ বড় আন্তরিক হয়ে ওঠে। পুজোয় কী কী করব, কোথায় কোথায় যাব, কার কার সঙ্গে ঘুরব, তার কত আয়োজন, ফন্দি ফিকির !

পুজোর ছুটি মানেই সময় কাটানোর নানা আয়োজন। সেখানে পুজোয় পিকনিকের আয়োজন থেকে ভ্রমণের প্রয়োজন সবই হাতছানি দিয়ে ডাকে। সেখানে পুজোর আনন্দবোধ স্বতঃস্ফূর্তভাবে জেগে ওঠে না বলেই তার আয়োজনে আমাদের অনিয়ন্ত্রিত প্রয়াস। সেখানে ঢাকের তালে কোমর দুললেও মনের সাড়া মেলে না। অথচ মুখে ছোটে 'খুশিতে মন ভরে যায়'। অবশ্য মননের চর্চাতে বাঙালির বিস্তার সর্বত্রগামী। সেক্ষেত্রে শারদার সঙ্গে সারদাকে মিলিয়ে দেওয়াটা ছিল সময়ের অপেক্ষামাত্র। এই পুজোয় পত্র-পত্রিকার বিপুল আয়োজনে সেই মনের খোরাক কিছুটা হলেও আভিজাত্য লাভ করে। পুজোর প্রসাদের চেয়ে আত্মপ্রসাদলাভে অস্থির মনকে নির্মল আনন্দ দেওয়া-নেওয়ার ক্ষেত্রে এইসব পত্রিকার আয়োজনের উন্মাদনাই বাঙালির বনেদি মনের পরিচয়বাহক। ফলে দুর্গাপুজো এখন শুধু শিল্পে আত্মগোপন করেনি, শিল্পী-সাহিত্যিককেও পুজোর নৈবেদ্যের আয়োজনে সামিল করেছে। পুজোর সেই পবিত্র আনন্দ হারিয়ে গেলেও তার অস্তিত্ব নিঃস্ব হয়ে পড়েনি। তাই খুঁজে ফিরি শৈশবের স্মৃতিতীর্থে আর সেই নৈবেদ্যের আয়োজনে। অবসরের খোলা হাওয়ায় তার সৌরভ আমায় আমোদিত করে চলে অবিরত, অবারিত।

দলিতদের দুর্গা আরাধনার সাক্ষ্য বহন করছে হাজরা পার্ক

শুভাশিস বিশ্বাস

দক্ষিণ কলকাতায় মেগা বাজেট থেকে বিগ বাজেটের পুজো রয়েছে অনেকগুলোই। এই সব পুজোর প্যান্ডেল থেকে প্রতিমা বাস্তবিকই থাকে নজর কাড়া। সাবেকি পুজোর সঙ্গে বেশ কিছু পুজোর মণ্ডপ থেকে প্রতিমা সাজানো হয় কোনও এক থিমের ওপরে ভিত্তি করেই। এই থিমের অর্থ হল, সমাজকে বিশেষ কোনও এক বার্তা দেওয়া। তবে দক্ষিণের পুজো দেখতে হলে সেই তালিকা থেকে কোনও মতেই বাদ দেওয়া যায় না হাজরা পার্কের পুজোকে। কারণ স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময় থেকেই কলকাতার বুকে শুরু এই পুজোর। ২০২৪-এ এই পুজো পা দিতে চলেছে ৮২ তম বছরে। ফলে এটা নিঃসন্দেহে বলা যেতেই পারে কলকাতার দুর্গাপুজোর ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে দক্ষিণ কলকাতার সর্বজনীন এই পুজো।

এবারের হাজরা পার্কের পুজোয় থিম করা হয়েছে 'শুদ্ধি'। যার অর্থ শুদ্ধিকরণ। এটি আদতে সামাজিক ন্যায়বিচার এবং সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়নের প্রতীক। এই পুজোর সংগঠকরা দলিত সম্প্রদায় থেকে, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং সাম্যের গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে চলেছেন একেবারে প্রথম থেকেই। যার প্রতিফলন ঘটেছে এই বছরের থিমেও। একইসঙ্গে পুজোর উদ্যোক্তারা থিমের মধ্য দিয়ে এ বার্তাও দিতে চেয়েছেন, সমাজের অনেক অগ্রগতি হলেও বেশ কিছু ক্ষেত্রে সমতার জন্য লড়াই অব্যাহত। ফলে যাঁরা আরও ন্যায়পরায়ণ সমাজ গঠনের জন্য চেষ্টা করছেন, তাঁদের কাছে এই পুজো হয়ে উঠবে নতুন এক অনুপ্রেরণা।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, এই পুজো সর্বদাই সাম্য ও মানবাধিকারের লড়াইয়ের অগ্রভাগে থেকেছে। মূলত দলিত সম্প্রদায়ের দ্বারা সংগঠিত এই পুজো সম্মিলিত কর্মের শক্তি প্রদর্শন করে। আর এই সবের মধ্য দিয়েই এই পুজো কলকাতার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। যার শুরু ১৯৪০- এর দশকের সামাজিক-রাজনৈতিক সংগ্রামে এক বিরাট ভূমিকা নেওয়ার মধ্য দিয়ে। ফলে হাজরা পার্কের দুর্গাপুজো শুধু একটি ধর্মীয় উৎসবই নয়, তার চেয়েও বেশি কিছু। বাস্তবিক-ই এটি একটি আন্দোলন। এটি মানুষের আত্মা এবং শক্তির এক উৎস। যার মধ্যে নিহিত রয়েছে আশা। বিশ্ব যখন বৈষম্যের সমস্যায় জর্জরিত, ঠিক সেই সময়ের প্রেক্ষিতে হাজরা পার্কের দুর্গাপুজো এক আশার আলো দেখায়।

এই প্রসঙ্গে আরও একটু বিশদে বলতে গেলে হাজরা পার্ক দুর্গোৎসবের যে বিরাট ইতিহাস রয়েছে সে সম্পর্কে একটু জানা দরকার। ১৯৩০-এর দশকের শেষ এবং ১৯৪০-এর দশকের প্রথম দিকে দেশে সামাজিক আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। এদিকে মহাত্মা গান্ধি দলিতদের সম্মান ও অধিকার প্রদানে ধর্মযুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, যাঁদের তিনি হরিজন বলে সম্বোধন করতেন। এদিকে চিত্তরঞ্জন দাস তৎকালীন কেএমসির মেয়র পদের দায়িত্বে ছিলেন এবং পরবর্তীকালে সুভাষ চন্দ্র বসু সেই পদ গ্রহণ করেন। সুভাষচন্দ্র বসুর সময়ে কলকাতা এবং কেএমসি তার দলিত কর্মচারিদের প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সামগ্রিক পরিবর্তন আসে। যাঁর পিছনে ছিল নেতাজীর এক উদার মনোভাব। পরিবর্তনের এই হাওয়াতেই হাজরা পার্কের বারোয়ারি দুর্গাপুজোর উৎপত্তি। এই প্রসঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে, ৪০- এর দশকে মেথরদের সমাজের উচ্চবর্ণের মানুষের কাছে কোনও জায়গা ছিল না। উৎসবে যোগদানের কোনওরকম অনুমতি ছিল না তাঁদের। সুধু তাই নয়, দলিত বা মেথরদের অপবিত্র বলে মনে করা হত। আর সেই কারণে দুর্গাপুজোর মণ্ডপে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে ছিল কড়া নিষেধাজ্ঞা। তাঁদের কাছে এই দুর্গাপুজো ছিল দুর্গা প্রতিমাকে যখন কুমোরটুলি থেকে প্যান্ডেলে নিয়ে আসা হতো তখন। ওই সময় রাস্তার ধারে দাঁড়িয়েই তাঁরা প্রণাম করতেন মাত্র। এমনকি মায়ের নিরঞ্জনের সময় দলিতরা গঙ্গার ধারে দাঁড়াতেন। দূর থেকে মাকে বিদায় জানাতেন তাঁরা। তখন থেকেই তাঁদের মনেও দানা বাঁধতে থাকে এই বৈষম্যের বিরুদ্ধেও এক তীব্র প্রতিবাদ। এরপরই ১৯৪০ সালে একজন ব্যাক্তি মেথর-দলিতদের জন্য একটি দুর্গাপুজোর আয়োজন করার উদ্দেশ্যে একটি ছোটো দুর্গা প্রতিমা নিয়ে আসেন। যা ছিল তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষিতে প্রচণ্ড সাহসী এক পদক্ষেপ। কারণ, দলিতদের এই প্রচেষ্টাকে তৎকালীন সনাতমধর্মীদের তরফ থেকে ধর্মীয় রীতিনীতি লঙ্ঘন করা হিসাবেই দেখানো হয়। এমনকি এ অবস্থাও হয় যে, ওই ব্যক্তি সনাতনধর্মীদের হুমকির মুখে এঁটে উঠতে না পেরে ডিপো থেকে পালিয়ে যান। এই গোটা ঘটনাটি ডিপোর টিম কিপার তৎকালীন কেএমসির আধিকারককে জানান। এরপরই কেএমসির উচ্চবর্ণের কর্মচারি এবং আধিকারিকেরা একযোগে কেএমসির দলিত কর্মচারিদের জন্য দুর্গাপুজো দায়িত্ব নেন। এরপর ১৯৪৪ সালে কদমতলায় শুরু হয় প্রথম পুজো খুব ছোট করেই। এরপর ১৯৪৫ সাল থেকে পুজোটি হাজরা পার্কে স্থানান্তরিত হয়। তখন থেকেই এই পুজো হাজরা পার্কেই হয়ে আসছে।

এই প্রসঙ্গে হাজরা পার্ক দুর্গোৎসব কমিটির যুগ্ম সম্পাদক সায়ন দেব চট্টোপাধ্যায় জানান, 'আমাদের পুজো শুধু বিশ্বাসের উদযাপন নয়, এটা আমাদের সম্মিলিত শক্তি ও স্থিতিস্থাপকতার উদযাপন। একইসঙ্গে এ বার্তাও দেয়, প্রতিকূলতার মধ্যেও আমরা একত্রিত হতে পারি। এই বছরের থিম বৈষম্যের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী বিবৃতি এবং আরও ন্যায়সঙ্গত সমাজ গঠনে আমরা যে অগ্রগতি করেছি তার একটি অনুস্মারক।' পাশাপাশি তাঁর সংযোজন, এই পুজোর উত্তরাধিকার তার সাংস্কৃতিক তাৎপর্যের বাইরেও বিস্তৃত। এটি সামাজিক পরিবর্তনের জন্য একটি অনুঘটক হিসাবেও কাজ করেছে। যেখানে বৈষম্যমূলক অনুশীলনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে প্রতিপদে। কলকাতা যখন আসন্ন দুর্গাপুজো উৎসবের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে, হাজরা পার্ক উদযাপন আবারও আশার আলো এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের গুরুত্বের অনুস্মারক হিসেবে দাঁড়াবে বলেই মনে করেন পুজো উদ্যোক্তারা।